শতাধ্যায়েষু ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে মূলসূত্রাখ্যঃ পঞ্চমো ধ্যায়ঃ]

শ্রীভগবদ্ব্রহ্মণাকথিতা

—:*:—

শ্রীল-শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-

বিরচিত-টীকা-সহিতা

নবদ্বীপধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোর্মন্দিরস্থিত-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপরিবার-

গোস্বামিবংশসম্ভূত-তত্ত্বসন্দর্ভটীকাকার-মহাপ্রভুপাদ

পণ্ডিত—

শ্রীগৌরকিশোরগোস্বামি-বেদান্ততীর্থ-

কৃত-বঙ্গানুবাদ-তাৎপর্য্য-সমন্বিতা

—:-*-:—

সংস্কৃত বুক ডিপো

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

২৮।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

[মূল্যং—রৌপ্যকদ্বয়ম্।

—ভূমিকা—

পারমার্থিক উন্নতির প্রতি আগ্রহশীলতা ভারতবাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। ঐহিক যাবতীয় সুখ-সুবিধা অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া পরমার্থের অনুসন্ধানে ইহারা সমধিক যত্নবান্। "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্", পুণ্যভূমি হিন্দুস্থান ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পারমার্থিক চিন্তাধারার ইহাই প্রধান উৎস। যাঁহাকে জানিলে সব জানা হয়, যাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া হয়; অশান্ত চিত্ত পরম শান্তি লাভ করে; সেই সর্ব্বময় পরমেশ্বরকে জানিবার জন্য, পাইবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া এই ভারতের গুণী, জ্ঞানী, ভক্ত, মুনি, ঋষি, সন্ন্যাসী, যোগী, সাধু আর্য্য হিন্দুসন্তানগণ জাগতিক অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া তপস্যা করিয়াছেন, সাধনা করিয়াছেন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়া নিখিল বিশ্বের মানবগণকে উদাত্ত স্বরে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া আহ্বান করিয়া সেই পরমার্থ লাভের কল্যাণকর পথের সন্ধান দিয়াছেন, বিভিন্ন শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া তাহাতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আরাধনায় বশীভূত হইয়া সেই পরমেশ্বর কখনও স্বয়ং কখনও বা অংশরূপে আবির্ভূত হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বরের ও তাঁহার অনুগত জনের ঐ সকল বাণীই শাস্ত্র। তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট মত ও পথই ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপথ। পরবর্ত্তী কালে অপর সকলে আত্মোন্নতি সাধনায় উহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। ঐ সকল ধর্ম্মমতের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং বর্ত্তমানে এই ঘোর কলিকালের জীবগণের পক্ষে তাহা একমাত্র কল্যাণকর পথ বলিয়া সকল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মের যজন যাজন ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের পঠন-পাঠন এক্ষণে সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য।

এই ব্রহ্মসংহিতা বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তপূর্ণ অপূর্ব্ব গ্রন্থ। জীবের কল্যাণের জন্য লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার দ্বারা ইহা

কথিত হইয়াছে। তদবধি এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসমাজে পরম সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী সময়ে কলি-পাবনাবতার নবদ্বীপধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য বৈষ্ণব-প্রেম ধর্ম্মের তরঙ্গে ও ভগবন্নাম প্রেমের বন্যায় সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত করেন। তৎকালে নীলাচল (পুরী) হইতে তীর্থ ভ্রমণ ছলে জীব উদ্ধার করিবার জন্য তিনি দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে মল্লার দেশে পয়স্বিনী নদীর তীরবর্ত্তী "আদিকেশব" নামক শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির মন্দিরে গমন করিলে তথায় ভক্তগণ এই ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, ইহা তিনি দেখিতে পাইলেন। গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া তিনি পুলকিত হইলেন এবং পরম আগ্রহে ইহার অনুলিপি লেখাইয়া লইলেন। ইহা ১৪৩২ শকাব্দের বৈশাখমাস হইতে ১৪৩৩ শকাব্দের মাঘমাসের মধ্যবর্ত্তী সময়ের ঘটনা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই প্রকার উক্তি আছে।—

"ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইলা।

* * * * *

বহু যত্নে সেই পুঁথি লইল লেখাইয়া॥"

ঐ উক্তি হইতে ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, ব্রহ্মসংহিতার এই পঞ্চম অধ্যায়টিই মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু আদিকেশবের মন্দিরে পঠিত হইতে শুনিয়াছিলেন এবং তাহাই লেখাইয়া লইয়াছিলেন। এই প্রকারে ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন ও ঐ গ্রন্থ ভক্তগণকে অর্পণ করিলেন। ভক্তগণ ঐ ব্রহ্মসংহিতা লিখিয়া লইলেন। ইহা ১৪৩৪ শকাব্দ জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাসের ঘটনা। রথযাত্রা দর্শন করিতে যে সকল ভক্তগণ ঐ সময়ে বঙ্গদেশ, বৃন্দাবন প্রভৃতি হইতে পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মসংহিতা লইয়া আপন আপন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই প্রকারে উক্ত গ্রন্থ দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ, বৃন্দাবন, আসাম প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

"প্রত্যেক বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

দুই পুস্তক শব্দের দ্বারা ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত বুঝিতে হইবে; কারণ কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থও দক্ষিণ হইতে ঐ একই সময়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু কর্ত্তৃক আনীত হয়।

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহধারী শ্রীগোবিন্দ তাঁহার অপর নাম। বৃন্দাবনের দ্বিভুজমুরলীধর নন্দনন্দনরূপই তাঁহার পরম স্বরূপ। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার ঊর্দ্ধে বা সমান আর কেহ নাই। ভক্তিযোগে তাঁহার ভজন করাই সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনিই একমাত্র ভজনীয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি। মায়া তাঁহার দাসী। তিনি সকল দেব-দেবীর সেব্য। তাঁহার প্রতি প্রেমই পরম পুরুষার্থ। তিনি জগতের মূল কারণ। তিনিই প্রকৃতি ও পুরুষ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকল তেজের আধার। তিনি ভক্তবৎসল। গোলোক ও তাহা হইতে অভিন্ন বৃন্দাবন তাঁহার নিত্য ধাম। সেখানে তিনি তাঁহার প্রেয়সীগণের সহিত নিত্য বিরাজমান। তিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। তাঁহার বিগ্রহ ও ধাম চিন্ময় ও অপ্রাকৃত। জীব চিৎকণ এবং তাঁহার নিত্য দাস। ইত্যাদি সিদ্ধান্তসমূহ এই ব্রহ্মসংহিতার ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে মূলসূত্রাখ্য পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মসংহিতা সমস্ত বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান।
গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানে পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পরবর্ত্তী কালে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর সঞ্চারিত শক্তিবলে বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বৃন্দাবনে বসিয়া বহু বৈষ্ণবশাস্ত্র সঙ্কলন করেন। শ্রীপাদজীবগোস্বামী ইঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি

১৪২৯ শকাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি নবদ্বীপধামে যাইয়া ন্যায়, তন্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র এবং কাশীতে গমন করিয়া মধুসূদন সরস্বতীর নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী ইঁহারই জ্যেষ্ঠতাত। ইঁহারা কর্ণাটদেশীয় পঞ্চদ্রাবিড়ি বৈদিক ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া যখন বৈরাগ্য করেন, তাহার পূর্ব্বে ইঁহারা বঙ্গদেশের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্তা প্রজাপ্রিয় বাদশাহ আলাউদ্দিন্ হুশেন সাহার মন্ত্রী ছিলেন। ইহা ১৪৩০ শকাব্দের (অর্থাৎ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ) ঘটনা। পরিশেষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপায় বৈরাগ্য করিয়া উক্ত শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমের (বল্লভ) সহিত বৃন্দাবন গমন করেন এবং পরে বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্র সঙ্কলন ও লুপ্ততীর্থের উদ্ধার সাধন করেন। ইহা ১৪৩৭ শকাব্দ হইতে ১৪৫৫ শকাব্দের (অর্থাৎ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) মধ্যবর্ত্তী ও পরবর্ত্তীকালের ঘটনা।

আবাল্য ব্রহ্মচারী শ্রীপাদজীবগোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপ গোস্বামীর শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এবং পরে ষট্সন্দর্ভ, সর্ব্বসংবাদিনী, ক্রমসন্দর্ভ প্রভৃতি উনিশখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সময়ে তিনি এই ব্রহ্মসংহিতার উপর সংস্কৃত টীকা রচনা করেন এবং বিভিন্ন শ্রুতি ও শাস্ত্রবাক্য স্বীয় টীকায় সংযোজিত করিয়া ব্রহ্মসংহিতার মূলে নিবদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সমূহ বর্ণনা করিয়া দৃঢ় করেন। কথিত আছে যে, ব্রহ্মসংহিতা একশত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, কিন্তু তাহার মধ্যে এই পঞ্চম অধ্যায়টিই সমগ্র গ্রন্থের সূত্রস্থানীয় ও পরম সার। সুতরাং কেবল মাত্র ব্রহ্মসংহিতার এই পঞ্চম অধ্যায়ের উপরেই শ্রীপাদজীবগোস্বামী টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ১৪৫৫ শকাব্দের (অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)

পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। সুতরাং ১৪৩৪ শকাব্দে যখন মাত্র মূল এই ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় বঙ্গদেশ প্রভৃতি স্থানে ভক্তগণ পুরী হইতে আনয়ন করেন ও তাহা প্রচার করেন; তখন সেই সময় হইতে অন্ততঃ ত্রিশ কিম্বা পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে বৃন্দাবনে বাসকালে শ্রীপাদজীবগোস্বামী কর্ত্তৃক ইহার উপর সংস্কৃত টীকা রচিত হয় এবং ঐ সময়েরও অনেক পরবর্ত্তী কালে শ্রীপাদ-জীবগোস্বামীর ছাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন ধাম হইতে রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্য গোস্বামিগণের রচিত বৈষ্ণবশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ বঙ্গদেশে প্রচারকল্পে আনয়ন করেন। ইহা ১৫৩৭ শকাব্দের অথবা তৎপরবর্ত্তীকালের ঘটনা। শ্রীপাদজীবগোস্বামীর রচিত সংস্কৃত টীকা সহ এই ব্রহ্ম-সংহিতা দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে আনীত হইয়া অন্যান্য গ্রন্থের সহিত বিশেষ প্রচার লাভ করে। ব্রহ্মসংহিতার অন্যান্য অধ্যায়গুলি পাওয়া যায় না; কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মসংহিতার ঐ সকল অধ্যায়গুলির মধ্যে কতকগুলি অধ্যায় "নারদপঞ্চরাত্র" গ্রন্থের সহিত একত্রিত হইয়া উহার অন্তর্ভুক্তরূপে "নারদপঞ্চরাত্র" সংজ্ঞায় প্রচার লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মসংহিতা ও তাহার টীকা এবং টীকা-কারের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও ভ্রম সংশোধনের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া রাখা ভাল যে, তত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থের উপর 'বর্ণলতা' নামক যে সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছি তাহার সহিত ইংরাজীতে আমার রচিত শ্রীপাদজীবগোস্বামীর যে জীবনী সংযুক্ত আছে, তাহাতে মুদ্রাকর ভ্রমবশতঃ শ্রীপাদজীবগোস্বামীর জন্ম শকাব্দ ১৪৫৫ খৃঃ মুদ্রিত করিয়াছেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। শ্রীপাদজীবগোস্বামীর জন্ম ১৪২৯ শকাব্দ হইবে।

এক্ষণে ব্রহ্মসংহিতার এই সংস্করণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণব সমাজের ও অন্যান্য পাঠকগণের সুবিধার জন্য ব্রহ্মসংহিতার ভগবৎসিদ্ধান্ত সংগ্রহে মূল সূত্রাখ্য এই পঞ্চম অধ্যায় ও তদুপরি শ্রীপাদজীবগোস্বামীর রচিত টীকা এবং মূলের বঙ্গানুবাদ, মূল ও

টীকার প্রয়োজনানুরূপ ব্যাখ্যা সহ "গৌরকরুণা" নামক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। মূল ও টীকার পাঠের বিশুদ্ধি সংরক্ষণের জন্য পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথির ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত Brahma-Samhita edited by Arthur Avalon এবং শ্রীব্রজনাথ মিশ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া একত্রে পাঠ মিলাইয়া, যে পাঠ সমীচীন বলিয়া মনে হইয়াছে ; তাহাই এই সংস্করণে সংযোজিত করিয়াছি। টীকায় প্রমাণরূপে উদ্ধৃত অন্যান্য শাস্ত্রবাক্য সমূহের সম্পূর্ণ পাঠ অর্থাৎ পূর্ণ শ্লোক বা বাক্য টীকার ভিতর নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং এই বিষয়ে Arthur Avalon (আরথার্ এভলন্) সাহেবের সংস্করণ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি এবং তাহার জন্য শ্রম লাঘব হইয়াছে। মূলের যতদূর সম্ভব অবিকল বঙ্গানুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মূলের ও টীকার সিদ্ধান্ত ও আনুসঙ্গিক কথা প্রয়োজনানুসারে বিস্তৃতভাবে "তাৎপর্য্যে" বিবৃত করিয়াছি। বিভিন্ন গ্রন্থ বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় প্রমাণ-বাক্যসমূহ উদ্ধার করিয়া মূল ও টীকার সিদ্ধান্তসমূহ তাৎপর্য্যে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঈদৃশ প্রাচীন ও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রন্থের ও তাহার টীকার পাঠ যথাযথ নির্ণয় করা এবং তাহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা কত দূর দুরূহ তাহা সুধীগণ নিশ্চয় অনুভব করিবেন, সুতরাং আমার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য দয়ালু বৈষ্ণবসমাজের নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি।

অতি শিশুকালে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে প্রথম শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ করি—আমার নিত্যধাম-প্রাপ্তা মাতাঠাকুরাণীর মুখে। দিবসের কর্ম্মকোলাহল শান্ত হইলে সন্ধ্যার পর আমাকে ক্রোড়ের কাছে লইয়া "শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম" মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি আমাকে ঘুম পড়াইতেন।

"জয় জয় গোপাল গোবিন্দ গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর॥"

তাই আজ মাতৃভাষায় সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করিতে বসিয়া শ্যামা বঙ্গজননীর উচ্ছ্বসিত স্নেহের একটি ধারাস্বরূপা আমার মাতাঠাকুরাণীর কথা আজ পুনঃপুনঃ মনে হইতেছে; সেই তাঁর মধুর সুর আমার কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে।

"কৃষ্ণ চন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর।" ইতি।

-নবদ্বীপধাম-
—ঝুলন পূর্ণিমা—
১৩৫১

শ্রীগৌরকিশোরগোস্বামী
(বেদান্ততীর্থ)

—সূচীপত্রম্—

বিষয়		শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব-কথন।	...	১	১-১৫
শ্রীকৃষ্ণধাম, গোকুল, গোলোক এবং তাহার আবরণ দেবতা প্রভৃতি বর্ণনা	...	২-৯	১৬-৩০
গোলোক ও গোবিন্দের অভিন্নতা এবং মায়াসম্বন্ধশূন্যতা বর্ণনা।	...	১০-১১	৩১-৩৫
বৈষ্ণবীশক্তি রমাদেবী বর্ণনা।	...	১২	৩৬-৩৭
যোনি-লিঙ্গাত্মক প্রজা বর্ণনা।	...	১৩	৩৮
লিঙ্গ ও যোনির স্বরূপনির্ণয়।	...	১৪	৩৯
প্রথম পুরুষাবতার বিবরণ ও তাঁহা হইতে জল ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিশ্বসৃষ্টি বর্ণনা।	...	১৫-১৭	৪০-৪৫
দ্বিতীয় পুরুষাবতার বর্ণনা ও তাঁহা হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণনা।	...	১৮-২২	৪৬-৫২
প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, পঞ্চীকরণ, মহাভূতসমূহের উৎপত্তি বর্ণনা।	...	২৩-২৪	৫৩-৫৪
জীবাত্মার প্রকাশ, স্বরূপ, ঈশ্বর ও জীবাত্মার স্বাভাবিক স্থিতি।	...	২৫-২৬	৫৫-৫৬
ব্রহ্মার উৎপত্তি ও সৃজন-প্রচেষ্টা বর্ণনা।	...	২৭-২৮	৫৭-৬১
ব্রহ্মার প্রতি দৈববাণী দ্বারা ভগবানের অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র ও তপস্যা করিবার উপদেশ দান।	...	২৯-৩০	৬২-৬৩
ব্রহ্মার তপস্যা প্রচেষ্টা বেণু-ধ্বনি দ্বারা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট ত্রয়ী অর্থাৎ বেদশিক্ষা লাভ।	...	৩১-৩৭	৬৪-৬৮

ব্রহ্মাকৃত শ্রীগোবিন্দের স্তব ও
প্রসঙ্গতঃ বিবিধতত্ত্ব বৈষ্ণব
সিদ্ধান্ত নির্ণয়। ... ৩৮-৬৪ ৬৮-১১৬
যুগ্মশ্লোকে ব্রহ্মস্থিত
গোলোকের স্তব ... ৬৫-৬৬ ১১৭-১১৮
শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ব্রহ্মাকে পঞ্চশ্লোকী
তত্ত্ব উপদেশ এবং ব্রহ্মার
কৃতার্থতা বর্ণনা। ... ৬৭-৭৩ ১১৯-১২৬

—শুদ্ধিপত্রম্—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ঈশ্বর আর	ঈশ্বর কৃষ্ণ আর	৭	১৭
শ্রীসৎ	সৎ	১১	২৩
শ্রীগোপতাপনী	শ্রীগোপালতাপনী	১৪ (অনু)	৭
ব্রহ্মরূপধার	ব্রহ্মরূপ ধরি	৫২	২৩
পূরুষঃ, দেবে	পুরুষঃ, দেবো	৫৪	১-২
ব্রহ্মাণ্ডে	ব্রহ্মাণ্ড	৫৮	৯
ছাব্বিশটি	সাতাশটি	৬৯	১৭
প্রকার	প্রকারে	৭৬	২৪
৪৩	৪৪	৭৯	২৩
শ্যামসুন্দকে	শ্যামসুন্দরকে	৮৬	১৯
গোবিভাষ্য	গোবিন্দভাষ্য	১১৪	১৫
সমৃ, হও	সম, ও	১১৮	২৯

ব্রহ্মসংহিতা

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১

শ্রীজীবগোস্বামিকৃত-টীকা—

শ্রীকৃষ্ণরূপমহিমা মম চিত্তে মহীয়তাম্।
যস্য প্রসাদাদ্ব্যাকর্ত্তুমিচ্ছামি ব্রহ্মসংহিতাম্ ॥
দুর্যোজনাঽপি যুক্তার্থা সুবিচারাদৃষিস্মৃতিঃ।
বিচারে তু মমাত্র স্যাদৃষীণাং স ঋষির্গতিঃ ॥
যদ্যপ্যধ্যায়শতযুক্ সংহিতা সা তথাপ্যসৌ।
অধ্যায়সূত্ররূপত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বাজতাং গতঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যেষু দৃষ্টং যৎ্ষ্টবুদ্ধিভিঃ।
তদেবাত্র পরামৃষ্টং ততো হৃষ্টং মনো মম ॥
যদ্ যচ্ছ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তরাদ্বিনিরূপিতম্।
অত্র তৎ পুনরামৃশ্য ব্যাখ্যাতুং স্পৃহ্যতে ময়া ॥

অথ শ্রীভাগবতে যদুক্তম্—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি।

তদেব তাবৎ প্রথমমাহ—ঈশ্বর ইতি। অত্র কৃষ্ণ ইত্যেব বিশেষ্যং তন্নাম এব। 'কৃষ্ণাবতারোৎসব-সম্ভ্রমোঽস্পৃশন' ইত্যাদৌ

শ্রীশুকাদিমহাজনপ্রসিদ্ধ্যা। 'কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়' ইত্যাদি সামোপনিষদি চ প্রথমপ্রতীতত্বেন তন্নামবর্ণাবির্ভাবকৃতা গর্গেণ প্রথমমুদ্দিষ্টত্বেন। তথাচ মন্ত্রমধিকৃত্য 'পয়সা কুম্ভং পূরয়তী'তি ন্যায়েন তত্রাগ্রতঃ পঠিতত্বেন মূলরূপত্বাৎ। তদুক্তং প্রভাসখণ্ডে পদ্মপুরাণে চ নারদকুশধ্বজসংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ।

'নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ'। ইতি

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত-কৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে,—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

ইত্যত্র শ্রীকৃষ্ণস্যৈবোক্তম্। যস্ত্বগ্রে গোবিন্দনাম্না স্তোষ্যতে তৎ খলু কৃষ্ণত্বেঽপি তস্য গবেন্দ্রত্ববৈশিষ্ট্যদর্শনার্থমেব। তদেবং রূঢ়িবলেন প্রাধান্যাত্তস্যৈবেশ্বর ইত্যাদীনি বিশেষণানি। অথ গুণদ্বারাপি তদ্দৃশ্যতে। যথাহ গর্গঃ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

অনুবাদ—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবিশ্বম্ভরৌ বিজয়েতাম্

ব্রহ্মণা কথিতা সেয়ং সংহিতা লোকপাবনী।
ভক্তিশাস্ত্রসমূহানাং সিদ্ধান্তানাং পরং পদম্॥
অজ্ঞানধ্বান্তনাশায় প্রেমাম্বুপরিসেচনাৎ।
সংগৃহ্য দক্ষিণাদেনাং গৌড়ং গৌরঃ সমানয়ৎ॥
গৌরকৃষ্ণং নমস্কৃত্য সংহিতা বঙ্গভাষয়া।
বিস্তার্য্যতে ময়া সম্যক্ গৌরকিশোরশর্ম্মণা॥

সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। তিনি আদি এবং গোবিন্দ। তিনি সকল কারণের কারণ ও অনাদি।

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের অবতার ও নাম অসংখ্য। সেই অসংখ্য নামের মধ্যে যে নামের দ্বারা তাঁহাকে পূর্ণতমরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে, তাঁহার সেই মুখ্যতম নামটি শ্লোকান্তর্গত "কৃষ্ণ" পদের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। অন্যান্য নাম পরিত্যাগ

প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাঽঽত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে॥
বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥

অস্য কৃষ্ণত্বেন দৃশ্যমানস্য প্রতিযুগং নানা তনূরবতারান্ গৃহ্লতঃ প্রকাশয়তঃ শুক্লাদয়ো বর্ণাস্ত্রয় আসন্ প্রকাশমবাপুঃ। সত্যাদৌ শুক্লাদিরবতার ইদানীং সাক্ষাদস্যাঽবতারসময়ে কৃষ্ণতাং গতঃ। এতস্মিন্নেবান্তর্ভূতঃ। অতএব কৃষ্ণে কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বোৎকর্ষকত্বাৎ কৃষ্ণেতি মুখ্যং নাম। তস্মাদস্যৈব তানি রূপাণীত্যাহ—বহুনীতি। তদেবং গুণদ্বারা তন্নাম্নি প্রাধান্যসূচকস্য কৃষ্ণস্য তন্নাম্নঃ প্রাধান্যে লব্ধে।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্ব্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

ইতি যোগরত্তিত্বেঽপি তস্য তাদৃশত্বং লভ্যতে। ন চেদং পদ্যমন্যপরম্। তদুপাসনাতপ্রগোতমীয়তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র-ব্যাখ্যাযাং তদেতত্তুল্যং পদ্যং দৃশ্যতে।

কবিয়া শ্লোকে কেবল "কৃষ্ণ" নামের উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে "কৃষ্ণ" নামই মুখ্যতম এবং একমাত্র "কৃষ্ণ" নামের দ্বারাই শ্রীভগবানকে পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করা সম্ভব। সুতরাং যাবতীয় নামের মধ্যে "কৃষ্ণ" নামই শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান নাম; অধিকন্তু এই শ্লোকের দ্বারা কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে, অন্য কাহাকেও অর্থাৎ অবতার প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে না। অন্যান্য নাম এই "কৃষ্ণ" নামেরই অন্তর্গত এবং অন্যান্য অবতারাদি শ্রীকৃষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শ্লোকে মুখ্যতমরূপে কৃষ্ণনামের ও শ্রীকৃষ্ণ-নির্দ্দেশের ইহাই তাৎপর্য্য।

বিবিধ অবতারগণের নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীসূত বলিয়াছিলেন, রাম, নৃসিংহাদি যে সকল অবতারের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কেহ বা পরমেশ্বরের অংশ, কেহ কেহ বা তাঁহার বিভূতি, কিন্তু সর্ব্ব-

কৃষশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চাহহনন্দস্বরূপকঃ।
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ॥ ইতি॥

তস্মাদয়মর্থঃ। ভবন্ত্যস্মাৎ সর্ব্বেহর্থা ইতি ভূধাত্বর্থ উচ্যতে। ভাবশব্দবৎ স চাত্র কর্ষতেরেবার্থস্তস্যৈব প্রাপ্তত্বাৎ। গৌতমীয়ে ভূশব্দস্য সত্তাবাচকত্বেহপি তদ্ধাত্বর্থঃ সত্ত্বেবোচ্যতে। ঘটশব্দস্য প্রতিপাদ্যমানত্বেন সহসা সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ হেতুহেতুমত্তাবৎ ভেদোপচারঃ কার্য্যঃ তচ্চাকর্ষাভিপ্রায়ঃ। ঘটত্বংসত্তাবাচকমিত্যুক্তে ঘটসত্ত্বেব গম্যতে ন তু পটসত্তা ন সামান্যসত্তেতি। অথ নির্বৃতিরানন্দস্তয়োরৈক্যং সামানাধিকরণ্যেন ব্যক্তং যৎ পরং ব্রহ্ম সর্বতোহপি সর্বস্যাপি বৃংহণং বস্তু তৎ বৃহত্তমম্। কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। ঈর্য্যতে ইতি বা পাঠঃ। কিন্তু কৃষেরাকর্ষমাত্রার্থকেন ণশব্দস্য চ প্রতিপাদ্যেনাহহনন্দেন সহ সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাদ্ধেতুহেতুমতোরভেদোপচারঃ কার্য্যঃ। তচ্চাহহকর্ষপ্রাচুর্য্যার্থমায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ। পরংব্রহ্মশব্দস্য তত্তদর্থঞ্চ। 'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ। 'অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি' ইতি শ্রুতেশ্চ। এবমেবোক্তং বৃহদ্গৌতমীয়ে।

শক্তিমান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং অপর সকলে তাঁহারই অন্তর্গত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও ইহাই উক্ত হইয়াছে।

"অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস॥"
"কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম॥"

একটিমাত্র দীপ হইতে যেমন বহু দীপের জ্বলন সম্ভব হয়; তদ্রূপ সমস্ত অবতারেরই মূল কারণ শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মসংহিতার সূত্ররূপ এই প্রথম শ্লোকের দ্বারা এই সিদ্ধান্তই প্রকাশিত হইতেছে।

শ্লোকান্তর্গত "কৃষ্ণ" পদটি বিশেষ্য এবং অন্যান্য পদগুলি উহার বিশেষণ। অন্যান্য পদগুলির দ্বারা পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, গুণ, কর্ম্ম ও ধর্ম্মাদি উল্লিখিত হইতেছে। সংস্কৃত "কৃষ্" ধাতুর সহিত "ণ" প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণ পদ গঠিত

কৃষিশব্দো হি সত্তার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।

সত্তাস্বানন্দয়োর্যোগাচ্চিৎ পরংব্রহ্ম চোচ্যতে ॥ ইতি।

অদ্বয়ব্রহ্মবাদিভিরপি সত্তানন্দয়োরৈক্যং তথা মন্তব্যম্। শাব্দিকৈর্ভিন্নাভিধেয়ত্বেন প্রতীতেঃ। সত্তাশব্দেন চাত্র সর্ব্বেষাং সতাং প্রবৃত্তিহেতুর্যৎ পরমং সৎ তদেবোচ্যতে। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' ইতি শ্রুতেঃ। অভিন্নাভিধেয়ত্বে বৃক্ষতরুরিতিবদ্বিশেষেণ বিশেষ্যত্বাযোগাদেকস্য বৈয়র্থ্যাচ্চ।

গৌতমীয়পদ্যঞ্চৈবং ব্যাখ্যেয়ম্। পূর্বার্দ্ধে সর্ব্বাকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট আনন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধে যস্মাদেবং সর্বাকর্ষকসুখরূপোঽসৌ তস্মাদাত্মা জীবশ্চ তত্র সুখরূপো ভবেৎ। তত্র হেতুঃ। 'ভাবঃ প্রেমা তন্ময়ানন্দত্বাৎ' ইতি। তদেবং রূপগুণাভ্যাং পরমবৃহত্তমঃ সর্ব্বাকর্ষক আনন্দঃ কৃষ্ণশব্দবাচ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। স চ শব্দঃ শ্রীদেবকীনন্দন এব রূঢ়ঃ। অস্যৈব সর্ব্বানন্দকত্বং বাসুদেবোপনিষদি দৃষ্টম্। 'দেবকীনন্দনো নিখিলমানন্দয়েৎ' ইতি। আনন্দমাত্রমবিকারমনন্যসিদ্ধম্। ততশ্চাসৌ শব্দো নান্যত্র সংক্রমণীয়ঃ। যথাহ ভট্টঃ।

হইয়াছে। "কৃষ্" ধাতু সত্তাবাচক এবং "ণ" প্রত্যয় আনন্দবাচক। উক্ত ধাতু ও প্রত্যয়ের ঐক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে পরমব্রহ্ম ইহাই অভিহিত হইয়াছে। প্রকারান্তরে "কৃষ্" ধাতুর অর্থ আকর্ষণও বুঝায়, সেক্ষেত্রে যিনি স্বকীয় আনন্দে অর্থাৎ আনন্দ হেতুক আকর্ষণ করেন এই অর্থেও কৃষ্ণ পদের দ্বারা পরম ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

অন্যান্য নামের মধ্যে কেন "কৃষ্ণ" নাম সর্ব্বপ্রধান এবং তাহার অর্থসঙ্গতি ও শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রভৃতি তৎ সম্বন্ধীয় কথা এই প্রথম শ্লোকের স্বীয় রচিত সংস্কৃত টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি আলোচনাদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে ঐ সকল কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র তাহার সার এখানে কথিত হইতেছে। এই ব্রহ্মসংহিতা বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত

লব্ধাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্ যোগাপহারিণী।
কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ ॥ ইতি।

পরং ব্রহ্মত্বঞ্চ শ্রীভাগবতে। 'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্' ইতি। 'যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্' ইতি চ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যত্রাবতীর্ণ কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি' ইতি। শ্রীগীতাসু চ—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্' ইতি। তাপনীষু চ—'যোহসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ' ইতি।

অথ মূলমনুসরামঃ। যস্মাদেতাদৃক্ কৃষ্ণশব্দবাচ্যস্তস্মাদীশ্বরঃ সর্ব্ববশয়িতা। তদিদমুপলক্ষিতং বৃহদ্গৌতমীয়ে কৃষ্ণশব্দস্যৈবার্থান্তরেণ।

অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে ॥ ইতি।

কলয়তি নিয়ময়তি সর্বমিতি হি কালশব্দার্থঃ। তথা চ তৃতীয়ে তমুদ্দিশ্যোদ্ধবস্য চ পূর্ণ এব নির্ণয়ঃ।

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ইতি।

শ্রীগীতাসু। 'বিষ্টভ্যাহহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' ইতি। তাপন্যাম্—

গ্রন্থ। জটিল বিচারের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করিয়া জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সেই দুরূহ বিচারাংশ বর্জ্জন-পূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারাংশ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত টীকায় কিয়ৎ-পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ বিচারাংশ পরিত্যাগ করিয়া শ্লোকের মূল এবং তাহাতে নিবদ্ধতত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের অনুবাদ এবং তাহা বুঝাইবার মত টীকার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনমত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা এখানে নিবদ্ধ করা হইল।

পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর এবং তিনিই পরম অর্থাৎ তিনি পরমেশ্বর ইহাই ব্রহ্মসংহিতার এই পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের মূল সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্

একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুভজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ইতি।

যস্মাদেব তাদৃগীশ্বরস্তস্মাৎ পরমঃ। পরাঃ সর্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মী-রূপাঃ শক্তয়ো যস্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে—'রেমে রমাভি-র্নিজকামসংপ্লুতঃ' ইতি।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥ ইতি।

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥ ইতি।
তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥ ইতি চ।

অত্রৈবাগ্রে বক্ষ্যতে। 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' ইতি। তাপন্যাং চ—'কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্' ইতি। যস্মাদেব তাদৃক্ পরমস্তস্মাদাদিশ্চ। তদুক্তং শ্রীদশমে।

স্বয়ম্" এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "একেলা ঈশ্বর আর সব ভৃত্য" এই বাক্য উক্ত সিদ্ধান্তই ঘোষণা করিতেছে। সুতরাং উক্ত হইয়াছে যে—

"স্বয়ংরূপ এককৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি"। (চৈতন্যচরিতামৃত)॥

শ্লোকে কৃষ্ণশব্দ বাচক এবং ঈশ্বরশব্দ বাচ্য হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাধ্যক্ষ ও সর্ব্বগ বশী ও ঈড্য হইতেছেন। সুতরাং এতাদৃশগুণযুক্ত হওয়ায় তিনিই পরম, যে হেতু পরা অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা অর্থাৎ লক্ষ্মীরূপাশক্তিসমূহ শ্রীকৃষ্ণেই একমাত্র বর্ত্তমানা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি গোবিন্দ। এখানে শ্লোকে গোবিন্দনামের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত হওয়ায় কৃষ্ণ হইয়াও তাঁহার গবেন্দ্ররূপ বৈশিষ্ট্য দ্যোতিত হইতেছে, সুতরাং

শ্রুত্বাঽজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ।
আহোপায়ং তমেবাঽস্য উদ্ধবো যমুবাচ হ॥ ইতি।

টীকা চ স্বামিপাদানাম্। আদ্যো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা। একাদশে তু তস্য শ্রেষ্ঠত্বমাদ্যত্বঞ্চ যুগপদাহ—'পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি'। ইতি।

ন চৈতদাদিত্বং তদবতারাপেক্ষং কিন্তু অনাদিঃ ন বিদ্যতে আদির্যস্য তাদৃশম্। তাপন্যাঞ্চ 'একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ' ইত্যুক্ত্বাঽঽহ।

'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্'॥ ইতি।

যস্মাদেব তাদৃশতয়া আদিত্বস্মাৎ সর্বকারণকারণম্। সর্বেষাং কারণং মহৎ স্রষ্টা পুরুষস্তস্যাপি কারণম্। তথা চ দশমে তং প্রতি দেবকীবাক্যম্।

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাঽদ্যাঽহং গতিং গতা॥ ইতি।

টীকা চ। হে আদ্য যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্য অংশো মায়া তস্যা অংশা গুণাঃ। তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি। তং ত্বা ত্বাং গতিং শরণং গতাঽস্মীত্যেষা।

তথা চ ব্রহ্মস্তবে। 'নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়নাৎ' ইতি। ভারতে চ।

শ্রীকৃষ্ণ "গোবিন্দ" এই বাক্যের দ্বারা বিশেষরূপে শ্রীবৃন্দাবনীয় দ্বিভুজ মুরলিধর নন্দাত্মজ গোপীজনবল্লভ গোপালক শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে এবং তিনিই পূর্ণতম ও স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে ঐ সিদ্ধান্তই উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর পূর্ণ নিত্যধাম॥"

সুতরাং উক্ত শ্লোকের এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। শ্রীবৃন্দাবনধামে গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, মথুরায়

নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।
তস্য তান্যয়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

ইত্যনেন লক্ষিতো নারায়ণঃ স তবাঙ্গং স্বং পুনরঙ্গীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' ইতি। তদেবং কৃষ্ণশব্দস্য যৌগিকার্থোঽপি সাধিতঃ। যে চ তচ্ছব্দেন কৃষিণাভ্যাং পরমানন্দমাত্রং বাচয়ন্তি তেঽপি ঈশ্বরাদি-বিশেষণৈস্তত্র স্বাভাবিকীং শক্তিং মন্যেরন্। তস্মিন্ তস্মান্ন দ্বিতীয়-ত্বেন সর্বকারণত্বেন চ বস্ত্বন্তরশক্ত্যারোপাযোগাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ। 'আনন্দং ব্রহ্মেতি'। 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ য আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'। 'আনন্দাদ্ধ্যেবমানি ভূতানি জায়ন্তে'।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ইতি।

নচু স্বমতে যোগবৃত্তৌ চ সর্বাকর্ষকপরমবৃহত্তমানন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধানাদবিগ্রহ এব স ইত্যবগম্যতে। আনন্দস্য বিগ্রহানব-গমাৎ। সত্যম্। কিন্ত্বয়ং পরমোঽপূর্বঃ পূর্বসিদ্ধানন্দবিগ্রহ ইতি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহো লক্ষণো যো বিগ্রহস্তদ্রূপ এবেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীদশমে ব্রহ্মণস্তবে। 'তয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনস্তে'

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতর এবং দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ইহাই শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আচার্য্য শ্রীপাদসনাতন এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় করিয়াছেন, যথা—

"কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে যথা—

"ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ॥"

মূলশ্লোকে "সচ্চিদানন্দ" এই পদটি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ এবং ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপিত হইতেছে।

ইতি। তাপনী-হয়শীর্ষয়োরপি—'সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট-কারিণে' ইতি। ব্রহ্মাণ্ডে চ শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—'নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ' ইতি। এতদুক্তং ভবতি। সত্যং খল্বব্যভিচারত্বমুচ্যতে তদ্রূপত্বঞ্চ তস্য শ্রীদশমে ব্রহ্মাদিবাক্যে 'সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যম্' ইত্যত্র ব্যক্তম্। শ্রীদেবকী-বাক্যে চ।

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥
যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥
মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াঽদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥

ইত্যাদি সর্ব্বা। 'একোঽসি প্রথমম্' ইত্যাদি শ্রীব্রহ্মণো বাক্যে তদিদং ব্রহ্মাঽদ্বয়ং শিষ্যতে। ইতি। শ্রীগীতাসু—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্' ইতি।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ইতি।

তাপন্যাম—'জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্। যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্বৈর্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ

শ্রীচরিতামৃতে উক্ত আছে যথা—

"আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ স্বরূপ লক্ষণ।"

"কৃষ্" ধাতুর সহিত "ণ" প্রত্যয় যোগে নিষ্পাদিত কৃষ্ণ-শব্দের দ্বারা পরমানন্দ বুঝায়। আনন্দের কোনও বিগ্রহ অর্থাৎ মূর্ত্তি নাই, সুতরাং পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণেরও কোনও বিগ্রহ অর্থাৎ মূর্ত্তি নাই। তিনি নিরাকার। পক্ষান্তরে পরমব্রহ্ম নিরাকার ইত্যাদি আশঙ্কা ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করিয়া মূলে বলা হইয়াছে, "সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে এবং তাহা সচ্চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পরম অপূর্ব্ব অর্থাৎ তাঁহার আনন্দময়

সর্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য তিষ্ঠতি ভূতানি চ বিদধাতি স বো হি স্বামী ভবতি' ইতি। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি 'গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি' ইতি চ। তত্র পূর্ব্বত্র সৌম্য ইতি। সৌরী যমুনা তদদূরভবদেশে বৃন্দাবন ইত্যর্থঃ। অথ চিদ্রূপত্বং স্বপ্রকাশত্বেন পরপ্রকাশকত্বম্। তচ্চোক্তং শ্রীদশমে ব্রহ্মণা।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ।

তাপন্যাম্—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।
তং হ দেবমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ॥ ইতি।

'ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্' ইতি শ্রুত্যন্তরবৎ। যথানন্দরূপত্বং সর্বাংশেন নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদত্বম্। তচ্চ শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তবান্তে 'ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণ' ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরয়োর্ব্যক্তম্। তথা চানুভূতমানকদুন্দুভিনা।

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্॥ ইতি।

'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম' ইতি শ্রুত্যন্তরবৎ। তদেবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপত্বে সিদ্ধে বিগ্রহ এবাঽঽত্মা তথাঽঽত্মা এব বিগ্রহ ইতি

বিগ্রহ পূর্ব্বসিদ্ধ এবং সৎ চিৎ ও আনন্দ লক্ষণযুক্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহধারী। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই কথাই উক্ত আছে, যথা,—"চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বসার।"

"সৎ"—শব্দের দ্বারা নাশাভাবোপলক্ষিতস্বরূপ বুঝায়। যাহা মিথ্যা ও শূন্য নহে এবং যাহা কোনও প্রকারে বাধা অর্থাৎ অন্যথা প্রাপ্ত হয় না, এবম্ভূতাত্মক যাহা তাহাই সৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফলতঃ অব্যভিচারে সর্ব্বদা যাহা বর্ত্তমান থাকে ও এবম্ভূত সত্যস্বরূপ নিত্য যাহা তাহাই সৎ। সুতরাং "শ্রীসৎ" এই বিশেষণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মিথ্যাত্ব ও শূন্যত্ব খণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি সত্য ও নিত্য ইহাই বর্ণিত হইল।

সিদ্ধম্। ততো জীববদ্ দেহিত্বং তস্য নেত্যপি সিদ্ধান্তিতম্। যথোক্তং শুকেন।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ইতি।

তথাপি তস্য দেহিবল্লীলা কৃপাপরবশতয়েবেত্যর্থঃ। 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ' ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ। তদেবমস্য তথা তল্লক্ষণং শ্রীকৃষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়লীলাভিনিবিষ্টত্বেন কচিদ্ বৃষ্ণীন্দ্রত্বং কচিদ্ গোবিন্দত্বঞ্চ দৃশ্যতে। যথাহ দ্বাদশে সূতঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রু-
গ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোপবনিতা ব্রজভৃত্যগীত
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্॥ ইতি।

স্বাভীষ্টরূপ লীলাপরিকরবিশিষ্টতয়া গোবিন্দত্বমেব স্বারাধ্যত্বেন যোজয়তি—গোবিন্দ ইতি। যথাত্রৈবাগ্রে স্তোষ্যতে। 'চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ' ইত্যাদি। শ্রীদশমে শ্রীগোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভিবাক্যম্। 'ত্বং নঃ পরমকং দেবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে'

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সৎ স্বরূপ। "চিৎ" শব্দের দ্বারা স্বপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ বুঝায়। যাহা স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া অর্থাৎ অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে নিরপেক্ষভাবে নিত্যপ্রকাশমান থাকিয়া অপরাপর বস্তু সমূহকে প্রকাশ করে তাহাই চিৎ। চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান। সুতরাং "চিৎ" এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানস্বরূপতা নির্ণীত হইল। শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট ঐ সিদ্ধান্তই শিক্ষা করিয়াছিলেন; যথা—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

"আনন্দ" বলিতে পরম সুখস্বরূপ বুঝায়। অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকারে অহৈতুকী পরম প্রেমাস্পদই আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আনন্দস্বরূপ। এবম্ভূত সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। তাঁহার

ইতি। 'অভ্যাষিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ' ইত্যুক্তা তৎপ্রকরণান্তে শ্রীশুকপ্রার্থনা। 'প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবামিতি'।

গবাং সর্বাশ্রয়ত্বাত্তবেন্দ্রত্বেনৈব সর্বেন্দ্রত্বসিদ্ধেঃ।

ন চেদং ন্যূনং মন্তব্যম্। তথাহি গোস্তুক্তম্।

গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ।

গোভির্ব্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ ষড়ঙ্গপদকক্রমাঃ॥ ইতি।

অস্তু তাবৎ পরমগোলোকাদবতীর্ণানাং তাসাং গবামিন্দ্রত্বমিতি। ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধিতং প্রকাশিতম্। তাপনীষু চ—

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনে সুরভূরুহতলাসীনং সততং

সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি। ইতি।

তথৈব শ্রীদশমে।

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং

যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।

সম বা ঊর্দ্ধ আর কেহ নাই। তাঁহার বিগ্রহ অর্থাৎ মূর্ত্তি সাধারণ জীবাদির ন্যায় নহে। ইহা অপ্রাকৃত গুণগণ বিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিগ্রহ পরস্পর অভিন্ন। সৎ চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধ গুণ তাঁহার একই বিগ্রহে অবস্থিত। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময়তা দর্শিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিগ্রহ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই উল্লিখিত আছে, যথা—

"সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই বিগ্রহে তিঁহো ধরে তিনরূপ॥"

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর তিনিই গোবিন্দ এবং তিনি আদি। "আদি" বলিতে যাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ ছিল না তাঁহাকেই বুঝায়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, অতএব তিনিই আদি। বিভিন্নশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব ও আদ্যত্ব বিশেষভাবে দর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ আদি অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ছিল না; তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।

যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-

স্ত্বদ্যাপি তৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ইতি।

তত্র শ্রীনন্দনন্দনত্বেনৈব তং লব্ধং তৎপ্রার্থনা।

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়

গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।

বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-

লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ইতি।

তদেবং গোবিন্দাদিশব্দস্য পরমৈশ্বর্য্যময়স্য সার্থতাঽপি তেনাভিমতা। তথা চোক্তম্—ঈশ্বরত্বপরমেশ্বরত্বানুবাদপূর্বকতাৎপর্য্যাবসানতয়া গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীমদ্দশাক্ষরমন্ত্রার্থকথনে।

গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ।

অনয়োরাশ্রয়ো ব্যাপ্ত্যা কারণত্বেন চেশ্বরঃ ॥

সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতির্বল্লভেন চ কথ্যতে।

অথবা গোপীপ্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডলম্ ॥

অনয়োর্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ।

কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে ॥

"সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোর শেখর।

চিদানন্দদেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণের এই অবতারকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার এই বিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হওয়াই আদি। এইরূপ অর্থে "আদি" বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই "আদি" শব্দের দ্বারা তিনি যে এক অদ্বিতীয় বশী সর্ব্বজ্ঞ এবং ঈড্য শ্রীগোপতাপনী শ্রুতিবাক্য অনুসারে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় অথবা তাঁহার সমান আর কেহই নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। যথা—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তাঁতে বড় তাঁর সম কেহ নাহি আন্ ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা।
নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ইতি।

প্রকৃতিমিতি মায়াখ্যাং জগৎকারণশক্তিমিত্যর্থঃ। তত্ত্বসমূহকো মহদাদিরূপঃ। অনয়োরাশ্রয়ঃ সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতিরীশ্বরো বল্লভশব্দেন কথ্যতে। ঈশ্বরত্বে হেতুর্ব্যাপ্ত্যা কারণত্বেন চেতি। প্রকৃতিরিতি স্বরূপভূতা মায়াতীতা বৈকুণ্ঠাদৌ প্রকাশমানা মহালক্ষ্ম্যাখ্যা শক্তিরিত্যর্থঃ। অংশমণ্ডলং সঙ্কর্ষণাদিত্রয়ম্। অনেকজন্মসিদ্ধানামিত্যত্র 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন' ইতি শ্রীভগবদ্গীতাবচনাদনাদিজন্মপরম্পরায়ামেব। তাৎপর্য্যম্। তদেবমত্রাপি নন্দনন্দনত্বেনাঽভিমতম্। শ্রীগর্গেণ চ তথোক্তম্ 'প্রাগযং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাঽঽত্মজঃ' ইতি। যুক্তং চ তৎ। আত্মজং হি তস্য শ্রীবসুদেবস্যাপি মনস্যাভির্ভূতত্বমেব মতম্। 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ' ইতি। ব্রজেশ্বরস্যাপি তথাঽঽসীদেব শ্রীভগবৎপ্রাদুর্ভাবস্য পূর্বাব্যবহিতকালং ব্যাপ্য তথা সর্বত্র দর্শনাৎ। কিন্ত্বাত্মনি তস্যাঽঽবির্ভাবে সত্যপ্যাত্মজত্বায় পিতৃভাবময়শুদ্ধমহাপ্রেমৈব প্রযোজকম্। ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্বরাহদেবস্যাঽঽবিভাবেঽপি ব্রহ্মণি বরাহদেবে লোকে চ তদবগমাদর্শনাৎ। তাদৃশশুদ্ধপ্রেমা তু শ্রীব্রজরাজ এব। শ্রীবসুদেবে ত্বৈশ্বর্যজ্ঞানপ্রতিবদ্ধ ইতি সাধূক্তম্। 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য' ইতি। অতঃ শ্রীমদ্দশাক্ষরবিনিয়োগেঽপি তন্ময এব দৃশ্যতে॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণ অনাদি। যাঁহার আদি নাই তিনিই অনাদি। এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণ-কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি যে সমস্ত কারণ আছে সেই সকল কারণেরও শ্রীকৃষ্ণই কারণ। অথবা সর্ব্বকারণীভূতা যে মায়া সেই মায়ারও কারণ শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তাঁহার আর কোনও কারণ নাই। অতএব তিনি অনাদি। শ্লোকের "সর্ব্বকারণ কারণ" বিশেষণ পদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তটস্থ লক্ষণ নির্নীত হইয়াছে। যথা—

"কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ"

—চরিতামৃত।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥ ২

অথ তস্য তদ্রূপতাসাধকং নিত্যং ধাম প্রতিপাদয়তি—সহস্র-পত্রং কমলমিত্যাদিনা। সহস্রাণি পত্রাণি যত্র তৎকমলমিত্যাদিনা ভূমিশ্চিন্তামণিগুণময়ীতি বক্ষ্যমাণাচ্চিন্তামণিময়ং পদ্মং তদ্রূপং তচ্চ মহৎ সর্বোৎকৃষ্টং পদং স্থানম্। মহতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভগবতো বা পদং মহাবৈকুণ্ঠরূপমিত্যর্থঃ। তৎ তু নানাপ্রকারং শ্রূয়তে

নিখিলপ্রপঞ্চাপ্রপঞ্চের সর্ব্বকারণের কারণ অন্য কোনও দ্বিতীয় বস্তু নাই। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ। সুতরাং ফলিতার্থ এই যে সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। তিনিই গোবিন্দ, আদি ও সর্ব্বকারণ-কারণ এবং অনাদি। শ্রীবৃন্দাবনের দ্বিভুজমুরলিধর গোপীজনবল্লভ নন্দাত্মজ গোপালক শ্রীকৃষ্ণেই এই প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য। এই প্রকারে এই প্রথম শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব এবং তাঁহার স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ, বিগ্রহবত্ত্ব সর্ব্বকারণ-কারণত্ব প্রভৃতি পরম বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ১।

সহস্রদলপদ্মের ন্যায় গোকুল নামক মহৎ স্থান শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ঐ ধাম সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকার তুল্য এবং অনন্তদেবের অংশসম্ভূত। অথবা অনন্ত যাঁহার অংশ ঐ ধাম সেই শ্রীবলরামের আবাসস্থান। অতএব ঐ গোকুল মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা জীবের কল্যাণের জন্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাই ব্রহ্মসংহিতা। নবদ্বীপধামেশ্বর কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণকালে ঐ সংহিতা তৎপ্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৌড়দেশে প্রচার করিবার জন্য তাঁহার ভক্তগণকে অর্পণ করেন। বৈষ্ণব সাধন ভজন উপাসনা ও উপাস্য সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তপূর্ণ এই ব্রহ্মসংহিতা বৈষ্ণব-ভক্তগণের কণ্ঠহার, পরম আদরের সামগ্রী। শ্রীগৌরাঙ্গ

ইত্যাশঙ্ক্য বিশেষণদ্বয়েন নিশ্চিনোতি—গোকুলাখ্যমিতি। গোকুল-মিত্যাখ্যা রূঢ়ির্যস্য তৎ গোপাবাসরূপমিত্যর্থঃ। রূঢ়ির্যোগমপহর-তীতি ন্যায়েন তস্যৈব প্রতীতেঃ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীদশমে 'ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ' ইতি। অতএব তদনুকূলত্বেনোত্তরগ্রন্থেঽপি ব্যাখ্যেয়ম্। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীনন্দযশোদাদিভিঃ সহ বাসযোগ্যং

মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহার উপর বিস্তৃত সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়া স্বীয় সমাজে প্রচার করেন। শতাধ্যায়ী ব্রহ্মসংহিতার মাত্র এই পঞ্চম অধ্যায়টি এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পঞ্চম অধ্যায়টিই সমগ্র সংহিতার সারভূত ও পরমসিদ্ধান্তপূর্ণ।

প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে সেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম নির্ণয় করিতেছেন। সহস্রপত্র অর্থাৎ সহস্রদলবিশিষ্ট কমল (অর্থাৎ পদ্ম) যে প্রকার তদ্রূপ আকারযুক্ত যে গোকুল তাহাই শ্রীকৃষ্ণের ধাম অর্থাৎ নিত্য বাসস্থান।

"গোলোকাখ্য গোকুল মথুরা দ্বারাবতী।
এই তিনলোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য স্থিতি॥

—চরিতামৃত।

"গোকুল" এই নির্দ্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদ অর্থাৎ বাসস্থান সম্বন্ধীয় সমস্ত আশঙ্কা নির্ম্মূল করিয়া ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, নানাপ্রকার পদের কল্পনা না করিয়া গোকুলই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃষ্ট ধাম এবং রূঢ়িবৃত্তির দ্বারা গোকুল যে গোপগণের আবাসভূমি তাহাই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলেশ্বর বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে; সুতরাং গোকুল পদের দ্বারা গরুসমূহ এই প্রকার অথবা অন্য কোনও অর্থ কল্পনা না করিয়া গোপগণের আবাসস্থল শ্রীকৃষ্ণের ধাম ইহাই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পিতামাতা শ্রীনন্দ যশোদার সহিত ঐ স্বীয়ধাম গোকুলে অবস্থান করেন ইহাই তাৎপর্য্য।

কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ৩
প্রেমানন্দ-মহানন্দরসেনাবস্থিতং হি যৎ।
জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতম্॥ ৪

মহান্তঃপুরম্। তৈঃ সহবাসিতা হ্যগ্রে সমুদ্দেক্ষ্যতে। তস্য স্বরূপমাহ—তদিতি। অনন্তস্য বলদেবস্যাংশেন জ্যোতির্বিভাগ-বিশেষেণ সম্ভবঃ সদাঽঽবির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণৈতদপি বোধ্যতে। অনন্তঃ অংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি। ২।

"অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্য স্থিতি পিতামাতা বন্ধুগণ॥"

—চরিতামৃত।

এই গোকুলধামের ভূমি চিন্তামণিগুণময়ী এবং ইহা চিন্তামণিময় পদ্মতুল্য; সুতরাং ইহা মহৎ। অথবা ইহা এই গোকুলধাম মহত্তত্ত্বাদির অধিষ্ঠান স্থান। অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অপ্রাকৃত। মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধাম সুতরাং ইহা মহাবৈকুণ্ঠ স্বরূপ। ইহা শ্রীঅনন্তদেবের অংশ হইতে অর্থাৎ জ্যোতিবিভাগ বিশেষ হইতে উৎপন্ন। যথা,—

"গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়।"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

অতএব এই গোকুল শ্রীঅনন্তাংশসম্ভূত। অথবা শ্রীঅনন্তদেব যাঁহার অংশ সেই শ্রীবলরাম এই গোকুলে বাস করেন, সুতরাং ইহা মহৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম, বাসস্থান। শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণেরই বৈভবপ্রকাশ বিশেষমূর্ত্তি। যথা,—

"বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান॥" —চৈতন্যচরিতামৃত।

এবম্ভূত এই গোকুল শ্রীকৃষ্ণের ধাম অর্থাৎ বসতিস্থান। অতএব ইহা মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ২।

সর্বমন্ত্রগণসেবিতস্য শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাখ্যমহামন্ত্ররাজপীঠস্য মুখ্য-পীঠমিদমিত্যাহ—কর্ণিকারমিতি দ্বয়েন। মহদ্‌যন্ত্রমিতি যৎপ্রতিকৃতি-রেব সর্বত্র যন্ত্রত্বেন পূজার্থং লিখ্যত ইত্যর্থঃ। যন্ত্রমেব দর্শয়তি—ষট্‌কোণাভ্যন্তরে যস্য তৎ। বজ্রকীলকং কর্ণিকারে বীজরূপ-হীরককীলকশোভিতম্। মন্ত্রে চ চকারোপলক্ষিতা চতুরক্ষরী কীলরূপা জ্ঞেয়া। ষট্‌কোণত্বে প্রয়োজনমাহ। ষট্ অঙ্গানি যস্যাঃ সা ষট্‌পদী শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরী তস্যাঃ স্থানং প্রকৃতির্মন্ত্রসম্যক্‌রূপং স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ কারণরূপত্বাৎ। তচ্চোক্তম্ ঋষ্যাদিস্মরণে 'কৃষ্ণঃ প্রকৃতিঃ' ইতি। পুরুষশ্চ স এব তদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপঃ তাভ্যামবস্থিত-মধিষ্ঠিতম্। স হি চতুর্ধা প্রতীয়তে। মন্ত্রস্য কারণত্বেন বর্ণসমুদায়-রূপত্বেন অধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপত্বেন আরাধ্যরূপত্বেন চ। তত্র

পূর্ব্বোক্ত গোকুল যাহা সহস্রদলকমলের কর্ণিকার সদৃশ সেই গোকুলরূপ কর্ণিকারটি একটি মহৎ যন্ত্র। ইহা ষট্‌কোণ বিশিষ্ট এবং বজ্রকীলকসমন্বিত ও ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ট ষট্‌পদী অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের স্থান অর্থাৎ আশ্রয়। ইহা প্রকৃতি এবং পুরুষ কর্ত্তৃক ও প্রেমানন্দরূপ মহানন্দ রসের দ্বারা অধিষ্ঠিত। ইহা জ্যোতিস্বরূপ কামবীজমন্ত্রসঙ্গত (যুক্ত)।

শ্রীভগবানের আরাধনার যত মন্ত্র আছে সেই সকল মন্ত্রগণের মধ্যে অষ্টাদশাক্ষরযুক্ত "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।" এই মন্ত্রই সর্ব্বপ্রধান এবং ইহা মন্ত্ররাজরূপে কথিত হইয়া থাকে। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত আছে যে, সনকাদি ঋষিগণ পরতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে প্রভু! কোন বস্তু হইতে মৃত্যুভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে? পরম দেবতা কে? কাহাকে পরিজ্ঞাত হইলে সমুদয় বস্তুই জানা যায়? এই সংসারের প্রবর্ত্তক কে?" ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। মৃত্যু একমাত্র গোবিন্দ হইতেই ভীত হইয়া থাকে। একমাত্র গোপীজনবল্লভকে পরিজ্ঞাত হইলেই সমগ্র বস্তুই জানা যায়। যাহা কর্ত্তৃক এই বিশ্বসংসার প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সন্দেহ দূর

কারণত্বেনাঽধিষ্ঠাতৃরূপত্বেনাঽত্রোচ্যতে। আরাধ্যরূপত্বেন প্রাগুক্তঃ 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' ইতি। বর্ণরূপত্বেনাগ্রত উদ্ধরিষ্যতে 'কামঃ কৃষ্ণায়' ইতি। তথোক্তং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।

বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতামন্ত্রয়োরিহ।
অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥ ইতি।

গোপালতাপনীশ্রুতিষু।—

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব।
কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং
শব্দেনাঽসৌ পঞ্চপদো বিভাতীতি॥ ইতি।

করিবার জন্য ঋষিগণ ব্রহ্মাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কৃষ্ণ? গোপীজনবল্লভ কোন জন? স্বাহা কি? উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—যিনি পাপকর্ষণকারী তিনি কৃষ্ণ। যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদবিদিত এবং ঐ সকল বস্তুকে পরিজ্ঞাত আছেন তিনি গোবিন্দ। অবিদ্যার কলা অর্থাৎ অজ্ঞানাংশই গোপীজন শব্দের অর্থ; তাহার অর্থাৎ এই অজ্ঞানাংশের যিনি বল্লভ অর্থাৎ প্রেরক তিনিই গোপীজনবল্লভ সংজ্ঞায় অভিহিত। স্বাহা শব্দের দ্বারা মায়াকে বুঝায়। এই সকল বস্তুই পরমব্রহ্ম। যিনি তাঁহাকে ধ্যান করেন তিনি পরমপদ লাভ করেন; মুক্ত হন। তাঁহার ভজন কীর্ত্তন ও আস্বাদন দ্বারা জীব কৃতার্থ হয়। অনন্তর তাঁহার বেশ, রূপ, আস্বাদনপ্রকার ও ভজনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য পুনরায় প্রশ্ন করিলে তদ্বিষয়ে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, সেই পরম দেবতা শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশধারী নবজলধরশ্যামতনু নিত্যকিশোর কল্পবৃক্ষ-মূলে অবস্থিত। তিনিই গোবিন্দ ও সংসার-প্রবর্ত্তক গোপীজন-বল্লভ, স্বাহা ও পরম-ব্রহ্ম। তাঁহার প্রতি ভক্তিই ভজন; ইহামুত্র যাবতীয় উপাধি ত্যাগ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণে মনের সম্পূর্ণ নিবিষ্টতাই ভক্তি এবং তাহাই কর্ম্মশূন্যতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। তিনি ভুবনপালয়িতা এবং স্বাহাকে (মায়াকে)

কচিদ্ দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বস্ত শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া। অতএবোক্তং গৌতমীয়ে কল্পে।—

নারদোঽস্ত ঋষিঃ প্রোক্তশ্ছন্দো বিরাড়িতি স্মৃতম্।
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা বাস্ত দুর্গাঽধিষ্ঠাতৃদেবতা॥ ইতি।
যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥

ইত্যাদি। অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্তত্র স্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গা নাম। তস্মাদেয়ং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। নিরুক্তিশ্চাত্র কৃচ্ছ্রেণ দুর্গারাধনাদিবহুপ্রয়াসেন গম্যতে জ্ঞায়ত ইতি। তথা চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে।

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥

আশ্রয় করিয়া নিজ হইতে উদ্ভূত জগৎ প্রবর্ত্তিত করিতেছেন বলিয়া জানিবে।

এই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র একক অদ্বিতীয় হইয়াও নিখিল বিশ্বের মঙ্গলার্থ ষট্-পদী অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের পদসমূহে বিভক্ত হইয়া সবিশেষ প্রকাশ পাইতেছেন।

উক্ত মন্ত্র নিরন্তর জপ করিয়া ব্রহ্মা গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং প্রণতঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যের সংসাধন করিতে শ্রীকৃষ্ণ ঐ অষ্টাদশবর্ণময় স্বীয় স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। তদনন্তর জগৎ-সৃজনে সমুৎসুক ব্রহ্মা মন্ত্রস্থিত ঐ অষ্টাদশ অক্ষর সমূহে ভবিষ্যৎরূপ প্রতিভাত দেখিয়া, 'ক্লীঁ' এই বীজের 'ক'-কার হইতে জল, 'ল'-কার হইতে পৃথিবী, 'ঈ'-কার হইতে অগ্নি, বিন্দু হইতে চন্দ্র এবং তাহার নাদ হইতে সূর্য্য সৃষ্টি করিলেন। "কৃষ্ণায়" এই শব্দের 'কৃষ্ণা' হইতে আকাশ, 'য়'-কার হইতে বায়ু, "গোবিন্দায়" শব্দ হইতে গোজাতি, "গোপীজন" শব্দ হইতে যথাক্রমে চতুর্দ্দশ বিদ্যা এবং "বল্লভায়" শব্দ হইতে স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। এই মন্ত্রের অর্চ্চনা করিয়াই মহেশ্বর মোহশূন্য হইয়া আত্মস্বরূপ

যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥
একেয়ং প্রেমসর্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥
ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা।
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী ॥
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্বদেহাভিমানিনঃ ॥ ইতি চ।

তথা চ সম্মোহনতন্ত্রে।—

যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাঽহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্।
যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যা পরাঽদ্বয়া ॥

অবগত হইয়াছিলেন। সুতরাং আদ্যন্তে প্রণব 'ওঁ' যুক্ত করিয়া নিষ্কামচিত্তে মনুষ্যগণ ঐ মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাই পরমপদ লাভের একমাত্র আশ্রয় ও কল্যাণকর উপায়।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম গোকুল এই মহামন্ত্রের প্রধান পীঠস্থান। সাধন, ভজন, পূজা প্রভৃতি করিবার জন্য ঐ মহামন্ত্রের মুখ্য পীঠস্থান গোকুলধামের প্রতিকৃতি যন্ত্ররূপে সর্ব্বত্র অঙ্কিত হওয়ায় সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকার তুল্য ঐ গোকুলধাম একটি মহৎযন্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছয়টি কোণ আকৃতিযুক্ত এবং বজ্রকীলক অর্থাৎ কামবীজরূপ হীরককীলক বিশিষ্ট এবং ছয় অঙ্গবিশিষ্ট উক্ত অষ্টদশাক্ষর মহামন্ত্রের স্থান এবং তজ্জন্যই ইহা ছয়টি কোণ সমন্বিত হইয়াছে।

কারণরূপী হওয়ায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতি এবং উক্ত মহামন্ত্রের স্থান অর্থাৎ গৃহস্বরূপ। ঋষ্যাদি স্মরণে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রকৃতি বলা হইয়াছে। আবার মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে তিনিই পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ ঐ মন্ত্রের দেবতা এবং শ্রীদুর্গা ঐ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শ্রীদুর্গাই মহাবিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণই দুর্গা, আবার দুর্গাই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথিত আছে। এবম্ভূত প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এই ধাম

তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥ ৫

ইতি প্রতি দুর্গোবাচ। কিঞ্চ। প্রেমরূপা য আনন্দমহানন্দ-রসাস্তৎপরিপাকভেদাত্মকেন তথা জ্যোতীরূপেণ স্বপ্রকাশেন মনুনা মন্ত্ররূপেণ কামবীজেন সঙ্গতমিতি মূলমন্ত্রান্তর্গতত্বেঽপি কামবীজস্য পৃথগুক্তিঃ কুত্র চ ন স্বাতন্ত্র্যাপেক্ষয়া। ৩-৪

তদেবং তদ্ধামোক্ত্বা তদাবরণান্যাহ—তদিত্যর্দ্ধেন। তস্য কর্ণিকারূপধাম্নঃ কিঞ্জল্কং কিঞ্জল্কাঃ শিখরাবলি-বলিতপ্রাচীরপংক্তয় ইত্যর্থঃ। তদংশানাং তস্মিন্নংশাদয়ো বিদ্যন্তে যেষাং পরম-প্রেমভাজাং সজাতীয়ানাং ধামেত্যর্থঃ। গোকুলাখ্যমিত্যুক্তেরেব তেষাং তৎস্বজাতীয়ত্বকোক্তং স্বয়ং শ্রীবাদরায়ণিনা।

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ॥ ইতি।

অতএব কমলস্য পত্রাণি শ্রিয়াং তৎপ্রেয়সীনাং গোপীরূপাণাং শ্রীরাধাদীনামুপবনরূপাণি ধামানীত্যর্থঃ। গোপীরূপপক্ষাসাং মন্ত্রস্য তন্নাম্না লিজিতত্বাৎ। রাধাদিত্বঞ্চ।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

ইতি বৃহদ্গৌতমীয়াৎ। 'রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি মৎস্য-পুরাণাৎ। 'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা' ইতি

গোকুল। ইহা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। স্বয়ং প্রকাশ স্বভাব কামবীজ মহামন্ত্র দ্বারা এই গোকুলধাম সঙ্গত। এই প্রকারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ্ম শ্লোকের দ্বারা নিত্য শ্রীভগবদ্ধামের নির্ণয় করিয়া তাহার উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। ৩-৪

গোকুলরূপ পদ্মের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশর এবং পত্র সকল শ্রীকৃষ্ণের অংশভূতা শ্রীগণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপিকাগণের ধাম, বসতিস্থান।

শ্রীভগবন্নিত্যধামের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে পরবর্ত্তি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা ঐ ধাম কর্ণিকার আবরণসমূহ কথিত হইতেছে। সহস্রদল

চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্।
চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্দ্ধাম চতুষ্কৃতম্ ॥ ৬
চতুর্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুর্ভির্হেতুভির্বৃতম্।
শূলৈর্দশভিরানদ্ধমূর্দ্ধাধো দিগ্বিদিক্ষ্বপি ॥ ৭

ঋকৃপরিশিষ্টাচ্চ। তত্র পত্রাণাম্ উচ্ছ্রিতপ্রান্তানাং সন্ধিষু বর্ত্মান্তগ্রিমসন্ধিষু গোষ্ঠানি জ্ঞেয়ানি। অখণ্ডকমলস্য গোকুলত্বাৎ তথৈব গোকুলসমাবেশাচ্চ গোষ্ঠং তথৈব। যত্তু স্থানান্তরে বচনমস্তি।

সহস্রারং পদ্মং দল-ততিষু দেবীভিরভিতঃ
পরীতং গোসঙ্খ্যৈরপি নিখিলকিঞ্জল্কমিলিতৈঃ।
কবাটে যস্যাস্তি স্বয়মখিলশক্তিপ্রকটিত-
প্রভাবঃ সত্ত্বঃ শ্রীপরমঃ পুরুষস্তং কিল ভজে ॥ ইতি।

তত্র গোসংখ্যৈরিতি তু পাঠঃ সমঞ্জসঃ। গোসংখ্যাশ্চ গোপা ইতি। 'গোপে গোপালগোসংখ্যগোধুগাভীরবল্লবাঃ' ইত্যমরঃ। কবাট ইতি কবাটানামভ্যন্তরে কর্ণিকামধ্যদেশ ইত্যর্থঃ। অখিলশক্ত্যা প্রকটিতপ্রভাবো যেন স পরমঃ পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। ৫

পদ্মের কর্ণিকার তুল্য গোকুলধাম এবং ঐ পদ্মের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কর্ণিকারের পার্শ্ববেষ্টিত কেশর সমূহ ও ঐ পদ্মের পত্রগুলি শ্রীকৃষ্ণাংশসম্ভূতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধাদি গোপীদিগের ধাম স্বরূপ এবং তাঁহাদিগের হইতে অভিন্ন বলিয়া নির্ণীত হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণময়ী দেবী রাধিকা পরদেবতা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিময়ী সম্মোহিনী পরা শ্রীরাধিকা" ইত্যাদি বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র বাক্যহেতু এবং "রাধা বৃন্দাবনে বনে" ইত্যাদি মৎস্যপুরাণের বচন ও রাধায় দ্বারা বা সহ মাধব এবং মাধবের দ্বারা বা সহ রাধিকা ইত্যাদি ঋকৃপরিশিষ্ট মন্ত্রহেতু কর্ণিকার কমলপত্রসমূহ শ্রীরাধিকাদির উপবনরূপ অর্থাৎ ধামসমূহ বলিয়াই জানিতে হইবে এবং কমলের পত্রসমূহের প্রান্তভাগ উচ্ছ্রিত হওয়ায় পত্রসন্ধিসমূহ গোষ্ঠের স্থান বলিয়া জানিতে হইবে। ৫

অষ্টভির্নিধিভির্জুষ্টমষ্টভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা।
মনুরূপৈশ্চ দশভির্দিক্‌পালৈঃ পরিতো বৃতম্ ॥ ৮
শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্ষদর্ষভৈঃ।
শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরদ্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৯

অথ গোকুলাবরণান্যাহ—চতুরস্রমিতি চতুর্ভিঃ। তস্য গোকুলস্য পরিতো বহিঃ সর্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্যম্। তদেতদুপলক্ষণম্। গোকুলাখ্যক্ষেত্রার্থঃ। যদ্যপি গোকুলেঽপি শ্বেতদ্বীপমধ্যেব তদেবান্তরভূমিময়ত্বাৎ তথাপি বিশেষনাম্নায়তনত্বাৎ তেনৈব তৎ প্রতীয়ত ইতি তথোক্তম্। কিন্তু চতুরস্রেঽপ্যন্তর্মণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং জ্ঞেয়ম্। তথাচ স্বায়ম্ভুবাগমে।

'ধ্যায়েত্তত্র বিশুদ্ধাত্মা ইদং সর্বং ক্রমেণৈব' ইত্যুক্ত্বা 'তন্মধ্যে বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষৈর্বিহঙ্গমৈঃ সংস্মরেৎ' ইত্যুক্তম্।

তথা চ শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণে শ্রীভগবতীশ্রুতীনাং প্রার্থনাপূর্বকাণি পদ্যানি।

আনন্দরূপমিতি যদ্বিদন্তি হি পুরাবিদঃ।
তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ॥
শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস গোকুলং প্রকৃতেঃ পরম্।
কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষরমধ্যগম্॥
যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ॥

—ইত্যাদি।

তচ্চ চতুরস্রং চতুর্মূর্ত্তেশ্চতুর্ব্যূহস্য শ্রীবাসুদেবাদিচতুষ্টয়স্য চতুষ্কৃতং চতুর্দ্ধা বিভক্তং চতুর্দ্ধাম। কিন্তু দেবলীলাত্বাদুপরি ব্যোমযানস্থা এব তে জ্ঞেয়াঃ। হেতুভিস্তত্তৎপুরুষার্থসাধনৈর্মন্ত্ররূপৈঃ স্বস্বমন্ত্রাত্মকৈরিন্দ্রাদিভিঃ সামাদয়শ্চত্বারো বেদাস্তৈরিত্যর্থঃ। শক্তিভির্বিমলাদিভিঃ। গোলোকনামায়ং লোকঃ শ্রীভাগবতে সাধিতঃ। তদেবং তস্য লোকো বর্ণিতঃ। তথা চ শ্রীভাগবতে।

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ॥

তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্।
অপি ন স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ॥
ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াঽখিলদৃক্ স্বয়ম্।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ॥
জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥
তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীত্বা মগ্নাঃ কৃষ্ণেণ চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাঽক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা॥
নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ॥ ইতি।

অতীন্দ্রিয়ং অদৃষ্টপূর্ব্বম্। লোকপালস্য মহোদয়মৈশ্বর্য্যম্। স্বগতিং স্বধাম। সূক্ষ্মাং ব্রহ্মাখ্যাং দুর্জ্ঞেয়ামুপাধাস্যৎ উপধাস্যতি নঃ অস্মান্ প্রাপয়িষ্যতীতি সংকল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ। ইতি এবংভূতং স্বানাং তেষাং সঙ্কল্পম্ অখিলদৃক্ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বয়মেব বিজ্ঞায় তেষাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে কৃপয়া এতদ্বক্ষ্যমাণমচিন্তয়ৎ। জনোঽসৌ ব্রজবাসী মম স্বজনঃ। তৃতীয়ে 'সালোক্যে'ত্যাদিপদ্যৈর্জ্জনা ইতিবদুভয়-ত্রাপ্যন্যজনত্বমশ্রুতমিতি। ব্রজজনস্য তু তদীয়স্বজনতমত্বং তেন স্বয়মেব বিভাবিতম্।

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥

ইত্যনেন। স এতস্মিন্ প্রাপঞ্চিকে লোকে। অবিদ্যা দেহাদাবহংবুদ্ধিস্ততঃ কামস্ততঃ কর্ম্ম তৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ উচ্চাবচাসু দেবতির্য্যগাদিরূপাসু ভ্রমন্ তমিস্রতয়াভিব্যক্তেষ্বন্নির্বিশেষতয়া জানন্ তামেব স্বাং গতিং ন বেদেত্যর্থঃ। মদীয়লৌকিকলীলাবিশেষেণ জ্ঞানাংশতিরোধানাদিতি ভাবঃ।

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাঽবিদন্ ভববেদনাম্॥

ইতি শ্রীদশমোক্তেরবিদ্যাকামকর্ম্মণাং তত্রাসামর্থ্যাৎ। গোপানাং স্বং লোকং গোলোকমর্থাত্তান্ প্রত্যেবং দর্শয়ামাস। তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্। দেহাদিপিহিতানাং দর্শনমশক্যমিতি প্রথমং দেহাদিব্যতিরিক্তং ব্রহ্মস্বরূপং দর্শয়ামাস। স্বরূপশক্ত্যভিব্যক্তত্বাদ্‌ত এব সচ্চিদানন্দরূপ এবাসৌ লোক ইত্যাহ সত্যমিতি। অথ শ্রীবৃন্দাবনে তাদৃশদর্শনং কথং অন্যদেশস্থিতানাং তেষাং জাতমিত্য-ত্রাহ। সত্যমবাধ্যং জ্ঞানমজড়ম্ অনন্তমপরিচ্ছিন্নং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশং সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধং ব্রহ্ম। গুণাপায়ে গুণাপোহে। জ্ঞানিনো যং পশ্যন্তি তং কৃপয়ৈব দর্শয়ামাস। এবং ব্রহ্মহ্রদ-মক্রূরতীর্থং কৃষ্ণেন নীতাঃ পুনশ্চ তেনৈব মগ্না মজ্জিতাঃ পুনশ্চ তস্মাত্তেনৈবোদ্ধৃতাঃ। উদ্ধৃতাঃ পুনঃ স্বস্থানং প্রাপিতাঃ সন্তো ব্রহ্মণঃ পরমবৃহত্তমস্য তস্যৈব লোকং গোকুলাখ্যং দদৃশুঃ। 'মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ' ইতি দ্বিতীয়ে বৈকুণ্ঠান্তরস্যাপি তত্তথাখ্যাতেঃ। কোঽসৌ ব্রহ্মহ্রদস্তত্রাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কৃষ্ণে নিমিত্তে সতি পূর্বমক্রূরোঽধ্যগাৎ দৃষ্টবান্। তত্তীর্থমহিমানং লক্ষমেব বিধাতুং সেয়ং পরিপাটীতি ভাবঃ। তত্র স্বাং গতি-মিতি তদীয়তানির্দ্দেশঃ। গোপানাং স্বং লোকমিতি ষষ্ঠী স্বশব্দয়ো-র্নির্দ্দেশঃ। কৃষ্ণমিতি সাক্ষাত্তন্নির্দ্দেশশ্চ। বৈকুণ্ঠান্তরং ব্যবচ্ছিদ্য শ্রীগো-লোকমেব ব্যবস্থাপিতবানিতি। তথাচ শ্রীহরিবংশে শক্রবচনম্।—

স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ।
তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্॥
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি।
স হি সর্বগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্॥
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী।
যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্॥
লোকাস্বধো দুষ্কৃতিনাং নাগলোকস্তু দারুণঃ।
পৃথিবী কর্ম্মশীলানাং ক্ষেত্রং সর্বস্য কর্ম্মণঃ॥

ধর্মস্থিরাণাং বিষয়ো বায়ুনা তুল্যবৃত্তিনাম্।
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাম্॥
ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ।
গবামেব হি গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ॥
স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা।
ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবং গবাম্॥ ইতি।

অত্রাপাতপ্রতীতার্থান্তরে স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোক ইত্যুক্তং স্যাৎ। লোকত্রয়মতিক্রম্যোক্তেস্তত্র সৌরগতিশ্চৈবেতি ন সম্ভবতি। চন্দ্রস্যান্যেষামপি জ্যোতিষাং ব্রহ্মলোকাদধস্তাদেব গতিঃ তথা সাধ্যান্তং পালয়ন্তীত্যপি নোপপদ্যতে। দেবযোনিরূপাণাং তেষাং স্বর্গলোকস্যাপি পালনমসম্ভবম্। কিমুত তদুপরি লোকস্য সুরভি-লোকস্য। তথা তস্য লোকস্য সুরভিলোকত্বে স হি সর্বগত ইত্যনুপপন্নং স্যাৎ। শ্রীমদ্ভগবদ্বিগ্রহলোকয়োরচিন্ত্যশক্তিত্বেন বিভুত্বং ঘটেত ন পুনরন্যস্যেতি। অতএব সর্বাতীতত্বাত্তত্রাপি তব গতিরিত্যপি-শব্দো বিস্ময়ে প্রযুক্তঃ। 'যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্বে' ইত্যাদিকঞ্চোক্তম্। তস্মাৎ প্রাকৃতগোলোকাদন্য এবাসৌ গোলোক ইতি সিদ্ধম্। তথাচ মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে শ্রীভগবদ্বাক্যম্।—

এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্।
ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্॥ ইতি।

তস্মাদয়মর্থঃ। স্বর্গশব্দেন।—

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবোর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা॥

ইতি ভাগবতে দ্বিতীয়োক্তানুসারেণ স্বর্লোকমারভ্য সত্যলোক-পর্য্যন্তং লোকপঞ্চকমুচ্যতে। তস্মাদুপরি ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মাত্মকো

অনু।—অতঃপর যথাক্রমে চারিটি শ্লোকের দ্বারা গোকুলের আবরণ সমূহ কথিত হইতেছে। সহস্রদল পদ্মাকৃতি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম পূর্ব্বোক্তপ্রকার গোকুলের বাহিরে চতুর্দ্দিকে চারিটি কোণবিশিষ্ট শ্বেতদ্বীপ নামক অদ্ভুত স্থল ধাম বর্ত্তমান আছে।

লোকঃ। ব্রহ্মলোকঃ সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ। ব্রহ্মণো ভগবতো লোক ইতি বা। 'মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ' ইতি দ্বিতীয়াৎ। টীকা চ ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ ন তু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তীত্যেষা। শ্রুতিশ্চ 'এষ ব্রহ্মলোক আত্মলোকঃ' ইতি। স চ ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ ব্রহ্মাণঃ মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ ঋষয়ঃ শ্রীনারদাদয়ঃ গণশ্চ শ্রীগরুড়বিষ্বক্সেনাদয়স্তৈঃ সেবিতঃ। এবং নিত্যাশ্রিতানুক্ত্বা তদাগমনাধিকারিণ আহ—তত্রেতি। তত্র ব্রহ্মলোকে। উময়া সহ বর্ত্তত ইতি সোমঃ শ্রীশিবস্তস্য গতিঃ।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃপরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাঽহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥

ইতি চতুর্থে রুদ্রগীতাৎ। সোমেতি সুপাং সুলুগিত্যাদিনা ষষ্ঠীলুক্ ছান্দসঃ। তদুত্তরত্রাপি গতিরিত্যন্বয়ঃ। জ্যোতির্ব্রহ্ম তদেকাত্মভাবানাং মুক্তানামিত্যর্থঃ। ন তু তাদৃশমপি সর্ব্বেষাং কিন্তু মহাত্মনাং মহাশয়ানাং মোক্ষানাদরতয়া ভজতাং শ্রীসনকাদি-তুল্যানামিত্যর্থঃ। তথা চ ষষ্ঠে।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ইতি।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

ইতি গীতাভ্যশ্চ। তেষেব মহত্ত্বপর্য্যবসানাৎ। তস্য ব্রহ্মলোকস্যোপরি গবাং লোকঃ শ্রীগোলোক ইত্যর্থঃ। তঞ্চ গোলোকং সাধ্যাঃ প্রাপঞ্চিকদেবানাং প্রসাদনীয়া মূলরূপা নিত্য-তদীয় দেবগণাঃ পালয়ন্তি দিক্পালরূপতয়া বর্ত্তন্তে।

ঐ শ্বেতদ্বীপের চারিটী কোণ যথাক্রমে চতুর্ব্যূহের চারিমূর্ত্তি যথা,—বাসুদেব চিত্ততত্ত্ব পরমাত্মতত্ত্ব, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কারতত্ত্ব জীবতত্ত্ব, প্রদ্যুম্ন কামতত্ত্ব মনতত্ত্ব এবং অনিরুদ্ধ লীলাতত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব। এই চারিজন দেবতার দ্বারা চারিভাগে বিভক্ত চারিটি ধাম।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ। ইতি শ্রুতেঃ।—

তত্র পূর্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ সনাতনাঃ।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ শুভদর্শনাঃ॥

ইতি মহাবৈকুণ্ঠবর্ণনে পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ। যদ্বা। 'তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি' ইতি শ্রীব্রহ্মস্তবানুসারেণ তদ্বিধপরমভক্তানামপি সাধ্যাঃ তাদৃশসিদ্ধিপ্রাপ্তয়ে প্রসাদনীয়াঃ শ্রীগোপগোপীপ্রভৃতয়স্তং পালয়ন্তি। তদেবং সর্বোপরিগতত্বেঽপি। হি প্রসিদ্ধৌ। সঃ শ্রীগোলোকঃ সর্বগতঃ শ্রীনারায়ণ ইব প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবস্তুব্যাপকঃ। কৈশ্চিৎ ক্রমমুক্তিব্যবস্থয়া তথা প্রাপ্যমাণোঽপ্যসৌ দ্বিতীয়স্কন্ধবর্ণিতকমলাসনদৃষ্টবৈকুণ্ঠবৎ শ্রীব্রজবাসিভিরত্রাপি যস্মাদ্ দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অতএব মহান্ ভগবদ্রূপ এব। 'মহান্তং বিভুমাত্মানম্' ইতি শ্রুতেঃ। অত্র হেতুঃ। মহাকাশং পরমব্যোমাখ্যং ব্রহ্মবিশেষেণ লাভাৎ। 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' ইতি ন্যায়সিদ্ধেশ্চ। তদ্গতঃ ব্রহ্মাকারোদয়ানন্তরমেব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তেঃ। যথা অজামিলস্য। তদেবমুপর্য্যুপরি সর্বোপর্য্যপি বিরাজমানে তত্র গোলোকে তব গতিঃ শ্রীগোবিন্দরূপেণ ক্রীড়া বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অতএব সা গতিঃ সাধারণী ন ভবতি। কিন্তু তপোময়ী তপোঽত্রানবচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যম্। সহস্রনামভাষ্যেঽপি। 'পরমং যো মহত্তপ' ইত্যত্র তথা ব্যাখ্যাতম্। 'স তপোঽতপ্যত' ইতি পরমেশ্বরবিষয়কশ্রুতেঃ। ঐশ্বর্য্যং প্রকাশয়দিতি হি তত্রার্থঃ। অতএব ব্রহ্মাদিভিদুর্বিতর্ক্যত্বমাহ—যামিতি। অধুনা তস্য গোকুল ইত্যাখ্যা বীজমভিব্যঞ্জয়তি গতিরিতি। ব্রাহ্মে ব্রহ্মলোকপ্রাপকে তপসি শ্রীবিষ্ণুবিষয়কমনঃপ্রণিধানে যুক্তানাং রতচিত্তানাং তদেকপ্রেমভক্তানামিত্যর্থঃ। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'

পুরুষার্থের সাধন অর্থাৎ হেতুভূত ঐ চারিজন পুরুষ এবং তদ্দ্বারা ঐ ধাম আবৃত। পুনরপি ঐ ধাম শূলস্বরূপ ঊর্দ্ধাদি দশটি দিক্ দ্বারা আবদ্ধ ও শঙ্খপদ্মাদি অষ্টনিধি সম্পন্ন এবং অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত হইয়া মন্ত্ররূপী ইন্দ্রাদিদশদিক্পালগণের দ্বারা বেষ্টিত।

এবং জ্যোতির্ম্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ।
আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ॥ ১০

ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠলোকঃ। পরা প্রকৃত্যতীতা। গবাং ব্রজবাসিমাত্রাণাম্। 'মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্' ইতি দশমাৎ। তেষাং স্বতস্তদ্ভাবভাবিতানাঞ্চ সাধনবশাদিত্যর্থঃ। অত-স্তদ্ভাবস্যাপি স্থূলভত্ত্বাদদূরারোহাদিনা ধৃতো রক্ষিতঃ। শ্রীগোব-র্দ্ধনোদ্ধরণেঽপি তথা স চক্ষুষামেব লোকঃ প্রদিষ্টঃ।

তাং বাং বাস্তুন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র ভাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণেঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥ ইতি।

ব্যাখ্যাতঞ্চ। তাং তানি বাং যুবয়োঃ কৃষ্ণরাময়োঃ বাস্তূনি লীলাস্থানানি গমধ্যৈ প্রাপ্তুমুশ্মসি কাময়ামহে। তানি কিম্বি-শিষ্টানি। যত্র যেষু ভূরিশৃঙ্গাঃ মহাশৃঙ্গা গাবো বসন্তি। যথোপনিষদি। ভূরিবাক্যে ধর্ম্মপরেণ ভূরিশব্দেন মহিষ্ঠমেবোচ্যতে ন তু বহুতরমিতি। বহুশুভলক্ষণেতি বা। অয়াসঃ শুভাঃ। 'অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ' ইত্যমরঃ। দেবাস ইতিবৎ। যুবস্ত-পদমিদম্। বৃষ্ণেঃ সর্বকামদুঘস্যেতি। অত্র ভূমৌ। তল্লোকো বেদে প্রসিদ্ধঃ শ্রীগোলোকাখ্যঃ। উরুগায়স্য স্বয়ং ভগবতঃ পরমং স্থানম্। ভূরি বহুধা অবভাতীত্যাহ—বেদ ইতি। যজুঃষু মাধ্যন্দিনীয়ে 'যাতে ধামান্যুশ্মসীতি বিষ্ণোঃ পরমং পদমবভারি ভূরি' ইতি চাত্র প্রকারান্তরং পঠন্তি। শেষং সমানম্। ৬-৯।

শ্যাম, গৌর, রক্ত ও শুক্ল বর্ণবিশিষ্ট-অদ্ভুত শক্তিসমন্বিত পার্ষদগণ কর্তৃক ঐ ধাম সংযুক্ত ও শোভিত হইতেছে। ৬-৯।

অনু।—এই প্রকারে সেই দেব (শ্রীকৃষ্ণ) জ্যোতির্ম্ময় সদানন্দস্বরূপ এবং পর হইতেও পর। তিনি আত্মারাম। মায়ার সহিত তাঁহার সমাগম অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই। ১০।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর মূল বিবৃতি অনুসৃত হইতেছে। পুরুষসূক্তাদিতে বিরাট্ ও তাঁহার অন্তর্যামী এই উভয়ের পরস্পর অভেদ নিরূপণ প্রসঙ্গে যেমন একমাত্র পুরুষই উল্লিখিত হইয়াছে,

অথ মূলব্যাখ্যামনুসরামঃ। বিরাট্তদন্তর্যামিনোরভেদবিবক্ষয়া পুরুষসূক্তাদাবেকপুরুষত্বং যথা নিরূপিতং তথা গোলোকতদধিষ্ঠাত্রোরপ্যাহ—এবমিতি। দেবো গোলোকতদধিষ্ঠাতৃ-শ্রীগোবিন্দরূপঃ। সচ্চিদানন্দমিতি তৎস্বরূপমিত্যর্থঃ। নপুংসকত্বম্ 'বিজ্ঞান-

---

তদ্রূপ শ্রীভগবানের নিত্যধাম গোলোক এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেব শ্রীগোবিন্দও একই অর্থাৎ অভেদ বলিয়া জানিতে হইবে। প্রচুর প্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় শব্দের ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্যার্থেই পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্যার্থে, কিন্তু বিকার অর্থে নহে। ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণ হইতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত সঙ্গতি উপলব্ধি হইবে। "দেব" পদের দ্বারা গোলোক ও তদধিষ্ঠাতা শ্রীগোবিন্দকেই বুঝাইতেছে। 'সদানন্দ' পদ সচ্চিদানন্দ পদের প্রতিশব্দ। ইহার দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—

"সৎ চিৎ আনন্দ এই ঈশ্বর স্বরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

'সচ্চিদানন্দ' পদের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তদপেক্ষা পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনিই পরাৎপর, ইহা বৈশিষ্ট্য দ্যোতক পদ। শ্রুতিবাক্য প্রয়োগ অনুসারে ব্রহ্মপদ ক্লীবলিঙ্গ। অন্য নিরপেক্ষ যিনি, তিনিই আত্মারাম। সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী মায়ার সহিত আত্মারাম শ্রীগোবিন্দের কোনও সমাগম নাই। মায়ার সহিত তিনি সম্বন্ধ শূন্য। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবমাধ্যায়ে 'ন যত্র মায়া' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিত্যধাম গোলোক ও তদধিষ্ঠাতা শ্রীগোবিন্দ যে মায়া সম্বন্ধশূন্য; ইহাদের মায়ার সহিত যে কোনও সমাগম নাই তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। জগতের পরম গুরু অর্থাৎ ভক্তিরহস্যের উপদেষ্টা ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া শ্রীভগবানের নাভিপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে

মানন্দং ব্রহ্মেতি' শ্রুতেঃ। আত্মারামত্বাত্তনিরপেক্ষস্ত প্রকৃত্যা মায়য়া ন সমাগমঃ।

যথোক্তং দ্বিতীয়ে।—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাঽপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ইতি। ১০।

অভিনিবিষ্ট হইলে "ক" হইতে "ম" পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি স্পর্শবর্ণ এবং তন্মধ্যে ষোড়শ অক্ষর "ত" এবং একবিংশতি অক্ষর "প" এই দুইটি দুইবার দৈববাণীরূপে উচ্চারিত হইতে শুনিলেন। অনন্তর তিনি তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান্ আপনার পরমশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। ঐ স্থানে রজঃ বা তমোগুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুই গুণযুক্ত সত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ স্থানে কালের কোনও প্রভাব নাই। অর্থাৎ যাস্ক কথিত ষড়ভাববিকার তথায় নাই। এমনকি মায়াও ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে মায়া শব্দে কেবল কাপট্য মাত্রই বুঝাইতেছে না। কিন্তু জগৎ সৃষ্টি পালন ধ্বংসের হেতু ভগবৎ শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা বহিরঙ্গা মায়া। এবম্ভূত মায়ারও যে স্থলে প্রবেশ নাই। সুতরাং অন্যান্য শোক মোহাদিও যে ঐ স্থানে প্রবেশ পায় না ইহা বলাই বাহুল্য।

"কারণাব্ধির এই পারে মায়ার নিত্য স্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তত্রস্থ ভগবৎ পারিষদ্গণকে সুর ও অসুরগণ নিরন্তর অর্চ্চনা করিতেছেন। এই প্রকারে শ্রীভগবদ্ধামের গোকুলের মায়াতীতত্বাদি বর্ণিত হইল। সেই পরম দেব, যিনি সৎ ও আনন্দস্বরূপ এবং জ্যোতির্ম্ময় ও আত্মারাম মায়ার অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত তাঁহার সঙ্গম নাই। স্বকীয় অভ্যন্তরস্থ শাশ্বত শান্তি যিনি

মায়য়া রমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ।
আত্মনা রময়া রেমে ত্যক্তকালং সিসৃক্ষয়া ॥ ১১

অথ প্রপঞ্চাত্মনস্তদংশস্য পুরুষস্য তু ন তাদৃশত্বমিত্যাহ—মায়য়েতি। প্রাকৃতে প্রলয়ে প্রাপ্তে তস্মিংস্তস্যা লয়াৎ। 'যস্যাংশাংশাংশভাগেন' ইত্যাদেঃ। নমু তর্হি জীববত্তল্লিপ্তত্বেনানীশ্বরত্বং

সর্ব্বদা উপভোগ করেন এবং এবম্ভূত আত্মস্বরূপে যিনি রমণশীল তিনিই আত্মারাম। পদবাচ্য তিনি মায়াতীত। ১০।

অনু।—মায়ার সহিত রমমাণ তাঁহার উক্ত মায়ার সহিত বিয়োগ নাই। (এবম্ভূত হইয়াও তিনি অমায়িকভাবে অবস্থিত)। কালের সৃষ্টি ইচ্ছা সমন্বিত হইয়া তিনি রমার অর্থাৎ (স্বীয় স্বরূপ শক্তিভূতা) সহিত আত্মাতেই রমণ করেন। ১১

তাৎপর্য্য।—অনন্তর প্রপঞ্চাত্মক তদংশ পুরুষের প্রপঞ্চধর্ম্মাতিরিক্তত্ব এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। সেই পরম দেব শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সহিত রমমাণ অর্থাৎ মায়ার সহিত উপভোগপর এবং মায়ার সহিত অবিচ্ছিন্ন; অর্থাৎ মায়ার সহিত তাঁহার কখনও বিয়োগ হয় না। এই মায়াই রমা। রমা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিভূতা। সুতরাং যে রমা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরে তাঁহার আত্মাতেই অবস্থান করিতেছেন, এবম্ভূতা স্বকীয় স্বরূপ শক্তিভূতা স্বকীয় আত্মস্থা রমার সহিত সদা রমমাণ হওয়ায় তিনি আত্মারাম। অর্থাৎ আত্মাতেই রমণ করিতেছেন বুঝিতে হইবে।

সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ ও রমা উভয়ে রমণার্থে মিলিত হইয়াছেন। ইহাই তাৎপর্য্য। মায়াতে রমমাণ বলিয়া সাধারণ প্রাকৃত জীবাদির ন্যায় তাঁহার মায়া লিপ্ততা বশতঃ ঈশ্বরত্বের হানি হইতেছে এইরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। আত্মস্থা স্বীয় স্বরূপশক্তির সহিত রমণ করায় তিনি অমায়িকই রহিয়াছেন এবং তিনি মায়ার দ্বারা সেবিত হন বুঝিতে হইবে।

স্যাৎ তত্রাহ—আত্মনেতি। ন তু আত্মনা অন্তর্বস্ত্যা তু রময়া স্বরূপশক্ত্যৈব রেমে রতিং প্রাপ্নোতি বহিরেব মায়য়া সেব্য ইত্যর্থঃ।

এষ প্রসন্নবরদো রময়াঽঽত্মশক্ত্যা
যদ্যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।

ইতি তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবাৎ। 'মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি' ইতি প্রথমে শ্রীমদর্জ্জুনবাক্যাৎ। তর্হি তৎপ্রেরণং বিনা কথং সৃষ্টিঃ স্যাত্তত্রাহ সিসৃক্ষয়া স্রষ্টুমিচ্ছয়া যুক্তঃ। সৃষ্ট্যর্থং প্রহিতঃ কালো যস্মাৎ কারণাত্তাদৃশং যথা স্যাত্তথা রেমে। প্রথমান্তপাঠস্তু সুগমঃ। তৎপ্রভাবরূপেণ তেনৈব সা সিধ্যতীতি ভাবঃ।

প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্। ইতি।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ব্রহ্মবাক্যে ইহাই উক্ত হইয়াছে, যে, "ভগবান্ আত্মশক্তিস্বরূপ মায়ার সহিত যে যে কার্য্য করিবেন।" সুতরাং মায়া ভগবানের আত্মশক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মায়ার অপর সংজ্ঞা রমা সুতরাং 'রমা' পদের দ্বারা শ্রীভগবানের অনপায়িনী স্বরূপভূতা পরমাশক্তিকেই বুঝাইতেছে, প্রাকৃত বা বহিরঙ্গ মায়াশক্তিকে বুঝাইতেছে না। ইহাই শ্লোকের টীকায় ও ক্রমসন্দর্ভে শ্রীপাদজীবগোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মায়াসম্বন্ধশূন্য।

"মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়া পার॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত জড় প্রকৃতি মায়াশক্তি হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি ইচ্ছা সমন্বিত হইয়াই রমণ করিয়াছেন। মায়ার দ্বারা সৃষ্টি বিস্তারই তাৎপর্য্য।

"মায়া দ্বারে সৃজে তিঁহ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥"
"ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনু না হয় সৃজন॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
যা যোনিঃ সা পরা শক্তিঃ কামবীজং মহদ্ধরেঃ ॥ ১২

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাঽঽত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥

ইতি চ তৃতীয়াৎ। ১১।

নম্ন রমৈব সা কা তত্রাহ—নিয়তিরিত্যর্দ্ধেন। নিয়ম্যতে স্বয়ং ভগবত্যেব নিয়তা ভবতীতি নিয়তিঃ স্বরূপভূতা তচ্ছক্তিঃ। দেবী দ্যোতমানা প্রকাশরূপেত্যর্থঃ। তদুক্তং দ্বাদশে।—

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ। ইতি।

টীকা চ। অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ। তত্র হেতুঃ। সাক্ষাদাত্মন ইতি স্বরূপস্য চিদ্রূপত্বাত্তস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ। ইত্যেষা। অত্র সাক্ষাচ্ছব্দেন 'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া' ইত্যাদ্যুক্ত্যা মায়া নেতি ধ্বনিতম্। তত্রানপায়িত্বং যথা বিষ্ণুপুরাণে।—

নিত্যৈব সা জগন্মায়া বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ইতি।

তিনিই কালরূপী এবং বিষ্ণুশক্তি রমাদেবীই কালের শক্তি। রমমাণ পুরুষ অমায়িক এবং উভয়ে সদাই অবিচ্ছিন্ন এবং অপ্রাকৃত। ১১।

অন্বয়।—সেই রমাদেবীই নিয়তি, শক্তিস্বরূপা এবং স্বরূপভূতা তদধীনা। ভগবান্ শম্ভু যিনি সনাতন ও জ্যোতিরূপ তিনিই লিঙ্গ। ঐ রমাদেবী পরাশক্তিই যোনিরূপা কামবীজ মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণাকর্ষী। ১২।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর এই প্রথম অর্দ্ধ শ্লোকে ঐ রমাদেবীর সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে। ঐ রমাদেবীর অপর নাম নিয়তি; এবং এই নিয়তি শ্রীহরির অনপায়িনী শক্তি। ইনি কোনও প্রকারে ভগবানের সহিত বিচ্ছিন্না হয়েন না। রমাদেবী স্বয়ং ভগবানের সহিত সর্ব্বদা অর্থাৎ নিয়তই বর্ত্তমানা;

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥ ইতি চ।

নহু কুত্রাপি শিবশক্ত্যোঃ কারণতা শ্রুয়তে তত্র বিরাড়্ বর্ণনবৎ কল্পনায়ত্তে তদঙ্গবিশেষত্বেনাহ—তল্লিঙ্গমিতি। 'তস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতিঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ প্রপঞ্চাত্মনস্তস্য মহাভগবদংশস্য স্বাংশজ্যোতিরাচ্ছন্নত্বাদপ্রকটরূপস্য পুরুষস্য লিঙ্গং লিঙ্গস্থানীয়োঽংশঃ সৈব পরা প্রধানাখ্যা শক্তিরিতি পূর্ববৎ। তত্র চ হরেস্তস্য পুরুষাখ্যস্যাংশস্য কামো ভবতি। সৃষ্ট্যর্থং তদ্দিদৃক্ষা জায়ত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ মহদিতি সজীবমহত্তত্ত্বরূপং বীজমাহিতং ভবতীত্যর্থঃ। 'সোঽকাময়ত' ইতি শ্রুতেঃ। 'কালবৃত্ত্যেত্যাদি' তৃতীয়াচ্চ। ১২।

সেই জন্যই তাঁহার নিয়তি সংজ্ঞা হইয়াছে। এই নিয়তি স্বরূপভূতা ও কালরূপী ভগবানের শক্তি এবং তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। নিয়তি ও কালের কখনও বিচ্ছেদ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন যে যে রূপে অবতীর্ণ হয়েন, এই শক্তিও তখন তদনুরূপ মূর্তিতে তাঁহার প্রিয়ারূপে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন।

শিব ও শিব-শক্তি বস্তুতঃ বিষ্ণু ও বিষ্ণু-শক্তি হইতে অভিন্ন, এক্ষণে তাহাই অবশিষ্ট শ্লোকাংশের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে। জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন ভগবান্ শম্ভুই লিঙ্গরূপী, অর্থাৎ প্রজা ও জগৎ উৎপত্তির কারণ। বিষ্ণু-শক্তি রমাদেবীই পরাশক্তি, তিনিই যোনিরূপা, অর্থাৎ প্রজা ও জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তিস্থান। সুতরাং এইরূপ উক্ত আছে যে, ভগ ও লিঙ্গের সংযোগ হইতেই সকল দেহীর উৎপত্তি। ভগযুক্ত বান্ অর্থাৎ লিঙ্গদ্বারা সৃষ্টি, ভগে বান্ অর্থাৎ লিঙ্গ দ্বারা পালন, এবং ভগবিযুক্ত বান্ অর্থাৎ লিঙ্গ দ্বারা প্রলয় সংঘটিত হয়। শিবই বান্ অর্থাৎ লিঙ্গরূপী এবং মহাশক্তিই ভগ অর্থাৎ যোনিরূপা। ঐ প্রকারে লিঙ্গ ও যোনির মিলন হইতে সমুৎপন্ন যে বীজ, তাহাই কামবীজ। এই 'ক্লীঁ' কামবীজ মহামন্ত্রই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে আকর্ষণ করিবার মহামন্ত্র স্বরূপ। এই কামবীজ-সমন্বিত

লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরী প্রজাঃ ॥ ১৩

অতঃ শিবশাস্ত্রমপি তদ্বিশেষাবিবেকাদেব স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবর্ত্ততে বস্তুতস্তু পূর্বাভিপ্রায়ত্বমেবেত্যাহ—লিঙ্গেত্যর্দ্ধেন। মাহেশ্বরী মাহেশ্বর্য্যঃ। ১৩।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই পরম মন্ত্র, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌতমীয়তন্ত্রে এই কথা উল্লিখিত আছে যে, ঐ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রবীজের শ্রীকৃষ্ণই দেবতা, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। শ্রীদুর্গা অন্য কেহ নহেন, তিনিই মহাবিষ্ণু। শ্রীদুর্গাই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীদুর্গা। যে এই উভয়ের ভেদ জ্ঞান করে সে কখনও সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। এই সকল কথা পূর্ব পূর্ব শ্লোকে টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং এখানে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

শ্রীহরির অনপায়িনী শক্তি রমাদেবীকেই কালশক্তি যোনিরূপা ও নিয়তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ১২।

অনু।—যোনি-লিঙ্গাত্মক এই সকল প্রজা (প্রাণী) যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা মাহেশ্বরী সংজ্ঞায় অভিহিত। ১৩।

তাৎপর্য্য।—যোনি-লিঙ্গ সংযোগেই এই সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুই উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে যোনি-লিঙ্গাত্মক নিখিল-প্রপঞ্চের প্রজা সমূহের বিষয় এই অর্দ্ধ শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে। লিঙ্গরূপী মহাদেব ও যোনিরূপা মহাশক্তি, এই উভয়ের অর্থাৎ লিঙ্গ-যোনির, শিব ও শক্তির সংযোগে জন্ম-স্বভাব এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় প্রজা অর্থাৎ সন্ততি বা জগৎ অর্থাৎ প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, জন্মাইয়াছে। লিঙ্গ জগৎ-সৃষ্টির কারণ এবং যোনিই জগৎ-সৃষ্টির আধার। একমাত্র লিঙ্গযোনি-সংযোগেই সকলের উৎপত্তি হওয়ায়; উৎপন্ন বা জাত ঐ সকল প্রজা মাত্রেই যোনি-লিঙ্গাত্মক অর্থাৎ লিঙ্গযোনিস্বরূপ বা তৎচিহ্নিত। লিঙ্গরূপী মহেশ্বর (কারণ) ও যোনিরূপা মহাশক্তি (উৎপত্তিস্থান বা জগৎ সৃষ্ট্যাধার) এই উভয়ের সংযোগে সঞ্জাত হওয়ায় এই

শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ॥ ১৪

শক্তিমানিত্যর্দ্ধেন তদেবানূদ্য তস্মিন্ পূর্ব্বোক্তস্য প্রকটরূপস্যাঽপ্রকটরূপতয়া পুনরভিব্যক্তিরিত্যাহ—তস্মিন্নিত্যর্দ্ধেন। তস্মাল্লিঙ্গরূপী প্রপঞ্চোৎপাদকস্তদংশোঽপি শক্তিমান্ পুরুষ উচ্যতে মহেশ্বরা-

সকল সৃষ্ট প্রজা মাহেশ্বরী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। শিবই পরম তত্ত্ব ও একমাত্র উপাস্য। শৈবশাস্ত্রে এই সকল সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সকল শৈবশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নিরাস করিবার জন্য টীকায় বলিয়াছেন যে, শৈবশাস্ত্রের ঐ প্রকার উক্তি অবিবেক পুরঃসরই হইয়া থাকে। শিব ও শক্তি, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবীশক্তির অংশমাত্র। কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃই পৃথক্ বলিয়া উক্ত হয়। মহেশ্বর শিব হইতেই প্রজাগণের সৃষ্টি, অতএব তাহারা শৈব ও মাহেশ্বরী, শিবশাস্ত্রের এই কথা মূল বৈষ্ণব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত হইতে পৃথক্ নহে। কেবল অজ্ঞতাবশতঃই পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। শৈবশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইলে দেখা যাইবে যে সমগ্র শাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণপর, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কথাই ঘোষণা করিতেছে। মহেশ্বর শিব শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার, বা অংশ। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য। শিব হইতে প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদের মাহেশ্বরী সংজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণকে অপেক্ষা করিয়াই বুঝিতে হইবে, কেবল শিবস্বাতন্ত্রে নহে ইহাই সিদ্ধান্ত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ। বিশ্বের যাবতীয় প্রজা সেই মহেশ্বর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মায়ার দ্বারাই নির্ম্মিত। সুতরাং মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মায়া সম্বন্ধীয় হওয়ায় জাত ঐ সকল প্রজা মাহেশ্বরী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, ইহাই মূল সিদ্ধান্ত। ১৩।

অন্বয়।—সেই শক্তিমান্ পুরুষই এই লিঙ্গরূপী মহেশ্বর। সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৪।

তাৎপর্য্য।—একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষই লিঙ্গরূপী ও জগৎকারণ। অন্য কেহ নহে। ইহাই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

হ্যচ্যতে। ততশ্চ তস্মিন্ ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততাং প্রাপ্তে জীবানাং স এব পতিরিতি। লিঙ্গে স্বয়ং তদংশী মহাবিষ্ণুরাবিরভূৎ প্রকট-রূপেণাবির্ভবতি। যতো জগতাং সর্ব্বেষাং পরাবরেষাং জীবানাং স এব পতিরিতি। ১৪।

পুরুষ শক্তিমান্ ও মহেশ্বর লিঙ্গরূপী। শিব হইতে জগতের উৎপত্তি হইলেও ফলতঃ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সকলের উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। কারণ, মহেশ্বর বলিতে আদিকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বরকে বুঝায়, তিনিই শক্তিমান্ পুরুষ অর্থাৎ আদিপুরুষ, তিনিই মূল এবং অংশী, অপর সকলে তাঁহার অংশ। শ্রীকৃষ্ণই সেই অংশী, সর্ব্বেশ্বর, মূল পুরুষ ও মহেশ্বর; অপর সকলেই তাঁহার অংশ। শিবাদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ হওয়ায়, তাঁহাদের মহেশ্বরত্ব অংশত্ব পুরস্কারে আপেক্ষিকরূপে সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য অংশাদি দ্বারা সাধিত হইলেও উহা মূল অংশী শ্রীকৃষ্ণেরই কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ মূল সর্ব্বাশ্রয় এবং মহেশ্বর ও পরমপুরুষ হওয়ায় ফলতঃ তিনিই জগতের স্রষ্টাদি হইতেছেন।

জগৎপতি মহাবিষ্ণু লিঙ্গে অর্থাৎ কামবীজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই মহাবিষ্ণুই আদিপুরুষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার, তিনি সমস্ত জীবগণের পতি; সুতরাং জগৎপতি। সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি তিনিই পুরুষ, মহেশ্বরই লিঙ্গরূপী। শ্রীহরির অনপায়িনী শক্তিই যোনিরূপা। উক্ত লিঙ্গ-যোনি সংযোগেই কার্য্যরূপ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণরূপই স্বয়ং রূপ। স্বয়ং রূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ, এই তিন রূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজ ধামে বিলাস করেন। যে রূপ অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষ-ভাবেই আবির্ভূত হইতে পারে তাহাই স্বয়ংরূপ। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের এই স্বয়ং রূপই বিবৃত হইয়াছে। পরম ব্রহ্মের অপর নামই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত অনাদি অর্থাৎ আরম্ভশূন্য, আদি

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রবাহুর্বিশ্বাত্মা সহস্রাংশঃ সহস্রসূঃ ॥ ১৫

তদেব বিবৃণোতি—সহস্রশীর্ষেতি। সহস্রমংশা অবতারা যস্য স সহস্রাংশঃ। সহস্রং সূতে সৃজতি যঃ সহস্রসূঃ। সহস্রশীর্ষেতি সহস্রশব্দঃ সর্ব্বত্রাঽসংখ্যাতপরঃ। দ্বিতীয়ে চ রূপমিদমুক্তম্।

অর্থাৎ মূলাধার এবং সকল কারণের কারণ। বৃন্দাবনে দ্বিভুজ মুরলিধর গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই স্বয়ং রূপ ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

"স্বয়ং রূপ এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপ-মূর্ত্তি।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, (মধ্য)।

এখানে "এক" বলাতে ব্রজে গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কোনও মূর্ত্তিতে স্বয়ং রূপ নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে।

উক্ত স্বয়ং রূপাদি শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকার্য্যের নিমিত্ত স্বয়ং অথবা দ্বারান্তর দ্বারা নূতনের ন্যায় আবির্ভূত হইলে তাহাকে অবতার বলে। পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার ভেদে অবতার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভেদে পুরুষাবতার আবার ত্রিবিধ। এই শ্লোকে "মহাবিষ্ণু" বলিতে স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণের জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত প্রথম পুরুষাবতার বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জগৎপতি ও জগৎস্রষ্টা মহাবিষ্ণু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার এবং তিনি নিজে আবির্ভূত হওয়ায় জগৎকারণ হইতেছেন। সুতরাং ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই নিজত্ব অর্থাৎ জগৎ-কারণত্ব কথিত হইল। ১৪।

অন্বয়।—সেই পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপদ, সহস্রবাহু, বিশ্বাত্মা, সহস্রাংশ, সহস্রস্রষ্টা। ১৫।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর এই শ্লোক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রথম পুরুষাবতারের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদান করিতেছেন। এই পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা শ্রীভগবানের প্রথম পুরুষাবতারত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্ব বর্ণিত হইতেছে। শ্লোকে সহস্র শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোনও সংখ্যা না বুঝিয়া বহু বুঝিতে হইবে। এখানে সহস্র শব্দ অসংখ্যাতা

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥

অস্য টীকায়াম্। যস্য সহস্রশীর্ষেত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স-আদ্যোঽবতারঃ। পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ ইতি। ১৫।

জ্ঞাপক। পূর্ব্ববর্তী শ্লোক হইতে পরবর্ত্তী শ্লোক পর্য্যন্ত ঐ প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরই বর্ণনা করা হইতেছে। ইনি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিয়া মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রথম পুরুষাবতার সংজ্ঞায় অভিহিত। ইহাকে সঙ্কর্ষণ বা কারণার্ণব-শায়ীও বলা হয়। ইনি সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য চরণ ও অসংখ্য হস্তবিশিষ্ট। ইহাঁর অসংখ্য অংশ অর্থাৎ অবতার। ইনি অসংখ্য প্রাণীর স্রষ্টা বা জনক। ইনি বিশ্বাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান্ ও বিরাট্। ইনিই আদ্য অর্থাৎ প্রথম পুরুষাবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে এইরূপ উক্ত আছে যে, আদিদেব নারায়ণ যখন নিজ স্বরূপ সঙ্কর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত পঞ্চভূত কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া স্বাংশ প্রদ্যুম্নরূপে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনিই পুরুষ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপ হইতে কোনও অন্যপ্রকার অর্থাৎ বিভিন্ন বা বিলক্ষণ অঙ্গাদিবিশিষ্ট হইয়া অথচ মূল ঐ রূপের প্রায় সমতুল্যই শক্তিযুক্ত থাকিয়া (প্রায় সমতুল্য বলিতে কোনও কোনও অংশে ছোট বুঝিতে হইবে) যখন প্রতিভাত হন, তখনই তাহা বিলাসরূপ বলিয়া কথিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি আছে যে, প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পরমব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার। ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন যে সহস্রশীর্ষাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা লীলাবিগ্রহ সেই আদ্য অর্থাৎ প্রথম পুরুষাব-

নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসীৎ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্ ॥ ১৬

অয়মেব কারণার্ণবশায়ীত্যাহ—নারায়ণ ইতি সার্দ্ধেন। অতঃ আপ এব কারণার্ণোনিধিরাবিরাসীৎ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং স তু নরায়ণঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ ইতি। পূর্ব্বং গোলোকাবরণতয়া যশ্চতুর্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণঃ সম্মতত্তস্যৈবাংশোঽয়মিত্যর্থঃ। অথ তস্য লীলামাহ—যোগনিদ্রামিতি। স্বরূপানন্দসমাধিমিত্যর্থঃ। তদুক্তম্।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ। ইতি। ১৬।

তার বর্ণিত হইয়াছেন। সৃষ্টিবাসনায় উদ্দীপিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণই প্রথম পুরুষাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন। যথা,—

প্রথমেই কারণ কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই প্রকারে শ্রীভগবানের আদ্য অবতারত্ব ও তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ কথা বর্ণনা করা হইল। ১৫।

অনু।—সেই ভগবান্ নারায়ণ সনাতন, তাঁহা হইতেই প্রথম জল উৎপন্ন হইয়াছিল। উহাই কারণার্ণব। ইনি সঙ্কর্ষণের অংশভূত। যোগনিদ্রাগত হইয়া কারণার্ণবে অবস্থান করেন। ইনি সহস্রাংশ ও স্বয়ং মহান্। ১৬।

তাৎপর্য্য।—পরবর্ত্তী এই শ্লোকে উক্ত প্রথমপুরুষ যে কারণার্ণবশায়ী তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। সেই সহস্রশীর্ষ আদি পুরুষ, যিনি নারায়ণ, তাঁহা হইতেই প্রথম জলের উৎপত্তি হইল। সেই জলই কারণার্ণোনিধি। সঙ্কর্ষণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে সঙ্কর্ষণাত্মক বলা হয়। যাঁহার প্রদ্যুম্নরূপ হইতে অসংখ্য অংশ অর্থাৎ অবতার নিঃসৃত হয়, এই সেই মহাবিষ্ণুই কারণার্ণবে যোগনিদ্রায় অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ আনন্দসমাধিতে নিমগ্ন থাকেন।

তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানি তু ॥ ১৭

তস্মাদেব ব্রহ্মাণ্ডানামুৎপত্তিমাহ—তদ্রোমেতি। তদিতি তস্যে-ত্যর্থঃ। তস্য সঙ্কর্ষণাত্মকস্য যদ্বীজং যোনিশক্ত্যাবধ্যস্তং তদেব ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততাং প্রাপ্তং সৎ পশ্চাৎ তস্য লোমবিলজালেষু বিবরেষু অন্তর্ভূতঞ্চ সৎ হৈমানি অণ্ডানি জাতানি। তানি

গোলোকাবরণরূপ চতুর্ব্যূহ মধ্যে যিনি সঙ্কর্ষণ সংজ্ঞায় অভিহিত এই প্রথমপুরুষ কারণার্ণবশায়ী তাঁহারই অংশাংশ। ইনি সনাতন, বহু অংশবিশিষ্ট ও স্বয়ং মহান্। ইনি প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী ও জগৎকারণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্তি আছে। যথা,—

"মায়া অবলোকিতে সেই শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম।
সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎ কারণ"।

মূলতঃ এই নারায়ণ, সঙ্কর্ষণ, প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, প্রদ্যুম্ন, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই মূল। নারায়ণ পদের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীপাদজীবগোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় মনুসংহিতা হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। নারা শব্দে জল ও মনুষ্য তাহাদের যিনি অয়ন তিনিই নারায়ণ। এই প্রকারে প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ হইতে জল প্রভৃতির উৎপত্তি এই শ্লোকে বর্ণিত হইল। ১৬।

অনু।—সঙ্কর্ষণ স্বরূপ সেই তাঁহার লোমকূপ সমূহে বীজ-স্থানীয় মহাভূতের দ্বারা আবৃত হেমবর্ণবিশিষ্ট অণ্ডসকল জন্ম লাভ করে। ১৭।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর সেই প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণব-শায়ী সঙ্কর্ষণাত্মক নারায়ণ হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমূহের উৎপত্তি বর্ণিত হইতেছে। বিশ্বসৃষ্টির জন্য কারণার্ণবে শয়ন করিয়া প্রথম

চাঽপ্রপঞ্চীকৃতাংশৈর্ম্মহাভূতৈরাবৃতানি জাতানীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীদশমে ব্রহ্মণা।

কাঽহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥ ইতি।

টীকা চ। তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ মহত্তত্ত্বম্ অহমহঙ্কারঃ খমাকাশঃ চরো বায়ুঃ অগ্নিঃ বার্জলং ভূশ্চ। প্রকৃত্যাদি পৃথিব্যন্তৈরেতৈঃ সংবেষ্টিতো যোঽণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক। ক চ তে মহিত্বম্। কথম্ভূতস্য। ঈদৃগ্‌বিধানি যাগ্যবিগণিতানি অণ্ডানি ত এব

পুরুষ জীবাদৃষ্ট প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই কারণসমুদ্রের অপর পারে অবস্থিতা প্রকৃতিতে চিৎস্বরূপ বীর্য্য আধান করেন। জীবের প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের জন্যই বিশ্বসৃষ্টি। প্রকৃতি বলিতে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়া বুঝিতে হইবে। অনন্তর তেজোময় মহত্তত্ত্ব জন্মে। এবং তাহা হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার (যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) জন্মে এবং পরে তাহা হইতে যথাক্রমে দেবগণ, ইন্দ্রিয়গণ এবং পঞ্চ মহাভূত জন্মগ্রহণ করে। উক্ত মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চভূতান্ত বস্তু সকল মিলিয়া অগণিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডগণ এই প্রথম পুরুষের লোমকূপে অবস্থান করে। সেই সঙ্কর্ষণাত্মক পুরুষের যে বীজ যোনিশক্তিতে অধ্যস্ত হয় তাহা ভূতসূক্ষ্মপর্য্যন্ততা প্রাপ্ত হইয়া পরে ঐ প্রথম পুরুষের লোমকূপের অন্তরবর্ত্তী হইলে তথায় হেমাভ অণ্ডসমূহ উৎপন্ন হয়। সেই সকল অণ্ড অপঞ্চীকৃত মহাভূতের দ্বারা আবৃত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ প্রথম পুরুষের লোমকূপ সমূহে অবস্থান করে।

ইহোঁ মহৎ স্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার লোমকূপে ধাম।
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্ ॥ ১৮

পরমাণবন্তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্ত তস্ত তব। ইত্যেষা।

বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ।
অণ্ডকোষো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ॥
দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টং পরমাণুবৎ।
লক্ষ্যতেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ॥

ইতি তৃতীয়ে চ। ১৭।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতের যখন পঞ্চীকরণ হয় নাই তখন ইহারা অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রত্যেক ভূতকে প্রথমতঃ সমান দুই ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেকের প্রথম ভাগটী আবার সমান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া নিজ ভিন্ন অপর দ্বিতীয়াংশের সহিত পর পর যোজনা করিয়া পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত সৃষ্ট হয়। এই পদ্ধতিকে পঞ্চীকরণ বলে। ইহাতে প্রত্যেক ভূতের স্বীয় অংশ অর্দ্ধেক এবং অপর চারিটি ভূতের এক অষ্টমাংশ করিয়া মিলিয়া বাকী অর্দ্ধেক অংশ পূর্ণ হয়। এই প্রকারে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্ত জগৎ ও যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত মহাভূত (অপঞ্চীকৃত বলিয়া উহাদিগকে মহাভূত বলা হইয়াছে) দ্বারা আবৃত অণ্ডসকল কারণাব্ধিশায়ীর লোমকূপে অবস্থান করে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে স্তবে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, যথা—"ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষের ন্যায় আপনার শরীরের প্রত্যেক রোম-বিবর"। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধেও ঐ একই প্রকারের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে প্রথম পুরুষাবতার হইতে ব্রহ্মাণ্ড সমূহের উৎপত্তি বর্ণিত হইল। ১৭।

ততশ্চ তেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপৈ রূপান্তরৈঃ স এব প্রবিবেশেত্যাহ—প্রত্যণ্ডমিতি। একাংশাদেকাংশাদেকৈকাংশে-নেত্যর্থঃ। ১৮।

অনু।—প্রত্যেক অণ্ডের মধ্যে তিনি স্বয়ং এক এক অংশে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ১৮।

তাৎপর্য্য।—এই প্রকার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলে পর ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং এক একটি পৃথক্ পৃথক্ অংশে অর্থাৎ রূপে প্রবিষ্ট হয়েন। এই শ্লোকের দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুরুষাবতারের কথা বলা হইতেছে। মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথম পুরুষাবতার। ইঁহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সমষ্টির অন্তর্য্যামী, তিনিই দ্বিতীয় পুরুষাবতার। এক্ষণে এই দ্বিতীয় পুরুষাবতারের কথাই বলা হইতেছে। এই দ্বিতীয় পুরুষাবতার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই শ্লোকে ইহাই বর্ণিত হইল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত আছে ;—

এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের তবে শুনহ মহত্ত্ব॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হইয়া॥

তাৎপয্য এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে চতুর্দ্দশ লোক সৃষ্টি করেন এবং গুণাবতার সৃষ্টি করেন, তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সমষ্টির অন্তর্যামী। তাৎপর্য্য এই যে,—অণ্ডস্থিত জীবসমষ্টির অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী এবং ইনিই গর্ভোদকশায়ী প্রত্যুম্ন নামে অভিহিত। ইঁহার নাভিকমল হইতেই ব্রহ্মার জন্ম হয়। বেদ এই পুরুষকেই হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী অথবা হিরণ্যগর্ভের অর্থাৎ ব্রহ্মার অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী প্রভৃতি নামে কীর্ত্তন করেন।

ইনি ব্রহ্মার ঈশ্বর এবং মায়ার আশ্রয়, কিন্তু মায়াতীত বলিয়া

বামাঙ্গাদসৃজদ্বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিম্‌।
জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কূর্চ্চদেশাদবাসৃজৎ ॥ ১৯

পুনঃ কিং চকার তত্রাহ—বামাঙ্গাদিতি। বিষ্ণ্বাদয় ইমে সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মাণ্ডানাং পালকাদয়ঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডান্তঃস্থিতানাং বিষ্ণ্বাদীনাং স চেশ্বরাণাং প্রযোক্তারঃ। যথা প্রতিব্রহ্মাণ্ডং তথাঽধি-ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলমভ্যুপগন্তব্যমিতি ভাবঃ। যেষু প্রজাপতিরয়ং হিরণ্য-গর্ভরূপ এব নতু বক্ষ্যমাণশ্চতুর্ম্মুখরূপ এব। সোঽয়ং তত্তদাবরণ-গতভত্তদ্দেবানাং স্রষ্টেতি। বিষ্ণুশম্ভূ অপি তত্তৎপালনসংহার-কর্ত্তারৌ জ্ঞেয়ৌ। কূর্চ্চদেশাৎ ভ্রুবোর্মধ্যাৎ। এষাং জলাবরণ এব স্থানানি জ্ঞেয়ানি। ১৯।

কথিত। এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্‌ দ্বিতীয় পুরুষাবতাররূপে নিজ অংশে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদন করেন ইত্যাদি বর্ণিত হইল। ১৮।

অন্বয়।—তিনি স্বকীয় বাম অঙ্গ হইতে বিষ্ণু, দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা। কূর্চ্চদেশ হইতে অর্থাৎ উভয় ভ্রূর মধ্যস্থল হইতে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গরূপী শম্ভু অর্থাৎ শিবকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৯।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর এই শ্লোকের দ্বারা সেই পুরুষাবতার যিনি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি অণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভোদকশায়ী হইয়াছেন, তিনি আরও অধিক কি কি কার্য্য করিলেন তাহাই বর্ণিত হইতেছে। বিশ্বের পালন সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য সাধনের জন্য সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ে সংযুক্ত (অর্থাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে তাহাদের অধিষ্ঠাতা হইয়া) সেই পুরুষের বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু, দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং উভয় ভ্রূর মধ্যস্থল হইতে লিঙ্গরূপী শম্ভু অর্থাৎ শিব যথাক্রমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শম্ভু এই তিন জন দেবতাই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বলিয়া কথিত। সত্ত্বাদি গুণকে যথাক্রমে অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হওয়ায় ইঁহারা গুণাবতার।

অহঙ্কারাত্মকং বিশ্বং তস্মাদেতদ্ব্যজায়ত ॥ ২০

তত্র শম্ভোঃ কার্য্যান্তরমপ্যাহ—অহঙ্কারাত্মকমিত্যর্দ্ধেন। এতদ্বিশ্বং তস্মাদেবাহঙ্কারাত্মকং ব্যজায়ত বভূব। বিশ্বস্যাহঙ্কারাত্মকতা তস্মাজ্জাতেত্যর্থঃ। সর্বাহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বাত্তস্য। ২০।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত আছে; যথা :—

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তার গুণাবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার॥

এখানে বিষ্ণুকে গুণাবতারের মধ্যে গণনা করিলেও তিনি গুণ দ্বারা সৃষ্ট নহেন ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিজাংশ যে মূর্ত্তি বা রূপ সত্ত্বগুণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দ্বারা জগৎ পালন করেন; তিনিই বিষ্ণুরূপ এবং এইটী ইহার তত্ত্ব। সুতরাং বিষ্ণু স্বাংশ; ফলতঃ গুণাবতার নহেন, ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব গুণাবতার এবং সর্ব্বতোভাবে গুণাবতার বলিয়াই গণ্য। পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভরূপ; ইনি লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নহেন। এই প্রকারে সেই বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি গুণাবতারের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ১৯।

অনু।—বিশ্ব অহঙ্কারাত্মক। তাহা হইতেই (অহঙ্কার হইতেই) এই সকল (ব্রহ্মাদি) জন্মাইয়াছে। ২০।

তাৎপর্য্য।—এই অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা অহঙ্কার হইতে বিশ্বের উৎপত্তি বর্ণিত হইতেছে। ঈশ্বরের অহং জ্ঞান হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই বিশ্ব অহঙ্কারাত্মক। বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও ধ্বংসকর্ত্তা এই দেবতাত্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই গুণাবতারত্রয়ও অহংকারাত্মক বুঝিতে হইবে। অহংতত্ত্ব হইতেই ঐ সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে।

তবে মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হইতে দেবতা ইন্দ্রিয় ভূতের প্রচার॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অথ তৈস্ত্রিবিধৈর্ব্বেশৈর্লীলামুদ্বহতঃ কিলঃ।
যোগনিদ্রা ভগবতী তস্য শ্রীরিব সঙ্গতা ॥ ২১

ব্রহ্মাণ্ডপ্রবিষ্টস্য তু তত্তদ্রূপস্য লীলামাহ—অথ তৈরিত্যাদি। তৈস্তৎসদৃশৈস্ত্রিবিধৈঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবিষ্ণ্বাদিভির্বেশৈঃ রূপৈঃ লীলাং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপালনাদিরূপামুদ্বহতো ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপুরুষস্যেতি তামুদ্বহতি তস্মিন্নিত্যর্থঃ। যোগনিদ্রা পূর্ব্বোক্তমহাযোগনিদ্রাংশ-ভূতা ভগবতী স্বরূপানন্দসমাধিময়ত্বাদন্তর্ভূতসর্ব্বৈশ্বর্য্যৈঃ সঙ্গতা। শ্রীরিবেতি। তত্র তথা শ্রীরূপাংশেন সঙ্গতা তথা সাপীত্যর্থঃ। ২১।

অনু।—অনন্তর ঐ পূর্ব্বকথিত তিনপ্রকার বেশ (মূর্ত্তি) দ্বারা লীলাধারী পুরুষের সহিত তৎকালে ভগবতী যোগনিদ্রাও শ্রীর ন্যায় মিলিতা হয়েন। ২১।

এই প্রকারে গুণাবতারের উৎপত্তি ও তাঁহাদের অহঙ্কারা-ত্মকতা কথিত হইয়াছে। ২০।

তাৎপর্য্য।—অতঃপর ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিনজনের যথাক্রমে পালনাদি লীলাকার্য্য এই শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। সেই পুরুষ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শম্ভু এই তিন রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্টরূপে যথাক্রমে প্রতিব্রহ্মাণ্ডের পালন, সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। এবং পূর্ব্বোক্ত মহাযোগ-নিদ্রার অংশভূতা ভগবতী স্বরূপানন্দ সমাধিভূতা হওয়ায় সমগ্র ঐশ্বর্য্যই তাঁহার অন্তর্ভূতা ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা হইতেছেন। তিনি শ্রীর ন্যায় অর্থাৎ শ্রী যেমন সেই পরম পুরুষে অংশের সহিত মিলিতা হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ঐ ভগবতীও বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীরূপে, ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রীরূপে এবং শম্ভুর সহিত দুর্গারূপে এই শক্তিত্রয়রূপে যথাক্রমে মিলিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রেও এইরূপ উক্তি দেখা যায় যে, ভগবান্ যখন যে যে রূপ ধারণ করিয়া লীলা করেন তাঁহার অনপায়িনী শক্তি ভগবতীও তখন লীলা সাহায্যকারিণীরূপে অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হয়েন। বিভিন্ন দেবগণের

সিসৃক্ষায়াং ততো নাভেস্তস্য পদ্মং বিনির্যযৌ।
তন্নালং হেমনলিনং ব্রহ্মণো লোকমদ্ভুতম্ ॥ ২২

ততশ্চ সিসৃক্ষায়ামিতি। নালং নালযুক্তং তদ্ধেমনলিনং ব্রহ্মণো জন্মশয়নয়োঃ স্থানত্বাল্লোক ইত্যর্থঃ। ২২।

যে যে বিভিন্ন শক্তি আছেন সেই সমস্ত শক্তিমূর্ত্তিমাত্রেই এক মূল মহাশক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন; ইহাই এই শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইল। ২১।

অনু।—অতঃপর সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহার নাভি হইতে একটি কমল বিনির্গত হইল। সেই পদ্মের নাল ও হেমবর্ণবিশিষ্ট সেই অপূর্ব্ব পদ্মটি ব্রহ্মলোক। ২২।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে যে প্রথম পুরুষাবতারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার লোমকূপে গতায়তি করে। এই প্রকারে সৃষ্ট ঐ সকল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তিনি দ্বিতীয় পুরুষাবতাররূপে বহুমূর্ত্তি হইয়া প্রত্যেকটিতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট ঐ দ্বিতীয় পুরুষাবতার অণ্ডমধ্যে প্রচুর অন্ধকার দেখিয়া এবং অবস্থান করিবার স্থান না পাইয়া স্বকীয় অঙ্গজাত স্বেদ জলে উক্ত অণ্ডের অর্দ্ধেকাংশ পূর্ণ করিলেন ও সেই জলে শেষ শয্যায় শয়ন করিলেন। অনন্তর শেষশায়ী নারায়ণ সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতারের জগৎ সৃষ্টির বাসনা হইল। তখন তাঁহার নাভি হইতে অপূর্ব্ব হেমবর্ণ এক পদ্ম উৎপন্ন হইল। সেই পদ্মে জগৎ সৃষ্টি কর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অবতীর্ণ হইলেন। ঐ পদ্ম ব্রহ্মার জন্মস্থান হওয়ায় উহাই ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্তি আছে।

"তার নাভি পদ্ম হইতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম ॥"

এই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই লোকপিতামহ জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা, ইনি

হিরণ্যগর্ভ নহেন,—ইনি বৈরাজ। হিরণ্যগর্ভের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

লঘু ভাগবতামৃত ও শ্রীকৃষ্ণামৃতে এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে যে, হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজ ভেদে ব্রহ্মা দুই প্রকার। যিনি সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন; সেই সূক্ষ্মরূপকেই "হিরণ্যগর্ভ" বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি মহত্তত্ত্বশরীর, পরমেশ্বর মাত্র দৃশ্য, দেবতাদির অগোচর, সূক্ষ্মরূপ বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। যিনি স্থূলরূপ ধরিয়া সৃষ্টিকার্য্য করেন। সেই স্থূলরূপকেই "বৈরাজ" বলা হয়। এই বৈরাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্য সাধন ও বেদ প্রচার করেন। প্রায়শঃ তিনি চতুর্ম্মুখ, অষ্ট চক্ষু ও অষ্ট বাহুবিশিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। ইনি সমগ্র শরীর অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ, দেবাদির দৃশ্য এবং তাঁহাদিগের বর দাতা; স্থূলরূপ বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও মহাকল্পে জীবও উপাসনা প্রভাবে ঐ ব্রহ্মার পদ লাভ করেন। অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে এইরূপ উক্তি আছে যে, শত জন্ম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ব্রহ্মা হয়েন। এবং তিনি জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য ভগবদনুগ্রহে গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মে জন্মলাভ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সাধন ও বেদ প্রচার করেন। ইনিই জীবকোটি বৈরাজ ব্রহ্মা।

ভক্তি মিশ্র কৃত পুণ্য কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা ভাবে শক্তি সঞ্চারী।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপধারী॥

—চরিতামৃত।

আর কোনও কোনও মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু চতুর্ম্মুখাদিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন ও সৃষ্টিকার্য্য করেন। অথবা যে কল্পে উপযুক্ত জীব থাকে না, পাওয়া যায় না অর্থাৎ শত জন্ম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাওয়া যায় না সেই কল্পে ঈশ্বর নিজের অংশেই ব্রহ্মা হইয়া এই কার্য্য করেন।

তত্ত্বানি পূর্ব্বরূঢ়ানি কারণানি পরস্পরম্।
সমবায়াপ্রয়োগাচ্চ বিভিন্নানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩

"কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥"

—চরিতামৃত।

ইহাই ঈশ্বর, কোটি ব্রহ্মা; এতৎকালে বৈরাজ ব্রহ্মা তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সুখ সম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং কল্পভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব দুই-ই সিদ্ধ হইতেছে। কেহ কেহ বা ব্রহ্মাকে অবতার, কেহ কেহ বা আবেশ অবতার বলিতে চাহেন। সেইরূপ ক্ষেত্রে যৎকালে গর্ভোদশায়ী স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন তৎকালে ঈশ্বরত্ব অপেক্ষা করিয়া অবতার শব্দ মুখ্য এবং উপযুক্ত জীব যখন ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন তখন জীবত্ব অপেক্ষা করিয়া অবতার শব্দ গৌণ বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মার তত্ত্ব কথিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত পদ্মের যে নাল, সেই নালে "ভূ" আদি "পাতাল" অন্ত উপর্য্যুপরি বিদ্যমান চতুর্দ্দশ ভুবন উদ্ভূত হইল এবং উক্ত পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাহাতে প্রাণী প্রপঞ্চ সকল সৃষ্টি করিলেন।

সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দ ভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করিল সৃজন।

—চরিতামৃত।

এই প্রকারে গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার হইতে জগৎকর্ত্তা পদ্মযোনি লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি কথিত হইল। ২২।

অনু।—পূর্ব্বোদ্ভূত তত্ত্বসকল এবং কারণ সমূহ সমবায় সম্বন্ধের অপ্রযুক্ততা হেতুক পরস্পর বিভিন্ন থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে। ২৩।

তাৎপর্য্য।—অসংখ্য জীবাত্মক সমষ্টিগত জীবের প্রবোধনের বিষয় বলিবার নিমিত্ত পুনরায় কারণার্ণবশায়ী যে প্রকারে সৃষ্টি

চিচ্ছক্ত্যা সজ্জমানোঽথ ভগবানাদিপূরুষঃ।
যোজয়ন্ মায়য়া দেবে যোগনিদ্রামকল্পয়ৎ ॥ ২৪

তথাঽসংখ্যজীবাত্মকস্য সমষ্টিজীবস্য প্রবোধং বক্তুং পুনঃ কারণার্ণোনিধিশায়িনস্তৃতীয়স্কন্ধোক্তানুসারিণীং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বিবৃত্যাহ—তত্ত্বানীতি ত্রয়েণ। তত্র দ্বয়মাহ মায়য়া স্বশক্ত্যা পরস্পরং তত্ত্বানি যোজয়ন্নিতি যোজনান্তরমেব নিরীহতয়া যোগনিদ্রামেব স্বীকৃতবানিত্যর্থঃ।

করিলেন, সেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনুরূপ সেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া এই শ্লোক হইতে পরপর তিনটি শ্লোক দ্বারা বর্ণিত হইতেছে।

অবয়বীতে অবয়ব, দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্ম, দ্রব্যগুণ কর্ম্মে জাতি যে সম্বন্ধে থাকে তাহাকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। যাহা সমবেত হইয়া কার্য্য হয় তাহাই সমবেত কারণ। এক্ষণে ঐ কারণ প্রযুক্ত না থাকায় মহদাদিতত্ত্ব সমূহ এবং তত্ত্বসমূহের কারণ সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ রহিত হইয়া বিভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে। ইহাই প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা জানিতে হইবে। ২৩।

অনু।—অতঃপর ভগবান্ সেই আদিপুরুষ চিচ্ছক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা তত্ত্ব সমূহকে পরস্পর যোজনা করিয়া তদন্তর নিরীহ হইয়া যোগনিদ্রা অঙ্গীকার পূর্ব্বক :অবস্থান করেন। ২৪।

তাৎপর্য্য।—এই প্রকারে তিনি যাবতীয় পদার্থ সমূহকে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট করিলেন। এখানে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট করিলেন বলিলে বুঝিতে হইবে যে, সংযোজিত করিলেন। ফলতঃ পঞ্চীকৃত করিলেন ইহাই তাৎপর্য্য। পঞ্চীকরণ কাহাকে, বলে তাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অপঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে পঞ্চীকৃত ভূতসকল হইয়াছে। অনন্তর তাহা হইতে জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইল।২৪।

যোজয়িত্বা তয়াপ্যেব প্রবিবেশ স্বয়ং গুহাম্।
গুহাং প্রবিষ্টে তস্মিংস্তু জীবাত্মা প্রতিবুধ্যতে ॥ ২৫
স নিত্যো নিত্যসম্বন্ধঃ প্রকৃতিশ্চ পরৈব সা ॥ ২৬

অথ তৃতীয়ং যোজয়িত্বেতি। যোজয়িত্বা তদ্‌যোজনাযোগ-নিদ্রয়োরন্তরা সা ইত্যর্থঃ। গুহাং প্রতি বিরাড়্‌বিগ্রহম্। প্রতিবুধ্যতে প্রলয়স্বাপাজ্জাগর্ত্তি। ২৩। ২৪। ২৫।

তয়োঃ স্বাভাবিকীং স্থিতিমাহ—স নিত্য ইত্যর্দ্ধেন। নিত্যোঽনাদ্যনন্তকালভাবী নিত্যসম্বন্ধো ভগবতা সহ সমবায়ো যস্য সঃ। সূর্য্যেণ তদ্রশ্মিজালস্যেবেতি ভাবঃ।

অনু।—মায়ার দ্বারা যোজনা করিয়া স্বয়ং (অর্থাৎ যোজিত পদার্থ সমূহ মধ্যে) প্রবিষ্ট হয়েন। তিনি গুহায় প্রবিষ্ট হইলে পর তাহাতে জীবাত্মা প্রতিবোধিত হয়েন। ২৫।

তাৎপর্য্য।—অপঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে পঞ্চীকৃত ভূত সমূহের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া এক্ষণে জীবাত্মা কি প্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। স্বীয় মায়া রূপ-শক্তির দ্বারা তত্ত্ব পদার্থ সকল সংযোজিত করিয়া সেই সংযুক্ত পদার্থ যাহা গুহা নামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে সেই পুরুষ স্বয়ং প্রবিষ্ট হয়েন। তদনন্তর তাহাতে অর্থাৎ সেই পঞ্চীকৃত সংযোজিত গুহায় জীবাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। এই প্রসঙ্গে যথাক্রমে তিনটি শ্লোকের দ্বারা পুরুষ হইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এবং ভগবানের কারণরূপ গুহায় অর্থাৎ জগৎকারণে প্রবেশ বর্ণিত হইল। ২৫।

অনু।—সেই আত্মা নিত্য এবং নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং তিনি প্রকৃতি ও পরা। ২৬।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত পুরুষ যখন গুহা প্রবিষ্ট হয়েন তখন জীবাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন এই কথা পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং সম্বেদ্যাত্ বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥
ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাৎ।

তথাচ শ্রীগীতাসু।—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ইতি।

অতএব প্রকৃতিঃ সাক্ষিরূপেণ স্বরূপস্থিত এব বিম্বপ্রতিবিম্ব-প্রমাতৃরূপেণ প্রকৃতিমিব প্রাপ্তশ্চেত্যর্থঃ। 'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্' ইতি শ্রীগীতাস্বেব চ। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইতি শ্রুতিশ্চ নিত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি। ২৬।

এক্ষণে এই অর্দ্ধ শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর ও জীবাত্মার স্বাভাবিক স্থিতি প্রভৃতি বর্ণনা করা হইতেছে। সেই আত্মা নিত্য এবং সূর্য্য রশ্মি যদ্রূপ সূর্য্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তদ্রূপ ঐ আত্মাও ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং উহা গুণরাগাদির দ্বারা রঞ্জিত হইয়াই জীব বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং জীব ভগবানের অংশভূত। "জীবলোক আমার অংশই জীবরূপ ও সনাতন" এই কথা গীতায় শ্রীভগবানেরই উক্তি। সুতরাং প্রকৃতি অর্থাৎ সাক্ষিরূপের দ্বারা স্বরূপস্থিত এবং বিম্ব-প্রতিবিম্ব প্রমাতৃরূপে দ্বারা প্রভৃতি ভাবপ্রাপ্ত। "আমাকে পরা প্রকৃতি বলিয়া জানিবে" গীতায় এইরূপ উক্তি আছে। "দুইটি পক্ষী" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য প্রভৃতি হইতে ভগবান্ ও জীবের নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞাপিত হইতেছে। আত্মা স্বভাবতঃ নিত্য, কিন্তু সূর্য্যের সহিত রশ্মির ন্যায় যেমন সম্বন্ধযুক্ত, তদ্বৎ ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ততা বশতঃ আত্মা জীব সংজ্ঞা বিশিষ্ট হয়েন। যখন আত্মা পরা প্রকৃতি স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন; তখন নিত্য, সত্য ও মুক্ত স্বভাব বলিয়া শ্রুতির দ্বারা কথিত হয়েন। আত্মা সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। এই প্রকারে আত্মার স্বাভাবিক অবস্থিতি বর্ণিত হইল। ২৬।

এবং সর্ব্বাত্মসম্বন্ধং নাভ্যাং পদ্মং হরেরভূৎ।
তত্র ব্রহ্মাভবদ্ভূয়শ্চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৭

অথ তস্য সমষ্টিজীবাধিষ্ঠানং গুহাপ্রবিষ্টাৎ পুরুষত্বাদুৎপন্নমিত্যাহ—এবমিতি। ততঃ সমষ্টিদেহাভিমানিনস্তস্য হিরণ্যগর্ভব্রহ্মণস্তস্মাৎ ভোগবিগ্রহাদুৎপত্তিমাহ—তত্রেতি। ২৭।

অন্ব।—এই প্রকারে নিখিল আত্মার সম্বন্ধ-স্থানীয় সেই পদ্ম শ্রীহরির নাভি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। পুনরায় সেখানে (ঐ পদ্মে) চতুর্ব্বেদী ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জন্মাইয়াছিলেন। ২৭।

তাৎপর্য্য।—যিনি গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন তিনিই অনিরুদ্ধ; শাস্ত্রান্তরের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—স্বয়ং প্রভু প্রদ্যুম্নরূপে হিরণ্যগর্ভের জনক এবং অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষাবতার। এই শ্লোকে "শ্রীহরি" পদের দ্বারা তাঁহাকেই নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে। তাঁহার নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্ম সর্ব্ব আত্মার অর্থাৎ সকল প্রাণীর বা বস্তুর মূল অর্থাৎ প্রধান সম্বন্ধ স্থান। যাবতীয় জীবেরই ঐ পদ্মের সহিত প্রগাঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। অনন্তর পুরুষত্ব হেতুক ও গুহাপ্রবিষ্টতা হেতু ইহার সমষ্টি অর্থাৎ সর্ব্ব জীবাধিষ্ঠান ভাবটি উৎপন্ন হইতেছে। ঋক্ আদি চারিটি বেদের কর্ত্তা বা প্রচারক চতুর্ম্মুখ লোকপিতামহ ব্রহ্মা ঐ পদ্মে জন্মলাভ করেন। সেই ভোগ বিগ্রহ হইতে সমষ্টি দেহাভিমানী তাঁহার উৎপত্তি এই শ্লোকে বর্ণিত হইল। ব্রহ্মা সম্বন্ধে অন্যান্য কথা ইতঃপূর্ব্বে দ্বাবিংশতি শ্লোকের তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থের বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডাদির পালন, সৃজন ও ধ্বংস সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বসমূহ বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। যথা।—শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমেশ্বর। তাঁহার মূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময়। তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপই তাঁহার পূর্ণতম অনপেক্ষিত অর্থাৎ স্বয়ং রূপ। তাঁহার উপর আর কেহ নাই। তিনিই সর্ব্বেশ্বর। গোবিন্দ

তাঁহারই অপর নাম। গোবিন্দের তদেকাত্মরূপ পরমব্যোমাধি-পতি নারায়ণ এবং নারায়ণের বিলাস চতুর্ব্যূহের প্রথম অর্থাৎ আদি ব্যূহ বাসুদেব। ইনি পরমাত্মতত্ত্ব, চিত্ততত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের তিনটি পুরুষাবতার, তন্মধ্যে প্রথম পুরুষাবতার, কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। ইঁহার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডসকল অবস্থান করে। যখন তাঁহার নিঃশ্বাস নির্গত হয়, তখন সৃষ্টি; যখন অন্তর্গত হয় তখন প্রলয়।

"গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
এই পুরুষ নিঃশ্বাসসহ ব্রহ্মাণ্ডে বাহিরায়।
পুনরপি নিঃশ্বাসসহ যায় অভ্যন্তর ॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

ইনিই প্রকৃতি অর্থাৎ মহাসমষ্টি; অন্তর্য্যামী ও যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বময় অধিপতি কর্ত্তা এবং সকলের মূল। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ইঁহার উপর আর কেহ নাই। এই প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুই চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণের অংশাংশ। এই সঙ্কর্ষণই জীবতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব। এই মহাবিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলে, প্রকৃতির গুণক্ষোভ হয়, তাহা হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি। এবং এই মহত্তত্ত্বাদির তত্ত্ববর্গই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান।

ঐ উপাদান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইলে সেই ব্রহ্মাণ্ডে যিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করেন ও সমষ্টির অন্তর্য্যামী, তিনিই গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী। ইঁহা হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব শ্রীকৃষ্ণের এই তিন গুণাবতার জগতের পালন, সৃজন ও ধ্বংসকার্য্য সম্পন্নার্থ আবির্ভূত হন। ইঁহার নাভি হইতে পদ্ম উৎপন্ন হইলে তাহাতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। এই গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার চতুর্ব্যূহের তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নের অংশাংশ। এই প্রদ্যুম্ন মনস্তত্ত্ব; কামতত্ত্ব।

গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার হইতে উৎপন্ন গুণাবতার-

বলিয়া যে বিষ্ণুর কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, গুণাবতার মধ্যে তাঁহার গণনা করিলেও তিনি অর্থাৎ ঐ বিষ্ণু গুণাতীত বলিয়া বুঝিতে হইবে। গুণের সহিত তিনি কখনও মিলিত হন না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ নিয়ম্য অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব নিয়ামক। ঐ তিন গুণকে যথাক্রমে ঐ তিনজন ঈশ্বর পরিচালনা করেন। ঐ গুণের সহিত নিয়ম্য-নিয়ামকতা সম্বন্ধকেই যোগ বলা হয়। বিষ্ণুতে এই যোগ সম্ভব হয় না; কারণ স্বয়ং প্রভুর স্বাংশ অর্থাৎ মূল স্বরূপে অবস্থিত এই বিষ্ণু। সুতরাং তিনি গুণবদ্ধ হয়েন না। বিষ্ণু সম্বন্ধমাত্রেই সত্ত্বগুণের পোষক অর্থাৎ উপকারক। অতএব তিনি গুণাতীত। ব্রহ্মা ও শিব হইতে ইহাই বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য। লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের ইহাই সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের 'কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা প্রত্যেক জীবের অর্থাৎ ভূতের অন্তর্য্যামী পুরুষরূপে পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী চতুর্ভুজ এই বিষ্ণুই অবধারিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্যষ্টির অন্তর্য্যামী হওয়ায় এই বিষ্ণুই তৃতীয়পুরুষাবতার। যিনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সর্ব্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টির অন্তর্য্যামী তাঁহাকে তৃতীয় পুরুষাবতার বলা হয়। গুণাবতার এই বিষ্ণু, ঐ তৃতীয় পুরুষাবতার হওয়ায় শাস্ত্র দুই অবতার মধ্যেই এই বিষ্ণুকে গণনা করিয়াছেন।

"তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ অবতার।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ইনিই চতুর্ব্যূহের চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধের অংশাংশ। এই অনিরুদ্ধ, অহঙ্কারতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব। তৃতীয় পুরুষাবতার এই

বিষ্ণুই ক্ষীরোদকশায়ী বিরাট্ ও ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী এবং পালনকর্ত্তা।

"বিরাট্ ব্যষ্টিজীবের তিঁহো অন্তর্য্যামী।
ক্ষিরোদকশায়ী তিঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী।"
—চৈতন্যচরিতামৃত।

গর্ভোদকশায়ীর বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া ক্ষীরাব্ধিশায়ী এই বিষ্ণুকে মুনিগণ নারায়ণ ও বিরাটের অন্তর্য্যামী বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন।

ব্রহ্ম সান্নিধ্যমাত্রের দ্বারা রজোগুণ পরিচালনা করেন। সুতরাং রজোগুণের সহিত সান্নিধ্য থাকায় পূর্ব্বকথিত নিয়ম্য-নিয়ামকতাযোগ ব্রহ্মাতে সংঘটিত হওয়ায় তিনি গুণাবতার হইতেছেন। কোন কোন শাস্ত্রে ব্রহ্মা ও শিবকে জীব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ব্রহ্মার ন্যায় শিব বা রুদ্র অর্থাৎ শম্ভুও সান্নিধ্যমাত্রদ্বারা তমোগুণকে পরিচালনা করেন। সুতরাং ব্রহ্মার ন্যায় শিবও গুণাবতার হইতেছেন। শিব তত্ত্বতঃ নির্গুণ। বৈকুণ্ঠের অন্তর্ব্বর্ত্তী শিবলোকে সর্ব্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণ-সম্বন্ধরহিত সদাশিবনামক যে শিবমূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছেন, সেই সদাশিব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, এই প্রকার উক্তি দেখা যায়। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নহেন। এই ব্রহ্মসংহিতায় আদি শিব কথনমূলক শ্লোকেও ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। যাহা হউক ভগবানের অবতার রুদ্র তত্ত্বতঃ নির্গুণ হইয়াও সান্নিধ্যের দ্বারা তমোগুণের সহায় হওয়ায় তমোগুণযুক্ত হইয়া গুণাবতাররূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শিব মায়া শক্তি সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত কৃষ্ণ পরমেশ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত।

সিদ্ধান্তসমূহ উপলব্ধি করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া এই সকল কথা বিভিন্ন গ্রন্থাদি হইতে সার-সঙ্কলন করিয়া লিখিত হইল। ২৭।

সঞ্জাতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিল চোদিতঃ।
সিসৃক্ষায়াং মতিং চক্রে পূর্ব্বসংস্কারসংস্কৃতাম্।
দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নান্যৎ কিমপি সর্ব্বতঃ ॥ ২৮

অথ তস্য চতুর্ম্মুখস্য চেষ্টামাহ—সঞ্জাত ইতি সার্দ্ধেন স্পষ্টম্। ২৮।

অন্বয়।—ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সেই সময়ে ভগবানের শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পূর্ব্ব সংস্কারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ যে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা, তদ্বিষয়ে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বদিকে কেবল অন্ধকার ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না। ২৮।

তাৎপর্য্য—অনন্তর অর্দ্ধ শ্লোক ও একটি সম্পূর্ণ শ্লোকের দ্বারা শ্রীহরির নাভি হইতে উদ্ভূত পদ্মে জন্মপরিগ্রহকারী ব্রহ্মার প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে অভিনিবেশ বর্ণিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত আছে যে, ভগবানের নাভি হইতে উদ্ভূতপদ্মে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সেই পদ্মে কর্ণিকার মধ্যে অবস্থিতি করতঃ তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং তিনি লোক নিরীক্ষণের জন্য চক্ষু সঞ্চারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গ্রীবা চালনা করিলেন এবং সেইজন্য প্রত্যেকদিকে তাঁহার এক একটি করিয়া মুখ হইল। তিনি এইরূপে চতুর্ম্মুখ হইলেন। ব্রহ্মা যে পদ্ম আশ্রয় করিয়া ছিলেন তাহাতে আসীন হইয়া সম্যক্‌রূপে সেই পদ্ম এবং লোকতত্ত্ব ও নিজেকে সাক্ষাৎ অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া সর্ব্বত্র কেবল অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে ঐ পদ্মের উৎপত্তিস্থল জলরাশিতে প্রলয় তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল। তাহা দেখিয়া উদভ্রান্ত ব্রহ্মার পূর্ব্বকল্পগত সৃষ্টি বিষয়ক স্মৃতি অন্তর্হিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার জগৎ-সৃষ্টি করিবার যে শক্তি ছিল, তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে। ভগবানই তাঁহাকে সেই শক্তি দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। ব্রহ্মা অজ্ঞান বশতঃ এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, "আমি

উবাচ পুরতস্তস্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী।
কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দ ঙে গোপীজন ইত্যপি।
বল্লভায় প্রিয়া বহ্নের্মন্ত্রং তে দাস্যতি প্রিয়ম্॥ ২৯

অথ তস্মিন্ পূর্বোপাসনালব্ধাং ভগবৎকৃপামাহোবাচেতি সার্দ্ধেন। স্পষ্টম্। ২৯।

পদ্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিয়াছি, আমি কে? আর জলের উপব এই পদ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, এই পদ্মই বা কোথা হইতে জন্মিল? ইহার অধোভাগে অবশ্যই কিছু আছে; এবং তাহা নিশ্চয়ই নিম্নে জলমধ্যে বর্ত্তমান আছে।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা পদ্মনালের অভ্যন্তরস্থ ছিদ্র দ্বারা ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং শতসংবৎসর কাল অনুসন্ধান করিয়াও বহির্মুখতা বশতঃ স্বীয় কারণ ও পদ্মনালের মূল অর্থাৎ ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণের নাভিস্থান প্রাপ্ত হইলেন না।' অতঃপর নিবৃত্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে পুনরায় পদ্মে অধিষ্ঠিত হইলেন।

যে ভগবৎ-শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া ব্রহ্মা পূর্ব্বকল্পে জগৎ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এক্ষণে ভগবৎ কৃপায় তাঁহার সেই পূর্ব্ব-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে পুনরায় ভগবৎ শক্তি বলে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু সর্ব্বদিকে কেবল অন্ধকার দেখিয়া চিন্তিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন মাত্র, কোনও কিছু করিতে পারিলেন না। এই প্রকারে এই শ্লোকে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য বর্ণিত হইতেছে। ২৮।

অনু।—দৈববাণী ব্রহ্মাকে তাঁহার (ব্রহ্মার ইষ্ট) মন্ত্র বলিয়াছিলেন। "কাম অর্থাৎ কামবীজ ক্লীঁ, কৃষ্ণায়, গোবিন্দ ঙে অর্থাৎ গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, বহ্নিপ্রিয়া অর্থাৎ স্বাহা এই মন্ত্র তোমার প্রিয় বিধান করিবে।" এই কথা দৈববাণী বলিয়াছিলেন। ২৯।

তপস্ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৩০

এতদেব স্পর্শেন্দু যৎ ষোড়শমেকবিংশতি তৃতীয়স্কন্ধানুসারেণ যোজয়তি—তপস্ত্বমিত্যর্দ্ধেন। স্পষ্টম্। ৩০।

তাৎপর্য্য।—এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ভগবান্ ব্রহ্মাকে চিন্তিত দেখিয়া, পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মা যে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, সেই পরম সহায়ক প্রিয়বিধানকারী অষ্টাদশাক্ষরী পরম মন্ত্ররাজ "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্র দৈববাণীর দ্বারা ব্রহ্মাকে উপদেশ করিলেন।

উক্ত মন্ত্ররাজ সর্ব্ববেদময়। সুতরাং ইহার উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মার হৃদয়ে নিখিল বেদের প্রকাশ সাধন করা হইল। সৃষ্টিকার্য্য, পূর্ব্বসঙ্কল্প ও উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ভগবান্ কৃপা করিয়া ব্রহ্মাকে স্বীয় শক্তি সঞ্চার দ্বারা সমর্থ করিয়া সৃষ্টিকায্য সম্পন্নার্থ তাঁহাকে উপাসনাকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ঐ মন্ত্র উপদেশ করিলেন। ঐ মন্ত্ররাজ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা এবং কি প্রকারে ব্রহ্মা ঐ মন্ত্রের কোন কোন অংশ হইতে কি কি পদার্থ সৃষ্টি করিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ২৯।

অনু।—তুমি ইহার দ্বারা তপস্যা কর, তপস্যা কর; তোমার সিদ্ধি সংঘটিত হইবে। ৩০।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র দ্বারা তপস্যা করিবার জন্য ভগবান্ ব্রহ্মাকে দৈববাণীর সাহায্যে আদেশ করিলেন। "তপ" এই পদের দ্বিরুক্তি দ্বারা তপস্যায় নিযুক্ত হইবার জন্য ব্রহ্মার প্রতি বিশেষ আদেশ বুঝাইতেছে। এখানে "তপ্" ধাতুর পরস্মৈপদে প্রয়োগ আর্ষ বুঝিতে হইবে। আত্মনেপদী হইলেই সুষ্ঠু হইত। এই তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মা সিদ্ধিলাভ করিবেন। এবং পূর্ব্বকথিত মন্ত্র দ্বারাই তপস্যা

অথ তেপে স সুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়ম্।
শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎপরম্ ॥ ৩১
প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যা রূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতম্।
সহস্রদলসম্পদ্মে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে ॥ ৩২
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে।
সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ॥ ৩৩
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতম্ ॥ ৩৪

স তু তেন মন্ত্রেণ স্বকামনাবিশেষানুসারাৎ সৃষ্টিকৃচ্ছক্তিবিশেষ-বিশিষ্টতয়া বক্ষ্যমাণস্তবানুসারাৎ গোকুলাখ্যপীঠগততয়া শ্রীগোবিন্দ-মুপাসিতবানিত্যাহ—অথ তেপ ইতি চতুর্ভিঃ। গুণরূপিণ্যা সত্ত্বরজস্তমোগুণময্যা। রূপিণ্যা মূর্ত্তিমত্যা। পর্য্যুপাসিতং পরিত-স্তল্লোকাদ্বহিঃ স্থিতয়োপাসিতং ধ্যানাদিনাঽর্চ্চিতম্।

'মায়া পরেত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা' ইতি। 'বলিমুদ্বহন্তি সমদজয়াঽনিমিষাঃ' ইতি চ শ্রীভাগবতাৎ। অংশৈস্তদাবরণস্থৈঃ পরিকরৈঃ। ৩১—৩৪।

করিতে হইবে। দুইবার উক্তির দ্বারা তপস্যা সম্বন্ধীয় দার্ঢ্য প্রকাশিত হইতেছে। ৩০।

অনু।—অনন্তর শ্বেতদ্বীপপতি কৃষ্ণ যিনি গোলোকস্থিত পরাৎপর ও গুণরূপিণী মূর্ত্তিমতী প্রকৃতির দ্বারা সম্যক্ উপাসিত এবং কোটি কিঞ্জল্ক সমন্বিত সহস্রদল পদ্মে অধিষ্ঠিত হইয়া চিন্তামণি ভূমিকর্ণিকার মধ্যে মহাসনে সমাসীন ও যিনি সচ্চিদানন্দ জ্যোতিস্বরূপ সনাতন এবং স্বকীয় বদনকমলে শব্দ ব্রহ্মময় বেণুবাদন করিতেছেন এবং বিলাসিনীগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় অংশভূত পরিকরগণে অভিষ্টুত, এবম্ভূত সেই অব্যয় গোবিন্দকে পরিতুষ্ট করিয়া সেই ব্রহ্মা সুচিরদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। ৩১-৩৪।

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের দ্বারা দৈববাণীতে তপস্যা করিতে আদিষ্ট হইয়া দৈববাণী প্রাপ্ত সেই অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র দ্বারা স্বকীয় কামনা বিশেষানুসারে সৃজন করিবার শক্তি বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া অতঃপর যে স্তব উল্লিখিত হইবে সেই স্তবানুসারে শ্রীগোবিন্দের প্রীতিবিধান করতঃ সেই উদ্‌ভ্রান্ত ব্রহ্মা দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা অর্থাৎ উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্লোকে "প্রীণন্" পদটি আর্ষ প্রয়োগ। "প্রীণয়ন্" পদই সুষ্ঠু প্রয়োগ। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম শ্রীগোবিন্দ ইহা প্রথম শ্লোকে কথিত হইয়াছে। "সুচিরম্" পদের দ্বারা ব্যাপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল বুঝাইতেছে। অন্যান্য পদগুলি বিশেষণ পদ এবং স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। একটি সমাপিকা ক্রিয়ায় অন্বিত হওয়ায় চারিটি শ্লোকের অন্বয়ানুগত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা একত্র লিখিত হইল। অব্যয়, গোলোক, চিদানন্দ, পরাৎপর, জ্যোতীরূপ প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। সনাতন পদের দ্বারা সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকা বুঝায়। সনা শব্দের অর্থ নিত্য, যথা "সর্ব্বকালে সনা প্রোক্তা" ইতি সনা ভবঃ ইতি সনাতন।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুধামসমূহের মধ্যে শ্বেতদ্বীপ শ্রীবিষ্ণুর অন্যতম ধাম। এই বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয়পুরুষাবতার ক্ষীরাব্ধিশায়ী হইতেছেন। সুতরাং ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই শ্বেতদ্বীপপতি বলিয়া শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সুমেরুর পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদধির মধ্যে ক্ষীরাম্বুমধ্যবর্ত্তিনী শুভ্রবর্ণা একটি পুরী আছে। তাহার দক্ষিণে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন পরিমিত শ্বেতদ্বীপ নামে বিখ্যাত পরম সুন্দর দ্বীপ আছে। যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করেন। ক্ষীরাব্ধির উভয় তীরে এই শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত। গোলোকের বর্ণনা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; এই কৃষ্ণলোক সর্ব্ববৈকুণ্ঠের উপর বিরাজ করিতেছে। ইহা কমল কর্ণিকার তুল্য।

> অনন্তবৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
> সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি॥
>
> —চরিতামৃত।

সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিমতী প্রকৃতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবিত হইতেছেন। এই প্রকৃতিই মায়া; দূর হইতে কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণলোকে ইহার প্রবেশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ-লোকের বাহিরে থাকিয়া ধ্যানাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণা। বিলজ্জমানা এই প্রকৃতির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসাম্মুখ্য নাই। এই মায়াই জগন্মোহিনী, ইহাই দৈবীগুণময়ী দুরত্যয়া মায়া বলিয়া গীতায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাহা কৃষ্ণ তাঁহা মায়ার নাহি অধিকার॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

সচ্চিদানন্দ-বিভব মূর্ত্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে প্রথমতঃ চিৎশক্তি পৃথক্ হয়। তৎপরে ঐ চিৎশক্তি হইতে নাদ ও নাদ হইতে বিন্দু পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ সেই শক্তিকে নাদ, বিন্দু ও বীজ এই ত্রিবিধ বলিয়া জানেন। পৃথক্ ভূত ঐ পরম বিন্দু হইতে বর্ণ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উক্ত উভয়াত্মক শব্দই সকলের শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হইয়া থাকে। উহাই শব্দ ব্রহ্মরূপ পরম পদার্থ। শ্রীকৃষ্ণের বেণু ঐ শব্দ ব্রহ্মময়।

সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বিলাসিনী প্রেয়সী গোপিকাগণের দ্বারা পরিবৃত। প্রেয়সী গোপিকাগণের বিভাগ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়; যথা—প্রেয়সী গোপী প্রথমতঃ নিত্য সিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধ। গোপকন্যাগণ নিত্য সিদ্ধা এবং দেবকন্যাগণ গোপকন্যাগণের অংশভূত হওয়ায় সুতরাং তাঁহারাও নিত্য সিদ্ধাগণের মধ্যে পরিগণিতা হইতেছেন। যৌথিকী ও অযৌথিকী ভেদে সাধন সিদ্ধাগণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী ভেদে যৌথিকী দ্বিবিধা। এতদ্ভিন্ন প্রেয়সীযোগ্যা অযৌথিকী বুঝিতে হইবে।

স্বকীয় অংশভূত পরিকররূপ গোপগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান গোলোকে গোকুল নামক পীঠে

অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ী মূর্ত্তিমতী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ॥ ৩৫
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ॥ ৩৬

তদেবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য প্রবন্ধেব দ্বিজত্বসংস্কারস্তদা বাধিতত্বাত্তমন্ত্রাধিদেবাজ্জাত ইত্যাহ—অথ বেণ্বিতি দ্বয়েন। ত্রয়ী মূর্ত্তিমতী গতির্গায়ত্রী বেদমাতৃত্বাৎ। দ্বিতীয়পদ্যে তস্যা এব ব্যক্তী-ভাবিত্বাচ্চ তন্ময়ী গতিঃ পরিপাটী মুখাব্জানি প্রবিবেশ ইত্যষ্টভিঃ কর্ণৈঃ প্রবিবেশেত্যর্থঃ। আদিগুরুণা শ্রীকৃষ্ণেন স ব্রহ্মা সংস্কৃত ইতি কর্ম্মস্থানে প্রথমা। ৩৫-৩৬।

অধিষ্ঠিত আছেন। এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ব্রহ্মা দীর্ঘদিন যাবৎ করিলেন। ৩১-৩৪।

অনু।—অতঃপর সেই বেণু নিনাদের তিনটি মূর্ত্তিমতী গতি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ম্ভূর মুখপদ্ম সমূহে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইয়াছিল। গায়ত্রীগানকারী তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিকট হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা গায়ত্রী অধিগত করিয়া আদি গুরুর (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩৫-৩৬।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ শব্দব্রহ্মময় বেণু বাজাইতেছিলেন। অতঃপর সেই বেণুধ্বনির তিনটি গতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অর্থাৎ তিনটি গতি যথাক্রমে তিনটি বেদরূপী হইয়া সম্যক্ প্রকাশিত হইল। ইহাকেই ত্রয়ী বলা হয় এবং তজ্জন্য বেদও ত্রয়ী সংজ্ঞায় অভিহিত। ঋক্, সাম, যজুঃ এই বেদত্রয় ত্রয়ী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। বেদমাতা গায়ত্রী ত্রয়ী মূর্ত্তিরূপে টীকায় বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ বেদ ব্রহ্মার মুখপদ্মে প্রবিষ্ট হইল। বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মা অগ্রে কর্ণের দ্বারা ঐ ত্রয়ী শ্রবণ করিলেন, পরে মনে তাহা ধারণা করিলেন এবং পরিশেষে বদন সমূহ দ্বারা তাহা প্রকাশ

ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধির্বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ।
তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্ ॥ ৩৭
চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৮

ততশ্চ ত্রয়ীমপি তস্মাৎ প্রাপ্য তমেব তুষ্টাবেত্যাহ—ত্রয্যেতি স্পষ্টম্। ৩৭।

স্তুতিমাহ— চিন্তামণীত্যাদি। তত্র গোলোকেঽস্মিন্মন্ত্রভেদেন তদেকদেশেষু বৃহদ্ধ্যানময়াদিষেকস্য মন্ত্রস্য বা সময়াদিষু চ পীঠেষু সৎস্বপি মধ্যস্থত্বেন মুখ্যতয়া প্রথমং গোকুলাখ্যপীঠনিবাসযোগ্য-লীলয়া স্তৌতি চিন্তামণীত্যেকেন। অভি সর্ব্বতোভাবেন বননয়ন-

করিলেন। গুরুর নিকট হইতে শিষ্য যে প্রকারে কর্ণের দ্বারা বেদ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত হয়েন, ব্রহ্মাও তদ্রূপ আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বেণুতে গায়ত্রী গান কালে, নিজ অষ্ট কর্ণের দ্বারা ঐ গায়ত্রীরূপ বেদময় বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করিলেন। ৩৫-৩৬।

অনু।—অনন্তর সেই ত্রয়ীর দ্বারা প্রবুদ্ধ ব্রহ্মা ত্রয়ীর অর্থ জানিয়া ও তত্ত্বসমুদ্র বিজ্ঞাত হইয়া বেদসার এই স্তোত্রের দ্বারা কেশবের স্তব করিয়াছিলেন। ৩৭।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর সেই ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদ ও বেদমাতা গায়ত্রী—মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ স্তবের দ্বারা ব্রহ্মা স্তব করিলেন। ঐ স্তব সমস্ত বেদের সার ও পরম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের প্রীতি বিধানের জন্য এই বক্ষ্যমাণ স্তবের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন। ৩৭।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩৯

চার-গোস্থানানয়নপ্রকারেণ পালয়ন্তং সস্নেহং রক্ষন্তম্। কদাচিদ্রহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ—লক্ষ্মীতি। লক্ষ্ম্যোঽত্র গোপসুন্দর্য্য এবেতি ব্যাখ্যাতমেব। ৩৮।

তদেব চিন্তামণিপ্রকরসদ্মময়ং 'কথা গানং নাট্যং গমনমপি' ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ গোকুলাখ্যবিলক্ষণপীঠগতাং লীলামুক্ত্বা একস্থানস্থিতিকাং কথাং গমনাদিরহিতাং বৃহদ্ধ্যানাদিদৃষ্টাং দ্বিতীয়পীঠগতাং লীলামাহ—বেণুমিতিদ্বয়েন। বেণুমিতি তত্র স্পষ্টম্। ৩৯।

অনু।—চিন্তামণিময় গৃহসমূহে পরিবেষ্টিত, লক্ষ কল্পবৃক্ষের দ্বারা আবৃত পীঠে সুরভীপালনকারী শতসহস্র লক্ষ্মীর দ্বারা সম্ভ্রমে সেব্যমান আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৩৮।

তাৎপর্য্য।—অতঃপর এই আটত্রিশ সংখ্যক শ্লোক হইতে চৌষট্টি সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত মোট ছাব্বিশটি শ্লোক দ্বারা শ্রীগোবিন্দ যাঁহার অপর নাম এমন শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীগোবিন্দ নামে যে স্তব ব্রহ্মা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে।

গোকুলাখ্য মহাপীঠে শ্রীগোবিন্দ অধিষ্ঠিত আছেন এবং সুরভী অর্থাৎ ধেনুদিগকে সম্যক্‌রূপে পালন করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ (অর্থাৎ প্রার্থনা অনুসারে ফল দান করে এমন বৃক্ষসকল) যুক্ত ও চিন্তামণির দ্বারা নির্ম্মিত গৃহাদি যুক্ত সেই মহাপীঠ। শত সহস্র লক্ষ্মী সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা। এখানে লক্ষ্মী শব্দের দ্বারা গোপরমণীগণকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, মূল শ্লোকে দ্বিভুজ মুরলিধর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই তাৎপর্য্য। ৩৮।

আলোলচন্দ্রকলসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়মপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪০

আলোলেত্যাদি। প্রণয়পূর্ব্বকো যঃ কেলিঃ পরিহাসস্তত্র যা কলা বৈদগ্ধী সৈব বিলাসো যস্য তম্। 'দ্রবকেলিপরীহাসাঃ ক্রীড়া লীলা চ নর্ম চ' ইত্যমরঃ। ৪০।

অনু।—বেণুবাদ্যকারী, পদ্মপত্র সদৃশ বিস্তৃত লোচনবিশিষ্ট, ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত চূড়াধারী, নীলোৎপলের ন্যায় সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, কোটিকন্দর্প অপেক্ষাও কমনীয়, বিশেষ কিশোরবেশযুক্ত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৩৯।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের গোকুল নামক বিলক্ষণ পীঠগত লীলা বর্ণনা করিয়া এক্ষণে যথাক্রমে পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকের দ্বারা তাঁহার দ্বিতীয় লীলা যাহা সর্ব্বদাই একস্থানবর্ত্তিনী ও গমনাদিরহিতা, সেই পীঠগতলীলার বর্ণনা করিতেছেন। এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের চিরকিশোর দ্বিভুজ মুরলিধর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মা তাঁহারই ভজনা করিতেছেন। ৩৯।

অনু।—যাঁহার চূড়াগত ময়ূর পুচ্ছস্থিত চন্দ্র আন্দোলিত হইতেছে, যিনি বনমালী, বংশীধারী, রত্নাঙ্গদ, প্রণয়কেলিকলা-বিলাসযুক্ত, শ্যামবর্ণ, ত্রিভঙ্গ ও ললিত, সদা প্রকাশমান এবম্ভূত সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। ৪০।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার মস্তকের উপরস্থিত মোহন চূড়ায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে, তন্মধ্যে স্থিত চন্দ্র ঐ পুচ্ছের কম্পনে আন্দোলিত হইতেছে। অপূর্ব্ব বনমালা গলদেশে শোভিত, মধুর বংশী হস্তে বিরাজিত, বিবিধ রত্নালঙ্কার অঙ্গে

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১

তদেব লীলাদ্বয়মুক্ত্বা পরমাচিন্ত্যশক্ত্যা বৈভববিশেষেণাহ—অঙ্গানীতি চতুর্ভিঃ। তত্র তত্র বিগ্রহস্যাহ—অঙ্গানীতি। হস্তোঽপি দ্রষ্টুং শক্নোতি চক্ষুরপি পালয়িতুং পারয়তি তথান্যদঙ্গদপ্যঙ্গমন্যৎ। কলয়ন্তি কলয়িতুং প্রভবন্তীতি। এবমেবোক্তম্।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ইতি।

জগন্তীতি। লীলাপরিকরেষু তত্তদঙ্গং যথা স্বয়মেব ব্যবহরন্তীতি ভাবঃ। তত্র চ তস্য বিগ্রহস্য বৈলক্ষণ্যমেব হেতুরিত্যাহ—আনন্দেতি। ৪১।

শোভিত। প্রণয় হেতুক যে পরিহাসাদি, তদ্বিষয়ে যে কুশলতা, সেই কুশলতাই যাঁহার বিলাস এমন শ্রীগোবিন্দ, ললিত-ত্রিভঙ্গবেশযুক্ত, নিত্যপ্রকাশমান, কন্দর্পকোটিবিনিন্দিত চির-কিশোর মনোহর শ্রীগোবিন্দ। ঐ সকল বাক্য দ্বারা মাধুর্য্যের উৎকর্ষ স্থাপিত হইতেছে। ৪০।

অনু।—যাঁহার অঙ্গসকল সমগ্র ইন্দ্রিয়-বৃত্তিযুক্ত, যিনি চির-কাল ব্যাপিয়া দেখিতেছেন, পালন করিতেছেন ও সমগ্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যাঁহার বিগ্রহ আনন্দস্বরূপ চিন্ময় সৎ এবং উজ্জ্বল সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। ৪১।

তাৎপর্য্য।—পীঠগত লীলাদ্বয় বর্ণনা করিয়া এক্ষণে পরম অচিন্ত্যশক্তিবৈভববিশেষ দ্বারা যথাক্রমে চারিটি শ্লোকে শ্রীগোবিন্দের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া তদ্‌গত বৈশিষ্ট্য শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের স্বরূপবর্ণনামূলক বিশিষ্টতা বর্ণিত হইতেছে।

সাধারণতঃ প্রাকৃত জগতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্বকীয় বৃত্তি ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সম্পন্ন নহে। যেমন চক্ষুর দ্বারা কেবল দর্শন কার্য্যই সম্পন্ন করা যায়, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের যে কাজ, যেমন কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ ইত্যাদি কার্য্যসমূহ. চক্ষুর দ্বারা করা যায় না। কিন্তু শ্রীগোবিন্দের প্রত্যেক অঙ্গই সমগ্র ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত; যেমন, তাঁহার হস্ত স্বকীয় কার্য্য পরিগ্রহাদি সাধন ব্যতীতও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যথা—দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতিও করিতে সমর্থ। ইন্দ্রিয়কে দ্বার না করিয়াই ঈশ্বরের যাবতীয় জ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এবং এতদ্দ্বারা শ্রীগোবিন্দের বিগ্রহ ও অঙ্গাদি এবং ইন্দ্রিয় সকল যে আছে, তাহাই বর্ণিত হইল। এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণ অপ্রাকৃত ও স্বরূপানুবন্ধিগুণগণবিশিষ্ট। "অপাণিপাদ" শ্রুতির দ্বারা পরমেশ্বরের বিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়াদির যে নিষেধ করা হইয়াছে; তাহা প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে; কারণ, তৎপরেই "যবনো গ্রহীতা", "পশ্যত্যচক্ষু" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যসমূহে তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধীয় কার্য্যের উল্লেখ থাকায় ভগবানের দেহেন্দ্রিয়াদি আছে ইহা বুঝাইতেছে; সুতরাং বিরোধ ভঞ্জন করিয়া সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবানের ঐ বিগ্রহ, দেহেন্দ্রিয়াদি অপ্রাকৃত ও স্বরূপানুবন্ধী ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

"প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নয়ন মন॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্" এই শ্রুতি বাক্যও পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি বিশিষ্টতা ঘোষণা করিতেছে এবং তাঁহার যে কোনও অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় অপরাপর যে কোনও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অথবা সাকল্যে সমগ্র ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য করিতে সমর্থ এবং তিনি সর্ব্বব্যাপক ইহাই বুঝাইতেছে। এবম্ভূত হইয়াও তিনি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ আনন্দস্বরূপ নিত্য ও জ্যোতির্ম্ময় ইহাই শ্রীগোবিন্দের বৈশিষ্ট্য। ৪১।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪২

বৈলক্ষণ্যমেব পুষ্ণাতি অদ্বৈতমিতি ত্রিভিঃ। অদ্বৈতং পৃথিব্যা-ময়মদ্বৈতো রাজেতিবদতুল্যমিত্যর্থঃ।

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥

ইতি তৃতীয়স্কোদ্ধববাক্যাৎ। অচ্যুতম্।

কংসো বতাদ্য কৃতং মেঽত্যনুগ্রহং
দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ
পূর্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা ॥
যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে
যদ্গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥

ইতি দশমস্থাক্রূরবাক্যাৎ।

অনু।—অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য পুরাণ-পুরুষ এবং নবযৌবনসম্পন্ন, বেদে দুর্লভ অথচ আত্মভক্তিতে দুর্লভ নহেন এবম্ভূত সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৪২।

তাৎপর্য্য।—অতঃপর যথাক্রমে তিনটি শ্লোকের দ্বারা বৈলক্ষণ্য নিরূপিত হইতেছে। "পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজা" এই বাক্যে অদ্বিতীয় পদে যেমন অতুলনীয় রাজা অর্থাৎ যাঁহার উর্দ্ধে বা সমান অপর কোনও রাজা নাই, ইহাই বুঝায়, তদ্রূপ এখানে অদ্বৈতপদে অতুলনীয় বুঝাইতেছে। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের

যা বৈ শ্রিয়ার্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতঃ প্রমদারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্ ॥

ইতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যাৎ।

দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্। ইত্যুক্তা
নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥

ইতি শুকবাক্যাচ্চ। অনাদিমাদিরহিতম্। আদিত্রয়ং যথৈকাদশে সাংখ্যকথনে।

কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি মহ্যজে।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ॥

ইত্যত্র মহাপ্রলয়ে সর্ব্বাবশিষ্টত্বেন ব্রহ্মোপদিশ্য তদপি তস্য দ্রষ্টা স্বং স্বয়ং ভগবান্। অস্মিন্নাহ।

ঊর্দ্ধে বা সমান অপর কেহই নাই, তিনি অদ্বৈত। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে "যন্মর্ত্ত্য" এই শ্লোকগত উদ্ধবের বাক্যানুসারে অদ্বৈতপদের অতুলনীয় অর্থ-ই টীকায় শ্রীপাদজীব গোস্বামী অবধারণ করিয়াছেন। অন্যান্য বৈষ্ণবশাস্ত্রেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। যথা;—

"তাঁর সম তাঁতে বড় নাহি কেহ আন।"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

দ্বৈতবাদিগণের মতে ভগবানের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, নিত্য অনেক কিছুই আছে; কিন্তু তাহাদের সত্তায় ভগবানের অদ্বয়ত্বের হানি ঘটে না। অদ্বয় মায়াবাদিমতে ঐরূপ স্বীকারে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি ঘটে; সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর নিত্য সত্তা স্বীকার করিবার তাঁহাদের উপায় নাই। কারণ, তাঁহাদের মতে অদ্বৈতপদে দ্বিতীয় রহিত অর্থ বুঝায়। এবং এই স্বকীয় দুষ্ট মত সমর্থন করিতে ও রক্ষা করিতে সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগকে অবিস্তার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া॥ ইতি।

পুরাণপুরুষম্। 'একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ' ইতি ব্রহ্মবাক্যাৎ। 'মৃগ্যঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ' ইতি মাথুরবাক্যাচ্চ। পুরা নবং ভবতি পুরাণ ইতি নিরুক্তেঃ। তথাপি নবযৌবনম্।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ ইতি দশমাৎ।

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥ ইতি নবমাৎ।

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে "কংসোবতাদ্য" ইত্যাদি শ্লোকে অক্রূর বাক্য এবং অন্যত্র উদ্ধববাক্য ও শুকদেবের বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে অচ্যুত তাহা নির্ণীত হইয়াছে। অনাদি পদে, আদিরহিত বুঝায় অর্থাৎ যাঁহার অন্য কোনও কারণ নাই তিনিই অনাদি। অনন্তরূপ অর্থে, যাঁহার রূপ অনন্ত। আদ্য পদে, সর্ব্ব প্রথম অর্থাৎ যিনি সকলের কারণ বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বচন উদ্ধার করিয়া টীকায় ঐ সকল পদের অর্থ দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

বৈদিক ব্যাকরণ নিরুক্ত অনুসারে "পুরা নূতন হয়" যাহা তাহাই পুরাণ, এবম্ভূত পুরুষ, পুরাণ পুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমে ব্রহ্মাস্তবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পুরাণপুরুষরূপে নির্ণীত হইয়াছেন পুরাণপুরুষ হইলেও তিনি সদা নবযৌবন-সম্পন্ন। "অনুপমনওল

প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহংকৃতিঃ ॥

ইত্যত্র সত্যং শৌচমিত্যাদৌ সৌভগকান্তিতেজ আদীন্‌ পঠিত্বা—

এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥

ইতি প্রথমাৎ। বৃহদ্ধ্যানাদৌ তথা শ্রবণাৎ। 'গোপবেষমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্‌' ইতি তাপনীশ্রুতৌ। তদ্ধ্যানে তরুণশব্দস্য নবযৌবন এব শোভানিধানত্বেন তাৎপর্য্যাৎ। বেদেষু দুর্লভম্‌।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্‌।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্‌ ॥ ইতি।

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং

কিশোর।" তাঁহার এই নবযৌবনসম্পন্নতা বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া টীকায় শ্রীপাদজীব-গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন।

"কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হইতে সুমধুর
তাতে সেই মুখসুধাকর।
—চৈতন্যচরিতামৃত।

বেদসমূহে দুর্লভ কথার তাৎপর্য্য এই যে, বৈদিক ক্রিয়া, কাণ্ড, আচার, ধর্ম্ম, জ্ঞান, অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারাও শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ অর্থাৎ এক প্রকার অসম্ভব; ঐ প্রকার শ্রীগোবিন্দের মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। কারণ বেদ অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রুতিগণই শ্রীগোবিন্দের চরণরজ লাভ করিতে সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম অধ্যায়ের গোপীবাক্যমূলক শ্লোক উদ্ধার করিয়া টীকায় ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রুতিগণ সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চরণরজ পাইতে লালায়িত। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য অনুভব যে কত দুর্লভ

যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥

ইতি শ্রীদশমাৎ। অতুর্লভমাত্মভক্তৌ।

ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥

ইত্যেকাদশাৎ। তথা চ শ্রীদশমে।

পুরেঽভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্তদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ইতি। ৪২।

তদ্বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে যথা।—

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি জপ ধ্যান
ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্লভ।

এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে অনায়াসে ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়। ঐ ভক্তি শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তিভূতা। এবং উহা বৈধি ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধা। বৈধি ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সহজলভ্য নহেন। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সহজে লাভ করা যায়। সুতরাং শ্লোকে বলা হইয়াছে, অতুর্লভমাত্মভক্তৌ। অর্থাৎ স্বকীয় ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি যথা।—

কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তা'রে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ।

—চৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণ যে একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া টীকায় দেখান হইয়াছে। চরিতামৃতেও এইরূপ উক্তি আছে যথা।—

"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।"

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৩

পন্থাস্ত্বিতি। বায়োঃ মনসশ্চ কোটিশতবৎসরসম্প্রগম্যঃ পন্থাঃ। মুনিপুঙ্গবানাং প্রপদসীম্নি চরণারবিন্দয়োরগ্রে।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥

ইতি শ্রীনারদোক্তেঃ। 'একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি' ইতি গোপালতাপন্যাম্। তত্র সিদ্ধান্তমাহ—অবিচিন্ত্যতত্ত্ব ইতি।

স এব বিশ্বস্য ভবান্ বিধত্তে গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
সর্গাদ্যনীহোঽবিতথাভিসন্ধিরাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ ॥

ইতি তৃতীয়াৎ।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

ইতি স্কান্দাভারতাচ্চ। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি ব্রহ্মসূত্রাৎ। অচিন্ত্যো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি তস্য যুক্তেশ্চেতি ভাবঃ। ৪৩।

এতদ্দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোপরি প্রাধান্য ঘোষিত হইতেছে। ৪২।

অনু।—বায়ু অপেক্ষাও দ্রুতগামী মন, মুনিশ্রেষ্ঠগণের সেই মন কোটিশত বৎসরেও যাঁহার অবিচিন্ত্যতত্ত্ব চরণারবিন্দের অগ্রবর্ত্তীস্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না, এমন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ লাভ করা যে কতদূর অসাধ্য তাহাই বর্ণিত হইতেছে। জগতের যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে বায়ু দ্রুতগামী বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই বায়ু অপেক্ষা জীবের মন আরও অধিক দ্রুতগামী, ইহা অপেক্ষা

এোকোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৪

একোঽপ্যসাবিতি। 'তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত-ঘনশ্যামা' ইত্যারভ্যোক্তৈর্বৎসপালাদিভিরেবা-নন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-সামগ্রীবৃত-তত্তদধিপুরুষাণাং তেনান্তর্ভাবাৎ জগদণ্ডচয়া ইতি।

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ ॥ ইতি।

ক্রতগামী আর কিছু নাই। মুনিশ্রেষ্ঠগণের ঐ প্রকার মনও কোটিশত বৎসরের মধ্যেও শ্রীগোবিন্দের চরণসমীপস্থ স্থানবর্ত্তী হইতে পারে না; তাহা প্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, মুনিশ্রেষ্ঠগণের পক্ষেই যখন গোবিন্দচরণ এই প্রকার দুর্লভ তখন সাধারণ মনুষ্যগণের পক্ষে তো কথাই নাই। শ্রীগোবিন্দ অবিচিন্ত্য তত্ত্ব বিভিন্ন প্রমাণ বাক্য উল্লেখ করিয়া টীকায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। ৪৩।

অনু।—যিনি একক হইয়াও কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিবার যে শক্তি, সেই শক্তিযুক্ত; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও যাঁহার অভ্যন্তরে রহিয়াছে অথচ যিনি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পরমাণু সমূহের অন্তর্বর্ত্তী অথবা ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন যে পরমাণু সকল তাহা হইতে অন্তরে অর্থাৎ দূরে যিনি অবস্থিত, এবম্ভূত সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৪৩।

তাৎপর্য্য।—শ্লোকান্তর্গত "এক" এই বিশেষণ পদের দ্বারা শ্রীগোবিন্দ যে অদ্বয় অর্থাৎ অতুলনীয় ইহাই বুঝাইতেছে। তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিবার শক্তি সমন্বিত। নিখিল জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যে শ্রীগোবিন্দের অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই শ্রীগোবিন্দই আবার ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পরমাণু সমূহের অন্তর্ভূত

'অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। 'যোঽসৌ সর্বেষু ভূতেষাবিশ্য তিষ্ঠতি ভূতানি বিদধাতি স বো হি স্বামী ভবতি চ। যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপালঃ।' 'একো দেবঃ সর্ব-ভূতেষু গূঢ়ঃ।' ইত্যাদি তাপনীভ্যঃ। ৪৪।

ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, অথবা তিনি ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন পরমাণু হইতে দূরে অবস্থিত অর্থাৎ যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড ও তৎপরমাণু সকল শ্রীগোবিন্দের মধ্যে থাকিলেও, শ্রীগোবিন্দ তাহাদের হইতে দূরে আছেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য এবং পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু পরমেশ্বরের পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। প্রাকৃত জ্ঞান যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলার বা কার্য্যের নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কারণ "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইহা ব্রহ্মা স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্ত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মোহবশে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সখা ও গোবৎসগণ হরণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার দ্বারা অপহৃত গোবৎসগণ ও সখা যেমনভাবে তিনি রাখিয়াছেন, তেমনিই লুক্কায়িতভাবেই আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ যথাযথ ভাবে স্বকীয় তৎ তৎ আকৃতি যুক্ত সখা ও গোবৎসগণের সহিত যুক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন এবং আরও দেখিলেন যে সেই সকল গাভী, রাখাল এবং যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড ও তত্রস্থ যাবতীয় প্রাণী ও তদধিপুরুষ দেবতাগণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরে রহিয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাত হইয়া নিজকৃত অন্যায় কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন। এবম্ভূত মহান্ শ্রীকৃষ্ণই আবার সমগ্র পরমাণুতে স্বয়ং বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের এই মহত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত আছে যে, "যাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, যাঁহার পূর্ব্ব বা পর নাই" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলাতেও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় ঐ তত্ত্বটি বিশেষরূপে

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষা।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৫

অথ তস্য সাধকচরেষ্বপি ভক্তেষু বদান্যত্বং বদন্নিত্যেষু কৈমুত্য-মাহ—যদ্ভাবেতি। যথা গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাসবেশৈশ্চে-

---

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ উক্ত আছে যে, "তিনি অণু হইতেও অণু, আবার মহান্ হইতেও মহান্" একত্র এক কালেই যে মহান্, সেই অণু হইতে পারে ইহা একমাত্র পরমেশ্বরেই সম্ভব। এককালেই একস্থানে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় পরমেশ্বরেই সম্ভব। এবং তাহা তর্কের অগোচর। ইহা অচিন্ত্য, সুতরাং এইরূপ উক্তি আছে যে, "যাহা অচিন্ত্য এমন ভাব সমূহ তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে না"।

গোপালতাপনী শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে যে, "যিনি সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত সমূহের বিধান করেন, তিনিই আমাদিগের স্বামী, যে তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, গোপাল, এক অদ্বিতীয় দেব, সর্ব্বভূতে গূঢ়" ইত্যাদি। সুতরাং অচিন্ত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মই এককালে অথবা পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে; এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" এই সূত্রে ও তাহার গোবিন্দ ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে মাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। ৪৪।

অনু।—যাঁহার ভাবে বুদ্ধি ভাবিত করিয়া মনুষ্যগণ যাঁহার রূপ, মহিমা, আসন, যান, ভূষণ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া বেদ-প্রসিদ্ধ সূক্তাবলির দ্বারা যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৪৫।

ত্যাগমবিধিনেত্যাদি নিত্যতৎসঙ্গিনাং তৎসাম্যং শ্রূয়তে তথৈব সর্বাবেত্যর্থঃ। তদুক্তমেকাদশে।—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালশাল্ব-
পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্॥ ইতি। ৪৫।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর স্বকীয় ভক্তগণের প্রতি শ্রীগোবিন্দের যে বদান্যতা তাহা বর্ণিত হইতেছে; তাঁহার প্রতি ভক্তিভাব অথবা অনুকূল যে কোনও ভাব অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইহার যে কোনও ভাবের দ্বারা বুদ্ধি ভাবিত করিয়া মনুষ্যগণ শ্রীগোবিন্দের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা শ্রীগোবিন্দের অনুরূপ রূপ, মহিমা, আসন, যান, ভূষণ প্রাপ্ত হয়েন ও পুরুষসূক্তাদি বেদকথিত মন্ত্রদ্বারা শ্রীগোবিন্দের স্তব করিয়া থাকেন। শিশুপালাদি রাজগণ যখন বৈরীভাব পোষণ দ্বারাও শ্রীগোবিন্দের সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন ভক্তগণ অনুকূলভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে যে কৃষ্ণ-সাম্য প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। তাৎপর্য্য এই যে, যে-কোনও ভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া চিত্ত শ্রীগোবিন্দে নিবদ্ধ হইলে ভক্ত তৎসাম্য প্রাপ্ত হইবেন; অনুকূলভাবের তো কথাই নাই। কারণ ভক্তপারবশ্য তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। ভক্তকে সান্নিধ্য দান না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমপাদে ও তাহার গোবিন্দ-ভাষ্যে মায়াবাদীর মত খণ্ডন করিয়া শ্রীভগবানের ভক্তবৎসলতা ও ভক্তপারবশ্যতা তাঁহার যে একটি বিশেষ গুণ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঐ গুণ থাকার জন্য তাঁহাতে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাদি দোষও আপতিত হয় না। অনুগত ভক্তের প্রতি তিনি এতই অনুগ্রহ করেন যে তাহার কোনও অপরাধ না লইয়া এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত তিনি ভক্তগণের নিকট বিতরণ করিয়া দিয়া থাকেন। যথা,—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬

তৎপ্রেয়সীনাং তু কিং বক্তব্যং যতঃ পরমশ্রীণাং তাসাং সাহিত্যেনৈব তস্য তল্লোকবাস ইত্যাহ—আনন্দেতি। আনন্দ-চিন্ময়ো রসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনাম্না তেন প্রতিভাবিতাভিঃ। পূর্ব্বং তাবৎ বা রসস্তন্নাম্না রসেন সোঽয়ং ভাবিত উপাসিতো জাতঃ স্তুতশ্চ তস্য তেন যাঃ প্রতিভাবিতাঃ তাভিঃ সহেত্যর্থঃ। প্রতিশব্দাল্লভ্যতে। তথা অখিলানাং গোলোকবাসিনামন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণামাত্মতঃ পরমশ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যপি তাভিরেব সহ

"ঈশ্বর স্বভাব-ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহুমানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ৪৫।

অনু।—আনন্দচিন্ময়রসের দ্বারা প্রতিভাবিতা নিজস্বরূপবৎ কলাস্থানীয়া প্রিয়াগণের সঙ্গে কেবলমাত্র গোলোকেই অখিলাত্মভূত যিনি বাস করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৪৬।

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে শ্রীগোবিন্দের বৈশিষ্ট্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতেছেন। তাঁহার প্রেয়সীবর্গের সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিবার আছে, যেহেতু পরম শ্রীরূপিণী সেই সকল প্রেয়সীগণের সাহচর্য্যের সহিতই শ্রীগোবিন্দ স্বকীয় নিত্যধাম গোলোকে অবস্থিত। সেই প্রেয়সীগণ আনন্দচিন্ময়রসভাবিতা অর্থাৎ পরমপ্রেমময় উজ্জ্বল রসদ্বারা প্রতিভাবিতা। শ্রীগোবিন্দ ঐ রসের দ্বারা উপাসিত, পরিজ্ঞাত ও স্তুত হইলে পরম বক্তৃতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহা দ্বারা সর্ব্বোপরি মধুররসের শ্রেষ্ঠতা ও মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা স্বীকৃত হইতেছে। তিনি সমগ্র গোলোক-বাসীর এবং নিখিলবস্তু ও অপরাপর সকলের আত্মতুল্য হইলেও

নিবসতীতি তাসামতিশায়িত্বং দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ। কলাভিঃ হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ। তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ। প্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তেস্তস্য প্রাগুপকারিত্বমায়াতি তদ্বৎ। তত্রাপি নিজরূপ-তয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎ পরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ। য এব ইত্যেবকারেণ

কেবল প্রেয়সীবর্গের সহিত নিত্যধামে অবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং প্রেয়সীগণের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপিত হইল। এই বিষয়ে কারণ এই যে, প্রেয়সীগণ তাঁহার কলাস্থানীয়া হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা। "আনন্দাংশে হ্লাদিনী।" বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে আরও বক্তব্য এই যে, ঐ সকল প্রেয়সীগণ দ্বারা শ্রীগোবিন্দ উপকৃত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তিনি উঁহাদিগের দ্বারাই আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়েন এবং সুখ অনুভব করেন।

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাই নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

"নিজরূপতয়া" এই পদের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, ঐ সকল প্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় কান্তা, অর্থাৎ স্ত্রীরূপেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অপ্রকট লীলায় নিত্যধাম গোলোকে অবস্থিতা এবং শ্রীগোবিন্দ স্বকীয় কান্তারূপা তাঁহাদের সহিত বিহার করিতেছেন; কিন্তু প্রকট লীলার পরদারাদিবৎ নহে। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা পরম লক্ষ্মীরূপা ঐ সকল প্রেয়সীগণ কখনও পরকীয়া কান্তা হইতে পারেন না। তবে যে প্রকট লীলায় তাঁহাদের পরস্ত্রীরূপতা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল রসের পরিপাটী ও কৌতুকময় আস্বাদন বৈশিষ্ট্য ও পৌরুষার্থ প্রকাশের জন্য মায়ার দ্বারা তদ্রূপতা আপাততঃ প্রকাশিত ও সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু যথার্থতঃ পরদারত্ব ঐ সকল প্রেয়সীগণের ঘটে নাই; ইহাই সিদ্ধান্ত সম্মতি।

বৎ প্রাপঞ্চিকপ্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোঽয়ং য এব তদপ্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকটনিত্যলীলানিলয়দশার্ণব্যাখ্যানে। 'অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা' ইতি। গোলোক এবেত্যেবকারেণ সেয়ং লীলা তু ক্বাপি নান্যত্র বিদ্যত ইতি প্রকাশ্যতে। ৩৬।

"য এব" শ্লোকান্তর্গত এই "এব" পদের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, প্রপঞ্চময় প্রকটলীলায় যে শ্রীগোবিন্দ প্রেয়সীগণের সহিত পরস্ত্রীরূপ ব্যবহারের দ্বারা লীলা করিতেছেন; সেই শ্রীগোবিন্দই আবার অপ্রকট লীলায় গোলোকে ঐ সকল প্রেয়সীর সহিত নিজরূপতা অর্থাৎ স্বকীয়া স্ত্রীরূপ ব্যবহারের দ্বারা লীলা করিতেছেন। সেইজন্য গৌতমীয় তন্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে; যে,—"অনেক জন্ম দ্বারা সিদ্ধ গোপীগণের পতিই" ইত্যাদি। এই বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীগণের পতি ইহাই বুঝাইতেছে।

শ্লোকান্তর্গত "গোলোক এব" পদের দ্বারা শ্রীগোবিন্দ যে স্বকীয় স্ত্রীরূপা প্রেয়সী গোপীগণের সহিত একমাত্র স্বকীয় নিত্যধাম গোলোকেই বিরাজমান এবং ঐ লীলা যে একমাত্র গোলোকেই সম্ভব, অন্য কোথাও সম্ভব নহে, ইহাই বুঝাইতেছে।

"তাভিঃ" এই পদের দ্বারা বহুবচন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ বহু প্রেয়সীর সহিত শ্রীগোবিন্দ গোলোকে অবস্থিত, ইহাই বুঝাইতেছে। বহু কান্তা ব্যতীত রসের পুষ্টিসাধন হয় না, সুতরাং বহুবচন। কিন্তু ঐ সকল প্রেয়সীর মধ্যে শ্রীমতী-রাধিকাই প্রধানা এবং অপর সকলেই তাঁহার কায়ব্যূহরূপ ইহাই জানিতে হইবে। যথা,—

শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার।

* * * *

আকার স্বরূপ ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৭

যদ্যপি গোলোক এব নিবসতি তথাপি প্রেমাঞ্জনেতি। অচিন্ত্য-গুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যদঞ্জনচ্ছুরিতবদুচ্চৈঃ প্রকাশমানং ভক্তিরূপং বিলোচনং তেনেত্যর্থঃ। ৪৭।

এক্ষণে শ্রীরাধিকার চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও দেহ, মন সমস্তই আনন্দচিন্ময় রস প্রতিভাবিত হওয়ায় অন্যান্য প্রেয়সীগণও তদ্রূপ জানিতে হইবে যথা।—

কৃষ্ণ-প্রেম-প্রভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত।

আনন্দ-চিন্ময়-রস স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম প্রভাবিত বলা হইয়াছে। এবম্ভূত প্রেয়সীবর্গের সহিত বিরাজমান গোলোকস্থিত শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি, ইহাই ব্রহ্মার প্রার্থনা। ৪৬।

অনু।—প্রেমরূপ কজ্জলপূরিত ভক্তিরূপ লোচন দ্বারা সাধুগণ সর্ব্বদা স্বহৃদয়ে যে অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৪৭।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীগোবিন্দ সর্ব্বদা গোলোকে বাস করেন, যদিও এই কথা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ভক্তের হৃদয়মন্দির তাঁহার আর একটি প্রিয় বাসস্থান বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তগণ ভক্তিরূপ চক্ষুতে প্রেমরূপ প্রগাঢ় কজ্জল অনুলেপন করিয়া স্বকীয় হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বক্ষণ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত আছে, যে—

"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।"

ইহার দ্বারা শ্রীগোবিন্দ যে একান্তভাবে ভক্তবৎসল, ইহাই

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৮

স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ—রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ য এব স্বয়ং সমভবদবততার তং

বর্ণিত হইতেছে। এই ভক্তবৎসলতা তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। ৪৭।

অনু।—রাম প্রভৃতি মূর্ত্তিতে কলা অর্থাৎ অংশভাবে অবস্থান করতঃ পৃথিবীতে যিনি নিজাংশে বহুবিধ অবতার প্রকট করিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণরূপেই আবির্ভূত পরমপুরুষ এমন সেই গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৪৮।

তাৎপর্য্য।—ভগবান্ নিত্যধাম গোলোকে প্রেয়সীবর্গের সহিত অধিষ্ঠিত থাকিলেও কখন কখনও জগতে নিজাংশে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় উক্ত আছে যে;—সাধুগণের রক্ষার জন্য, অধার্ম্মিকগণের নাশের জন্য, এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন। ইহা তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য।

শ্রীকৃষ্ণ এই নাম যাঁহার এমন সেই পরম পুরুষ স্বকীয় কলা অংশাদি নিয়মে, অর্থাৎ কখন অংশ কখনও বা অংশাংশ ইত্যাদি রূপে এবং তাহাতে নিয়ত যে সকল শক্তি সেই সকল শক্তি প্রকাশ দ্বারা (অর্থাৎ যে মূর্ত্তির যে কার্য্য তাহা সাধন-পরভাবে) শ্রীরামাদি মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া সেই সেই মূর্ত্তি প্রকাশ দ্বারা নানা প্রকার অবতার করিয়া থাকেন।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভগবানের পুরুষাবতার ও গুণাবতারের কথা

লীলাবিশেষেণ গোবিন্দমহং ভজামীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীদশমে দেবৈঃ—

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥ ইতি। ৪৮।

বলা হইয়াছে, এক্ষণে এই শ্লোকে তাঁহার লীলাবতারের কথা বর্ণিত হইতেছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, রাম, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঐ সকল অবতারগণের পৃথক্ পৃথক্ কাল ও পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যাদি আছে এবং উঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ বা কলা এবং অনন্ত সংখ্যক।

লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না পায় গণন॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যিনি ঐ সকল অবতার করিয়াছেন, তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণমূর্ত্তি পরমপুরুষ আবির্ভূত। ঐ প্রকার অবতার গ্রহণ তাঁহার লীলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এইরূপ উক্ত আছে।—"দেবগণ ভগবানকে বলিলেন, হে প্রভো! আপনি কখনও কালে মৎস্য, অশ্ব, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেবদেহে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যে প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানেও ধরার ভার অপনোদনপূর্ব্বক তদ্রূপে সমস্ত রক্ষা করুন।" শ্রীভগবান্ কখনও অংশ কখনও বা অংশাংশ প্রভৃতিরূপে অবতারের কার্য্য সাধন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে স্বয়ং পূর্ণতমরূপে অবতীর্ণ; এবম্ভূত শ্রীগোবিন্দকে ব্রহ্মা স্তব করিয়া ভজনা করিয়া থাকেন। ৪৮।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯

তদেবং তস্য সর্ব্বাবতারিত্বেন পূর্ণত্বমুক্ত্বা স্বরূপেণাপ্যাহ—যস্যেতি। দ্বয়োরেকরূপত্বেঽপি বিশিষ্টতয়াঽঽবির্ভাবাৎ শ্রীগোবিন্দস্য ধর্ম্মিরূপত্বমবিশিষ্টতয়াঽঽবির্ভাবাদ্ ব্রহ্মণো ধর্ম্মরূপত্বম্, ততঃ পূর্বস্য মণ্ডলস্থানীয়ত্বমিতি ভাবঃ। অতএব শ্রীগীতাসু। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্' ইতি। অতএবৈকাদশে স্ববিভূতিগণনায়াং তদপি স্বয়ং গণিতম্।

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্ ॥ ইতি।

টীকা চাত্র। পৃথিব্যাদিশব্দৈস্তন্মাত্রাণি বিবক্ষিতানি। অহমহঙ্কারঃ। মহান্ মহত্তত্ত্বম্। এতাঃ সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। বিকারঃ পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চেত্যেবং ষোড়শসংখ্যকঃ।

অনু।—অগণিত পৃথিবী প্রভৃতির আধারভূত, কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত বিভূতিরূপ, অনন্ত অশেষভূত নিষ্কল সেই ব্রহ্ম যাঁহার প্রভামাত্র, এমন কারণভূত সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৪৯।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব প্রকারে পূর্ণতা (অর্থাৎ যে হেতুক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সকল অবতার উৎপন্ন হইয়াছেন অতএব শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ) বর্ণনা করিয়া এক্ষণে স্বরূপ বর্ণনা মূলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা নির্ণয় করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দ এবং ব্রহ্ম পরস্পর একরূপ হইলেও বিশিষ্টরূপে অর্থাৎ সবিশেষভাবে আবির্ভাব হেতুক শ্রীগোবিন্দের ধর্ম্মিরূপতা, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দকে ধর্ম্মী এবং অবশিষ্টরূপে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপে আবির্ভূত হওয়ায় ব্রহ্মের ধর্ম্মরূপতা অর্থাৎ ব্রহ্মকে ধর্ম্ম

পুরুষো জীবঃ। অব্যক্তঃ প্রকৃতিঃ। এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি। তদুক্তম্।

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ ইতি।

কিঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তম ইতি প্রকৃতের্গুণাশ্চ পরং ব্রহ্ম চ। ইত্যেষা। শ্রীমৎস্যদেবেনাপ্যষ্টমে তথোক্তম্।

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥ ইতি।

বলিয়া জানিতে হইবে। বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের প্রভাস্বরূপ, সুতরাং প্রভারূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় শ্রীগোবিন্দ ধর্ম্মী এবং ব্রহ্ম প্রভারূপ হওয়ায় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই প্রচ্ছন্নাবির্ভাববিশেষ হওয়ায় ব্রহ্মকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তনুর আভা বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" ইতি।

এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই পরতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অপর একটি নামমাত্র।

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বপরমিহ"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন সূর্য্যপ্রভা থাকে তদ্বৎ ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের প্রভা বলিয়া শ্রীগোবিন্দের আশ্রিত। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে স্বকীয়৹বিভূতি গণনা কালে শ্রীভগবান্ স্বকীয় বিভূতিরূপে ব্রহ্মকে গণনা করিয়াছেন। "পৃথিবী" ইত্যাদি শ্লোক এবং তাহার উপর শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার বাক্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই শ্লোকের স্বকীয় টীকায় প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমৎস্য দেব শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বলিয়াছেন যে, "আমার মহিমাই পরমব্রহ্ম শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে।" সুতরাং শ্রীমান্

অতএবাহ ধ্রুবশ্চতুর্থে।—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিন্ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

অতএবাত্মারামাণামপি তদ্গুণেনাকর্ষঃ শ্রূয়তে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ইতি।

অত্র বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভাগবতসন্দর্ভো দৃশ্যতামিত্যলমতি-বিস্তরেণ। ৪৯।

ধ্রুব চতুর্থ স্কন্ধে "যা নির্বৃতি" এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং এবম্ভূত গুণযুক্ত শ্রীভগবানের প্রতি আত্মারাম মুনিগণও অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। অধিকারী ও উপাসকগণের যোগ্যতা-বৈশিষ্ট্য ভেদে ব্রহ্ম ও ভগবান্ সম্বন্ধীয় বিশেষ কথা ও তত্ত্ব শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত তত্ত্বসন্দর্ভে ও শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ও তদুপরি শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামিবেদান্ততীর্থ-বিরচিত স্বর্ণলতা নামক সংস্কৃত টীকায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এখানে তাহা উল্লিখিত হইল না। সংক্ষেপতঃ ইহাই বক্তব্য যে, ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি।

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী প্রভৃতি নানা প্রকার ভূতরূপে যিনি অধিষ্ঠিত সেই নিষ্কল, অনন্ত অশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম, যে প্রভাবশালী শ্রীগোবিন্দের অঙ্গপ্রভা, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ব্রহ্মা ভজন করিতেছেন। এই শ্লোকের দ্বারা ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দের স্বরূপগত মাহাত্ম্য যে অধিক, তাহাই প্রদর্শিত হইল। ৪০।

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বি পরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫০

তদেবং তস্য স্বরূপগতং মাহাত্ম্যং দর্শয়িত্বা তদ্গতমাহাত্ম্যং দর্শয়তি দ্বাভ্যাম্। তত্র বহিরঙ্গশক্তিময়াচিন্ত্যকার্য্যগতমায়া হীতি। মায়য়া হি তস্য স্পর্শো নাস্তীত্যাহ—সত্ত্বেতি। সত্ত্বস্য রজস্তমো-মিশ্রিতস্যাশ্রয়ি যৎ পরং তদমিশ্রং শুদ্ধং সত্ত্বং চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপং যস্য তম্।
তথোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥ ইতি।

বিশেষতঃ শ্রীভাগবতসন্দর্ভে তদিদমপি বিবৃতমস্তি। ৫০।

অনু।—যাঁহার মায়া শত শত ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে এবং ত্রৈগুণ্য-বিষয়-বেদে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে, তথা যিনি স্বয়ং মায়াসম্বন্ধ-শূন্য, সত্ত্বাশ্রয়, বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি আদিপুরুষ সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫০।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীগোবিন্দের স্বরূপগত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া এক্ষণে যথাক্রমে দুইটি শ্লোকের দ্বারা তদ্গত মাহাত্ম্য দেখাইতেছেন। শ্লোকান্তর্গত মায়াপদের দ্বারা বহিরঙ্গা শক্তিময়াচিন্ত্যকার্য্যগতমায়া বুঝিতে হইবে। উক্ত মায়ার সহিত শ্রীগোবিন্দের সংস্পর্শ নাই। সত্ত্বাবলম্বী পদের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে, যে, রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত ও তাহাদের আশ্রয়ভূত যে সত্ত্বগুণ, তাহাও শ্রীগোবিন্দকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং এই সত্ত্ব হইতে ভিন্ন অপর যে অমিশ্র শুদ্ধ সত্ত্ব যাহা চিৎশক্তির বৃত্তিরূপ, শ্রীগোবিন্দ সেই পরম সত্ত্বেরই আশ্রয় জানিতে হইবে। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, "সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি প্রাকৃত গুণ যাঁহাতে নাই, সেই

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলং স্মরতামুপেত্য
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫১

অথ তন্ময়মোহনত্বমাহ—আনন্দেতি। আনন্দচিন্ময়রসঃ উজ্জ্বলাখ্যঃ প্রেমরসঃ তদাত্মতয়া তদালিঙ্গিততয়া। প্রাণিনাং মনঃসু প্রতিফলন্ সর্বমোহনস্বাংশচ্ছুরিত-পরমাণুপ্রতিবিম্বতয়া কিঞ্চিদুদয়মপি স্মরতামুপেত্যেত্যাদি যোজ্যম্। যদুক্তং রাস-পঞ্চাধ্যায্যাং চক্ষুষশ্চক্ষুরিতিবৎ 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' ইতি। তদেবং তৎকারণত্বেঽপি স্মরাবেশস্য দুষ্টত্বং অগদাবেশবৎ। ৫১।

সর্ব্বশুদ্ধ হইতেও যিনি শুদ্ধ, এমন আদিপুরুষ প্রসন্ন হউন।" এই শ্লোকে শ্রীগোবিন্দের পরম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল। ৫০।

অনু।—আনন্দ-চিন্ময়-রসস্বরূপতা হেতু যিনি প্রাণীদিগের মনে প্রতিফলিত হইয়া স্মরভাব ধারণানন্তর লীলা দ্বারা সর্ব্বদা ভুবন সকল জয় করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৫১।

তাৎপর্য্য।—অনন্তর শ্রীগোবিন্দময় মোহনতা বর্ণিত হইতেছে। শ্রীগোবিন্দ আনন্দ-চিন্ময়-রস-ভূত অর্থাৎ উজ্জ্বল শৃঙ্গাররস-স্বরূপ, "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই উজ্জ্বল শৃঙ্গাররসস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ প্রতি প্রাণীর হৃদয়ে তদ্রূপে উদিত হয়েন। বক্তব্য এই যে, চিৎ-কণ জীব-হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দ যথাযোগ্যভাবে উদিত হয়েন। যে মদন অর্থাৎ মন্মথ সকল প্রাণীকে মোহিত করে, সেই মদনকে অর্থাৎ মন্মথেরও মন শ্রীগোবিন্দ মোহিত করায় তিনি মদনমোহন অর্থাৎ মন্মথমন্মথ হইতেছেন এবং প্রতি প্রাণীর মনে তদ্রূপে বিরাজিত। এই স্মর-ভাব সাধারণ লৌকিক কামের ন্যায় নহে, ইহা প্রেম সংজ্ঞায় অভিহিত। কাম ও প্রেমের

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫২

তদিদং প্রপঞ্চগতং মাহাত্ম্যমুক্ত্বা নিজধামগতমাহাত্ম্যমাহ—গোলোকেতি। দেবীমহেশেত্যাদিগণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ম্। দেব্যাদীনাং যথোত্তরমূর্দ্ধোর্দ্ধপ্রভবত্তাত্তল্লোকানামূর্দ্ধোর্দ্ধভাবিত্বমিতি গোলোকস্য সর্বোর্দ্ধগামিত্বং সর্বেভ্যো ব্যাপকত্বঞ্চ ব্যবস্থাপিতমস্তি। ভুবি প্রকাশমানস্য বৃন্দাবনস্য তু তেনাভেদঃ পূর্বত্র দর্শিতঃ।—

গবামেব হি গোলোকঃ সাধ্যাণ্ডং পালয়ন্তি হি।
স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা ॥
ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবং গবাম্ ॥

ইত্যনেনাভেদেনৈব হি গোলোক এব নিবসতীত্যেবকারঃ সংঘটতে। যতো ভুবি প্রকাশমানেঽস্মিন্ বৃন্দাবনে তস্য নিত্য-বিহারিত্বং শ্রূয়তে। যথাঽঽদিবারাহে।

পার্থক্য সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্তি আছে; যথা।—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

সুতরাং রাসের পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ" বলা হইয়াছে। এবম্ভূত তিনি বিভিন্ন লীলার দ্বারা ভুবন সকল সর্ব্বদাই জয় করিতেছেন, অর্থাৎ মোহিত করিতেছেন। ৫১।

অনু।—গোলোক নামক নিজ ধামের তলে একটির পর একটি, এইরূপে নিম্নে অবস্থিত দেবী-ধাম, মহেশ-ধাম, ও হরি-ধাম সমূহে যাঁহার দ্বারা প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫২।

তাৎপর্য্য।—প্রপঞ্চ সম্বন্ধীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া এক্ষণে স্বকীয় ধাম সম্বন্ধীয় মাহাত্ম্য এই শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে।

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
হরিণাঽধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥ ইতি।

তত্র চ বিশেষঃ।

কৃষ্ণঃ ক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনম্।
বল্লবীভিঃ ক্রীড়নার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ॥
গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে।
তত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি॥ ইতি।

অতএব গৌতমীয়ে শ্রীনারদ উবাচ।

কিমিদং দ্বাত্রিংশদ্বনং বৃন্দারণ্যং বিশাম্পতে।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ইদং বৃন্দাবনং নাম মম ধামৈব কেবলম্।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটা নরাধমাঃ।
যে বসন্তি মমাধিষ্ঠা মৃতা যান্তি মমালয়ম্॥
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
গোপিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্॥
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ॥
সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে॥
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥ ইতি।

দেবী, মহেশ, প্রভৃতি ধাম সমূহের গণনা যথাক্রমে করিতে হইবে। দেবী প্রভৃতির যে হেতুক উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধপ্রভবতা সেই হেতুক তৎ তৎ লোকসমূহেরও উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধাবস্থিতি বুঝিতে হইবে। গোলোকধাম সর্ব্বোর্দ্ধভাবী হওয়ায় সর্ব্বোপরি তাহার ব্যাপকতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বোপরি গোলোকধাম তন্নিয়ে পরমব্যোম অর্থাৎ নারায়ণ বা হরিধাম, তন্নিয়ে মহেশধাম এবং তন্নিয়ে দেবীধাম বুঝিতে হইবে।

এতদ্রূপমেবাশ্রিত্য বারাহাদৌ তে নিত্যকলাদয়ো দর্শিতা বর্ণিতাশ্চ। তস্মাদস্মদ্দৃশ্যমানস্যৈব বৃন্দাবনস্য অস্মদদৃশ্যতাদৃশপ্রকাশ-বিশেষ এব গোলোক ইতি লব্ধম্। যদা চাস্মদ্দৃশ্যমানে প্রকাশে সপরিকরঃ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভবতি তদৈব তস্যাবতার উচ্যতে। তদেব চ রসবিশেষপোষায় সংযোগবিরহঃ পুনঃ সংযোগাদিময়বিচিত্র-লীলয়া তথা পারদার্য্যাদি ব্যবহারশ্চ গম্যতে। যদা তু যথাত্র যথা বাস্যত্র কল্প-তন্ত্র-যামল-সংহিতা-পঞ্চরাত্রাদিষু তথা দিগ্দর্শনেন বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। তথা চ শ্রীদশমে।—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দ্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ইতি।

তথা চ পাদ্মে নির্বাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্ব্যাসবাক্যে।

পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্।
ততো পশ্যাম্যহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভম্।
গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ॥ ইতি।

সর্ব্বোপরি বিরাজিত গোলোকধামের সহিত ভূলোকে প্রকাশিত শ্রীবৃন্দাবনধামের অভিন্নতা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ গোলোক ও বৃন্দাবন অভিন্ন; ইহাই সিদ্ধান্ত সঙ্গতি।

অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাহা নিত্য স্থিতি মাতাপিতা বন্ধুগণ॥
তা'র তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্তস্বরূপের ধাম॥
তা'র তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার॥
দেবীধাম নাম তা'র জীব যার বাসি।
জগল্লক্ষ্মী রাখে যাহা রহে মায়া দাসী॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পরম-ব্যোম বিষ্ণুলোক অর্থাৎ হরিধাম বা নারায়ণধাম,

অনেনালঙ্কত্রীধর্ম্মবয়স্কতাদিবোধকেন কল্পাপদেন তাসামন্তা-ন্মৃগত্বং নিরাক্রিয়তে। তথা চ গৌতমীয়তন্ত্রে চতুর্থাধ্যায়ে।

অথ বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ সর্বদেবনমস্কৃতম্।
সর্বর্ত্তুকুসুমোপেতং পতত্রিগণনাদিতম্॥
ভ্রমদ্ভ্রমরঝঙ্কারমুখরীকৃতদিঙ্মুখম্।
কালিন্দীজলকল্লোলশীতলানিলসেবিতম্॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধবৃক্ষখণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
সমানোদিতচন্দ্রার্কতেজোদীপেন দীপিতম্॥
কমলোৎপলকহ্লারধূলীধূষরিতান্তরম্।
শাখামৃগগণাকীর্ণং নানামৃগনিষেবিতম্॥
দ্বাত্রিংশদ্বনসংবীতং বৈকুণ্ঠাদতিসৌখ্যদম্।
পুরন্দরমুখৈর্দেবৈঃ সর্বতঃ সমধিষ্ঠিতম্॥
তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভাম্।
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্নবর্ষণম্॥
মাণিক্যশিখরোল্লাসি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্।
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্বতেজোবিরাজিতম্॥
ফলভারোল্লসচ্চিত্রং বিতানৈরুপশোভিতম্।
রত্নতোরণগোপুরমাণিক্যবেদিকান্বিতম্॥
দিব্যঘণ্টাসমাযুক্তং মুক্তাদামবিরাজিতম্।
কোটিসূর্য্যসমাভাসং নির্মুক্তং ষট্‌করঙ্গকৈঃ॥

মহেশ-ধাম, দেবী-ধাম এই ধামত্রয়ের যথাক্রমে নারায়ণ, মহেশ অর্থাৎ শম্ভু ও দেবী অর্থাৎ দুর্গা অধিপতি হইতেছেন; ঐ সকল ধামের অধিপতিগণকে এবং অপরাপর সুরগণকে শ্রীকৃষ্ণ তৎ তৎ যথোচিত ধামে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন এবং স্বীয় প্রভাবে তাঁহাদের প্রভাবান্বিত করিয়া সর্ব্বত্র স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

"সদামৈব হি গোলোকঃ" এই শ্লোকের দ্বারা গোলোকে ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নভাবেই বাস করেন, ইহাই টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। "বৃন্দাবনম্" ইত্যাদি বরাহপুরাণস্থিত শ্লোক

বুভুক্ষা চ পিপাসা চ প্রাণস্য মনসস্তথা।
শোকমোহৌ শরীরস্য জরামৃত্যুষড়ূর্ম্ময়ঃ॥
চতুর্দ্বারসমাযুক্তং কপাটাষ্টকশোভিতম্।
তত্র কল্পতরুং ধ্যায়েৎ সুবিষ্টং রত্নবর্ষিণম্॥
সেবিতং ঋতুভিঃ সর্ব্বৈঃ সুধাশীকরবর্ষিণম্।
গারুত্মতলসৎপত্রং প্রবালরত্নপল্লবম্॥
মুক্তারত্নপ্রসবিনং পদ্মরাগফলোজ্জ্বলম্।
সংসারতাপবিচ্ছেদি কুশলচ্ছায়মদ্ভুতম্॥
তন্মূলে চিন্তয়েন্মন্ত্রী রত্নসিংহাসনং শুভম্।
তত্র সূর্য্যসমাভাসং পঙ্কজং চাষ্টপত্রকম্॥
সর্ব্বতত্ত্বময়ং তত্র চিন্তয়েজ্জগদীশ্বরম্।
সংসারসাগরোত্তীর্ত্যৈ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥
ইন্দ্রনীলমণিমেঘনবেন্দীবরসন্নিভম্।
পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্॥
রক্তনেত্রাধরং রক্তপাণিপাদতলং শুভম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং নানারত্নবিভূষিতম্॥
উদ্দামবিলসন্মুক্তারত্নহারোপশোভিতম্।
নানারত্নপ্রভোদ্ভাসিমুকুটং দীপ্ততেজসম্॥
হারকেয়ূরকটককুণ্ডলৈরুপশোভিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং চারুনূপুরাদ্যুপশোভিতম্॥
রত্নৈর্নানাবিধৈর্যুক্তং কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ।
গোরোচনাকুঙ্কুমেন ললাটতিলকান্বিতম্॥

দ্বারা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি ও বিহার টীকায় বর্ণিত হইয়াছে। "কৃষ্ণক্রীড়াসেতুবন্ধম্" ইত্যাদি শ্লোকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর গৌতমীয় তন্ত্রের নারদ ও শ্রীকৃষ্ণ সংবাদের শ্রীকৃষ্ণোক্ত "ইদং বৃন্দাবনম্" ইত্যাদি বৃন্দাবনের বর্ণনা মূলক শ্লোক টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল শ্লোক দ্বারা বৃন্দাবন যে শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ, কৃষ্ণসেবা-পরায়ণা গোপীগণ সেই স্থানে অবস্থিত, ঐ ধাম পঞ্চ যোজন

অলকাশোভিসংযুক্তং পীতাম্বরযুগাবৃতম্ ।
বিম্বাধরপুটোদ্ভাসি বংশামৃতরসান্বিতম্ ॥
বর্হিপত্রকৃতাপীড়ং বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্ ।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধচারুমালাবিরাজিতম্ ॥
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং বিলসদ্বক্ষুরোদরম্ ।
বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য বাদিনম্ ॥
গায়ন্তং দিব্যগানৈশ্চ বৃন্দাবনগতং হরিম্ ।
স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টকন্যকাশতমণ্ডিতম্ ॥
গোগোবৎসগণাকীর্ণং বৃহৎষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্ ।
গোপকন্যাসহস্রৈস্তু পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ ॥
অর্চ্চিতং ভাবকুসুমৈস্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং পরম্ ।
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব হাহা হূহুস্তথৈব চ ॥
কিন্নরীমিথুনঞ্চাপি শ্রুত্বা গীতং তথা হরেঃ ।
বীণাদিসাধনং ত্যক্ত্বা বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ ॥
তে স্তুবন্তি মহাত্মানং গায়কা বিরতি স্থিতাঃ ।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষৈশ্চ অপ্সরোভির্বিহঙ্গমৈঃ ॥
স্থাবরৈঃ পন্নগৈশ্চাপি সিদ্ধৈর্ব্বিদ্যাধরৈস্তথা ।
শাখামৃগৈর্মনুষ্যৈশ্চ বীক্ষমাণৈঃ সুবিস্মিতৈঃ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং সৌন্দর্য্যেণাভিশোভিতম্ ।
মোহনং সর্ব্বগোপীনাং লোকানাং পতিমব্যয়ম্ ॥
নারদেন চ সিদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ।
পরাশরেণ ব্যাসেন ভৃগুণাঽঙ্গিরসেন চ ॥

পরিমিত ; সেখানে অমৃতবাহিনী কালিন্দী প্রবাহিতা, ঐ ধাম নিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ কখনও উহা পরিত্যাগ করেন না ইত্যাদি বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়া বৃন্দাবনের নিত্যতা নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, দৃশ্যমান প্রকটলীলার স্থল এই বৃন্দাবনেরই প্রকাশ-বিশেষ ঐ অদৃশ্যমান অপ্রকট-লীলার স্থল গোলোক, এতভিন্ন উভয় ধামের আর কোনও ভেদ নাই। যখন লোকে দৃশ্যমান হইয়া সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তখনই তাঁহার

দক্ষেণ সনকাদ্যৈশ্চ সিদ্ধেন কপিলেন চ।
বাল্মবাগীশহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনঃ ক্রতুঃ ॥
মার্কণ্ডেয়ভরদ্বাজপুলস্ত্যপুলহাদিভিঃ।
বশিষ্ঠাদ্যৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ স্তূয়মানং সুরাসুরৈঃ ॥
ব্রহ্মলোকগতৈঃ সিদ্ধৈর্নাগলোকগতৈরপি।
অন্যৈরপি সুরশ্রেষ্ঠৈঃ স্তূয়মানং স্মরেদ্ বিভুম্ ॥

তদ্দর্শনকারী চ দর্শিতস্তত্রৈব সদাচারপ্রসঙ্গে।—

অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপরূপধরং হরিম্ ॥ ইতি।

তত্রৈবান্যত্র—বৃন্দাবনে বসেদ্ধীমান্ যাবৎ কৃষ্ণস্য দর্শনম্ ॥ ইতি।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গে।—

অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্ ॥ ইতি ॥

অতএব তাপন্যাং ব্রহ্মবাক্যম্। 'তদু হোবাচ ব্রহ্মসদনং চরতো মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব' ইতি। তস্মাৎ ক্ষীরোদশয্যাদ্যবতারতয়া তস্য যৎ কথনং তত্তু তদংশানাং তত্র প্রবেশাপেক্ষয়া। তদলমতিবিস্তরেণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতচরণে। প্রস্তুতমনুসরামঃ। ৫২।

আবির্ভাব অর্থাৎ অবতার গ্রহণ বলিয়া কথিত হয়। তৎকালে রসবিশেষের পোষণ জন্য মিলন ও বিরহ এবং মিলন-মাধুর্য্য-যুক্ত বিচিত্র লীলার দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপীগণের সহিত পরদারাদিরূপ ব্যবহার সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় কল্প, তন্ত্র, যামল, সংহিতা, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের "জয়তি জননিবাসঃ" ইত্যাদি শ্লোক এবং পদ্মপুরাণের "পশ্য ত্বম্" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া টীকায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব এবং নিয়ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতি ও গোপীগণের সহিত পরম আনন্দে অবস্থান ও লীলাপরতা বর্ণিত

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৩

পূর্বং দেবীমহেশহরিধাম্নামুপরিচরধামত্বং তস্য দর্শিতম্। সম্প্রতি তত্তদাশ্রয়ত্বাত্তদেব যোগ্যমিতি দর্শয়তি—সৃষ্টীতি পঞ্চভিঃ। যথোক্তং শ্রুতিভিঃ।

স্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদস্ত্যজয়ানিমিষাঃ।

বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতা ইতি। ৫৩।

হয় এবং ইহাই তাঁহার স্বরূপ, যাহা বেদেও গোপিত অর্থাৎ বেদেও যাহা প্রকাশ করা হয় নাই, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা ভজন করেন। অনন্তর গৌতমীয় তন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের "অথ বৃন্দাবনম্" ইত্যাদি শ্লোক সমূহ উদ্ধার করিয়া টীকায় শ্রীবৃন্দাবন ধামের বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীপাদজীবগোস্বামী বিশদভাবে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন ৫২।

অনু।—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিবার একমাত্র শক্তি দুর্গা ছায়ার ন্যায় যাঁহার অনুগামিনী হইয়া ভুবন সমূহ ভরণ করিতেছেন এবং যাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতেছেন। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৫৩।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে দেবীধাম, মহেশধাম ও হরিধাম; উপর্য্যুপরি বিদ্যমান ঐ ধামসমূহের সকলেরই যে উপরিচারী গোলোকধাম, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। একণে এই শ্লোক হইতে যথাক্রমে পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা ইহাই বর্ণিত হইতেছে যে, গোলোক ঐ সকল ধামসমূহের আশ্রয়; সুতরাং উহার সর্ব্বোপরি বিরাজমানতা যোগ্যই হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ সকল ধামসমূহের দেবতাগণের বর্ণনা করা হইতেছে।

ক্ষীরাদ্ যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৪

অথ ক্রমপ্রাপ্তং মহেশং নিরূপয়তি—ক্ষীরাদিতি। কার্য্যকারণ-ভাবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তোঽয়ং দার্ষ্টান্তিকস্তু কারণনির্ব্বিকারত্বাৎ চিন্তামণ্যাদিবৎ অচিন্ত্যশক্ত্যৈব তদাদিকার্য্যতয়াপি স্থিতত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ। 'একো হ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ং। তত এতে ব্যজায়ন্ত বিশ্বো

দেবী পদের দ্বারা দুর্গা নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন। দেবীর ধাম অর্থাৎ বাসস্থান বলিয়া তাঁহার ধাম দেবীধাম সংজ্ঞায় অভিহিত। দেবী দুর্গা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তিনী ও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী শক্তিস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারেই তিনি কার্য্য করিয়া থাকেন। এই সকল বাক্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে দেবীদুর্গার দ্বারা নিয়ত সেবিত হইতেছেন, ইহাই বর্ণিত হইল। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে শক্তি উপাসনার প্রাধান্যবাদ ও শক্তিই প্রধান ইত্যাদি শাক্তমত অনাদৃত হইতেছে। টীকায় "যমকরণ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বদেবদেবীর সেব্য তাহা নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এইরূপ উক্ত আছে যথা।—

"এক কৃষ্ণ সর্ব্ব-সেব্য জগৎ-ঈশ্বর।"

এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা ভজনা করিতেছেন। ৫৩।

অনু।—দুগ্ধ হইতে যেরূপ বিকার-যোগে দধি উৎপন্ন হয়; ইহাতে বিকার ভিন্ন অন্য কোনও পৃথক্ কারণ নাই; তদ্রূপ যিনি কার্য্য বশতঃ শম্ভুরূপতা প্রাপ্ত হয়েন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৫৪।

তাৎপর্য্য।—দেবী দুর্গা ও তাঁহার ধাম প্রভৃতির কথা বর্ণনা করিয়া এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্তরূপে ঐ দেবীধামের ঊর্দ্ধে অবস্থিত

হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্বরুণরুদ্রেন্দ্রা' ইতি। তথা। 'স ব্রহ্মণা সৃজতি রুদ্রেণ নাশয়তি। সোঽনুৎপত্তিলয় এব হরিঃ কারণরূপঃ পরঃ পরমানন্দঃ' ইতি। শম্ভোরপি কার্য্যত্বং গুণসম্বলনাৎ। যথোক্তং শ্রীদশমে।—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ॥ ইতি।

এতদেবোক্তম্। বিকারবিশেষযোগাদিতি। কুত্রচিদভেদোক্তির্বা দৃশ্যতে তামপি সমাদধাতি ততো হেতোঃ পৃথক্‌ত্বং নাস্তীতি। যথোক্তমৃগ্বেদশিরসি। 'অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণঃ।

মহেশ ধাম ও তত্রস্থ অধিপতি মহেশ অর্থাৎ শম্ভুর বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। দধির দৃষ্টান্তের দ্বারা শম্ভুর স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে। দুধ যেমন বিকারযোগে দধিতে পরিণত হয়, বিকার ভিন্ন অন্য কোনও কারণ যেমন উহাতে নাই, তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ জগতের নাশাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শম্ভুরূপে প্রকাশিত হন বা পরিণত হন; এই ব্যাপারে জগৎ কার্য্য নির্ব্বাহ ব্যতীত অন্য কোনও কারণ নাই। তত্ত্বের সহিত যে অন্যথা ভাব, তাহাই বিকার বলিয়া কথিত। এখানে কার্য্য-কারণ-ভাবে ঐ দৃষ্টান্তটি সঙ্গত হইবে মাত্র। অর্থাৎ দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু যেমন দুগ্ধ ও দধি এক পদার্থ নহে; দুগ্ধ দধি হইতে পারে, কিন্তু দধি দুগ্ধ হইতে পারে না; যথা।—

"দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধি রূপ ধরে।
দুগ্ধান্তরে বস্তু নহে দুগ্ধ হইতে নারে॥" ইতি
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শম্ভু উৎপন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শম্ভু তত্ত্বতঃ কখনও এক নহেন। শ্রীকৃষ্ণ শম্ভু হইতে পারেন; কিন্তু শম্ভু কখনও শ্রীকৃষ্ণ হইতে পারেন না। যথা।—

"মায়া সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীব তত্ত্ব হয় নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। দ্বাদশাদিত্যাশ্চ নারায়ণঃ। বসবোঽশ্বিনৌ চ নারায়ণঃ। সর্বে ঋষয়োঽপি নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ। বিদিশশ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ। মূর্ত্তামূর্ত্তে চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্'। ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' ইত্যাদি। ব্রহ্মণা হ্যেবমুক্তম্।

স্বজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ইতি। ৫৪।

বক্তব্য এই যে,—শম্ভু সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ সংবৃত। সুতরাং উক্ত' হইয়াছে যে;—"শিব মায়া শক্তিসঙ্গী তমো-গুণাবেশ।" ইতি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ এক অদ্বিতীয় ও শম্ভু কর্ত্তৃক সেবিত। এতদ্দ্বারা, "শিবই সর্ব্বাধিষ্ঠাতা ও একমাত্র উপাস্য, এই শৈব মত অনাদৃত হইতেছে।

শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে যে, "এক নারায়ণই আছেন" "ব্রহ্মা, শঙ্কর, কেহই নাই", "তিনিই ব্রহ্মার দ্বারা সৃজন ও রুদ্রের দ্বারা ধ্বংস করেন", "তিনিই সকলের কারণ" ইত্যাদি শ্রুতি নিবদ্ধ নারায়ণ পদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। শম্ভুও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া যে উক্তি দেখা যায়; তাহার তাৎপর্য্য "শম্ভু শ্রীকৃষ্ণময়" এই অংশেই অবধারিত হইতেছে। বস্তুতঃ অভিন্ন নহে। ব্রহ্মা, শম্ভু, কাল, শক্র, দিক্ সমস্তই যে নারায়ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণময় ইহা টীকায় ঋগ্বেদের বাক্য উল্লেখ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন; আমি (ব্রহ্মা) তদীয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আদেশেই সৃষ্টি করি, মহেশ্বর অর্থাৎ শম্ভুও তদ্বশঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হইয়া বিশ্ব সংহার করেন; সেই পরমাত্মা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ং বিষ্ণুরূপে সৃষ্টি রক্ষা করিয়া থাকেন।" ইতি।—ব্রহ্মা ও শম্ভু শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ৫৪।

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চরিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৫

অথ ক্রমপ্রাপ্তঃ হরিস্বরূপমেকং নিরূপয়ন্ গুণাবতারমহেশ-প্রসঙ্গাদগুণাবতারং বিষ্ণুং নিরূপয়তি—দীপার্চ্চিরিতি। তাদৃক্ত্বে হেতুঃ। বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মেতি। যদ্যপীতি শ্রীগোবিন্দাংশাংশঃ কারণার্ণবশায়ী তস্য গর্ভোদকশায়ী তস্য চাবতারোঽয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে, তথাপি মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া সূক্ষ্মনির্ম্মলদীপস্যোদিতস্য জ্যোতীরূপাংশে যথা তেন সহ সাম্যং তথা গোবিন্দেন বিষ্ণুর্গম্যতে। শম্ভোস্তু তমোঽধিষ্ঠানাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যতিরোধানায় তদিত্থমুচ্যতে। মহাবিষ্ণোরপি কলা-বিশেষত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। ৫৫।

অন্বয়।—দীপ-শিখা দশান্তর (অন্য দীপবর্ত্তিক) প্রাপ্ত হইলে যেমন পূর্ব্ব দীপবৎ প্রজ্জলিত হইয়া জ্যোতি বিকাশ করত সমান ধর্ম্মা হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি বিষ্ণুরূপে বিভাবিত হইতেছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৫৫।

তাৎপর্য্য।—অতঃপর ক্রমপ্রাপ্তরূপে শ্রীহরির স্বরূপ নিরূপণ ও গুণাবতার মহেশের প্রসঙ্গ হইতে এই শ্লোকের দ্বারা গুণাবতার নহেন এমন শ্রীবিষ্ণুর নিরূপণ করিতেছেন। বিষ্ণু কৃষ্ণ হইতেই উৎপন্ন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আকার; সুতরাং তিনি গুণা-বতার নহেন। এই বিষয়ে এক দীপ হইতে অন্য দীপের জ্বলন দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই জ্বলনের প্রাপ্তি হেতুক যেমন উভয় দীপের সমানধর্ম্মতা তদ্বৎ বিষ্ণু ও কৃষ্ণ সমানধর্ম্মা জানিতে হইবে। যদিও শ্রীগোবিন্দের অংশের অংশ কারণার্ণবশায়ী এবং কারণার্ণবশায়ীর অংশের অংশ গর্ভোদকশায়ী; এবং বিষ্ণু ঐ গর্ভোদকশায়ীর অবতার এবং তাঁহার কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইতেছে; চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৬

অথ কারণার্ণবশায়িনং নিরূপয়তি—য ইতি। অনন্তজগদণ্ডৈঃ সহ রোমকূপাদ্ যস্য সঃ। সহশব্দস্য পূর্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। আধারশক্তিময়ীং পরাং স্বমূর্ত্তিং শেষাখ্যাম্। ৫৬।

"কৃষ্ণ অংশী তেঁহো অংশ বেদে হেন গায়" ইতি, তাহা হইলেও মহাদীপ হইতে ক্রমপরম্পরা প্রাপ্তরূপে প্রজ্বলিত সূক্ষ্ম নির্ম্মল দীপের জ্যোতিরূপ অংশের যদ্রূপ মহাদীপের সহিত সমতা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের সহিত এই বিষ্ণুর সমতা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই বিষ্ণু গুণাবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াও কি কারণে গুণাবতার নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরাব্ধিশায়ী হইতেছেন, তাহা পূর্ব্বে অনুবাদ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শম্ভু তমোগুণের অধিষ্ঠাতা হেতুক কজ্জলময় সূক্ষ্ম দীপ স্থানীয়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সমতা নাই। পূর্ব্ববর্ণিত কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু যখন শ্রীকৃষ্ণের কলা, তখন এই শ্রীবিষ্ণুকেও তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণের কলা বলিয়া জানিতে হইবে। ৫৫।

অনু।—যিনি কারণার্ণব জলে অবস্থান করত যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক পরা স্বরূপমূর্ত্তি আধার শক্তিকে অবলম্বন করিয়া লোমকূপে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন, এবম্ভূত সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৫৬।

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নিরূপিত হইতেছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহার রোম-কূপ হইতে উৎপন্ন হয়। শ্লোকবর্ণিত আধার-শক্তিময়ী পরমা স্বকীয়মূর্ত্তি শেষ সংজ্ঞায় অভিহিত। ৫৬।

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাঽবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৭

তত্র সর্বব্রহ্মাণ্ডপালকো যস্তবাঽবতারতয়া মহাব্রহ্মাদি সহচরত্বেন তদভিন্নত্বেন চ মহাবিষ্ণুর্দ্দর্শিতঃ তত্র চ তমপ্যেবং তল্লক্ষণতয়া বর্ণয়তি। তত্তজ্জগদণ্ডনাথা বিষ্ণ্বাদয়ঃ জীবন্তি তত্তদধিকারতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি। ৫৭ ॥

অনু।—যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ যাঁহার একটিমাত্র নিঃশ্বাসের কালকে অবলম্বন করত জীবিত থাকেন, এবম্ভূত সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার এক কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৫৭।

তাৎপর্য্য।—যিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের পালক তাঁহার অবতাররূপে মহাব্রহ্মাদি সহরূপে এবং তদ্ অভিন্নরূপে মহাবিষ্ণু বর্ণিত হইতেছেন। এই মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাস কাল পরিমাণ মাত্র সময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডগত জগৎ সমূহের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরগণ জীবিত থাকেন মাত্র। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিঃশ্বাস-ত্যাগ-কাল সময় অবধি জগৎ সমূহের অবস্থিতি এবং তৎ তৎ কর্ত্তা-রূপে ঐ দেবতাত্রয় উহাতে প্রকটিত থাকেন এবং তখনই সৃষ্টি ও স্থিতি। পুনরায় নিঃশ্বাসগ্রহণের সময় ব্রহ্মাণ্ডের সহিত জগৎ সমূহ ও তৎ তৎ অধিপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরগণ মহাবিষ্ণুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েন ; তখনই প্রলয়।

"পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিঃশ্বাস সহিত হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এবম্ভূত সেই পুরুষাবতার শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ।

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৮

তদেবং দেব্যাদীনাং তদাশ্রয়কত্বং দর্শয়িত্বা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা ব্রহ্মণশ্চ দর্শয়ন্নতীব ভিন্নতয়া জীবত্বমেব স্পষ্টয়তি—ভাস্বানিতি। ভাস্বান্ সূর্য্যো যথা নিজেষু নিত্যস্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু অশ্মসকলেষু সূর্য্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ঞ্চ কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি অপিশব্দাত্তেন তদুপাধিকাংশেন দাহাদিকার্য্যং স্বয়মেব করোতি যথা স এব জীববিশেষে কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি। তেন তদুপাধিকাংশেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্ত্তা ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ। যথা। মহাব্রহ্মৈবায়ং বর্ণ্যতে তদুপলক্ষিতো মহা-শিবশ্চ জ্ঞেয়ঃ। ততশ্চ জগদণ্ডানাং বিধানকর্তৃত্বঞ্চ যুক্তমেব। যদ্যপি দুর্গাখ্যা মায়া কারণার্ণবশায়িন এব কর্ম্মকরী যদ্যপি চ ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বাদ্যা গর্ভোদকশায়িন এবাবতারাস্তথাপি তস্য সর্ব্বাশ্রয়তয়া তেঽপি তদাশ্রয়িতয়া গণিতাঃ। এবমুত্তরত্রাপি। ৫৮।

বর্ত্তমানে এই স্থূল জড় বিজ্ঞানের যুগে এই সকল কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, কালপ্রভাবে অনন্ত বহির্মুখতা বশতঃ জীব এক্ষণে আত্মস্থ নহে। যদি কখনও দেশে আবার চৈতন্য-বিজ্ঞানের যুগ ফিরিয়া আসে, জীব অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয় তখন এই সকল কথা সত্য বলিয়া অনুভব করার উপায় আবিষ্কৃত হইবে। ৫৭।

অনু।—সূর্য্য যেমন নিজ সম্বন্ধীয় প্রস্তরাদিতে কিয়ৎপরিমাণে স্বীয় তেজ প্রকট করিয়া থাকেন ও তাহাদিগকে দীপ্ত করেন তদ্বৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ড-বিধান-কর্ত্তা ব্রহ্মাদিতে স্বীয় তেজ প্রদান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৫৮।

তাৎপর্য্য।—বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ও তৎসাদৃশ্যে অন্যান্য দেবাদি ও চরাচর যাবতীয় বস্তু সকলেরই মূল আশ্রয়স্বরূপ শ্রীগোবিন্দ,

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে সগণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৯

অথ সর্ব্বে সর্ব্ববিঘ্ননিবারণার্থং প্রথমং গণপতিং স্তুবন্তীতি তস্যৈব স্তুতিযোগ্যতেত্যাশঙ্ক্য প্রত্যাচষ্টে—যৎপাদেতি। কৈমুত্যেন তদেব দৃঢ়ীকৃতং শ্রীকপিলদেবেন।

যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ। ইতি। ৫৯।

ইহা বর্ণনা করত এক্ষণে প্রসঙ্গ-সঙ্গতির দ্বারা ব্রহ্মার আশ্রয়স্থলও শ্রীকৃষ্ণ, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন। সূর্য্য যেমন নিজ নামে বিখ্যাত সূর্য্যকান্তমণিরূপ প্রস্তরে নিজের কিছু তেজ প্রকাশিত করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করে; সূর্য্যকান্তমণির দাহ করিবার যে শক্তি, তাহা বস্তুতঃ সূর্য্যেরই শক্তি, কিন্তু সূর্য্যকান্ত-মণিরূপ প্রস্তর উপাধি মাত্র; তাহার নিজস্ব দাহকারী কোনও শক্তি নাই; তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দ উৎকৃষ্ট জীববিশেষে নিজ তেজ অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি প্রকটিত করিয়া সেই জীব-রূপ উপাধি অংশের দ্বারা নিজ অংশে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মা ফলতঃ জীব। এই প্রকারে মহাব্রহ্মার সাদৃশ্যে মহাশিবও ঐ প্রকার জানিতে হইবে। দুর্গা নামক দেবী মায়া, গর্ভোদকশায়ী-বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিব, এই সকলেরই আশ্রয় যদিও কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, কিন্তু তিনি শ্রীগোবিন্দের আশ্রিত ও কলা এবং তাঁহা হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ফলতঃ মূলে সকলেই শ্রীগোবিন্দের আশ্রিত হইতেছেন এবং শ্রীগোবিন্দ হইতে সকলের উৎপত্তি। ৫৮।

অনু।—এই ত্রিজগতের বিঘ্ন নাশ করিবার জন্য প্রণাম করিবার সময়ে গণাধিরাজ যাঁহার চরণপল্লবযুগল স্বকীয় মস্তকস্থিত

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাঽঽত্মমনসীতি জগত্ত্রয়াণি।
যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৬০

তচ্চ যুক্তমিত্যাহ—অগ্নির্মহীতি।' সর্ব্বং স্পষ্টম্। ৬০।

কুম্ভদ্বয়ে ধারণ করিয়া থাকেন; এমন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৫৯।

তাৎপর্য্য।—জগতের সকলে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন নাশের জন্য অগ্রে গণাধিরাজ অর্থাৎ গণেশের স্তব করে। কিন্তু এই গণেশ সমগ্র বিঘ্ন বিনাশের জন্য একমাত্র-শ্রীগোবিন্দচরণে প্রণত হয়েন। সুতরাং গণেশের বিঘ্নহন্তা শ্রীগোবিন্দ এবং তাঁহার শক্তিতেই গণেশ সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ করিতে সমর্থ হন। এতদ্দ্বারা গণেশ-উপাসনা-বাদের প্রাধান্য এবং "গণেশই পরমেশ্বর ও একমাত্র উপাস্য", এই গাণপত্য মত অনাদৃত হইতেছে। কৈমুত্য-ন্যায়ে শ্রীকপিলদেব এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় করিয়াছেন; শ্রীভগবানের চরণনিঃসৃত তীর্থরূপ মঙ্গলরূপ জলপ্রবাহ মস্তকে ধারণ করিয়া শিব তীর্থ বা মঙ্গলরূপ হইয়াছেন; তদ্বৎ সর্ব্ববিঘ্ননাশশক্তি সমন্বিত শ্রীগোবিন্দের চরণ স্পর্শে বিঘ্নহীন হইয়া গণেশ বিঘ্ননাশক হইয়াছেন। ৫৯।

অনু।—অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, দিক্, কাল, আত্মা ও মন এই সকল এবং জগত্ত্রয় যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, স্থিতি প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৬০।

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকের দ্বারা সমগ্র বস্তুর 'মূল শ্রীগোবিন্দ, ইহা বর্ণনা করিয়া একমাত্র তাঁহার আরাধনাই যে যুক্তিযুক্ত ইহাই বর্ণিত হইতেছে। তিনি জগৎ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিঘ্ন বিনাশ করিতে সমর্থ। কারণ, শ্লোকে কথিত অগ্নি আদি বস্তু সকল দ্বারা জগৎ গঠিত এবং ঐ জগৎ শ্রীগোবিন্দ হইতে উৎপন্ন

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৬১

কেচিৎ সবিতারং সর্ব্বেশ্বরং বদন্তি যথাহ—যচ্চক্ষুরিতি। যঃ এব চক্ষুঃ প্রকাশকো যস্য সঃ।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।
ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ।

'ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিরাট্‌রূপস্যৈব সবিতৃচক্ষুষ্ট্বাচ্চ। ৬১।

ও তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত এবং তাঁহাতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার ভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য। ৬০।

অনু।—অশেষ তেজঃসম্পন্ন সকল গ্রহরাজ দেবমূর্ত্তি সূর্য্যেরও যিনি চক্ষুস্বরূপ এবং যাঁহার আদেশে কালচক্র ধারণ করিয়া ঐ সূর্য্যদেব সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৬১।

তাৎপর্য্য।—সৌর সম্প্রদায় সূর্য্যকেই সর্ব্বেশ্বররূপে বর্ণনা করিয়া সূর্য্য উপাসনাই পরমার্থ বলেন। তাঁহাদের ঐ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে, ইহা দেখাইবার জন্য এই শ্লোকের দ্বারা সূর্য্যদেবের শ্রীগোবিন্দের প্রতি আনুগত্য দেখাইয়া শ্রীগোবিন্দ উপাসনার প্রাধান্য দর্শিত হইয়াছে। সকল গ্রহগণের রাজা পরম তেজোময় মূর্ত্তিমান্ সূর্য্যদেবের চক্ষুস্বরূপ হইতেছেন শ্রীগোবিন্দ। "চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা" ছান্দোগ্যশ্রুতির এই বাক্য অনুসারে দেখা যায় যে, চক্ষুই প্রতিষ্ঠার মূল। সুতরাং সূর্য্যদেবের প্রতিষ্ঠার মূল শ্রীগোবিন্দ। "স এব চক্ষুঃ" গীতার এই শ্লোকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির তেজঃ ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই তেজঃ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্মোঽথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।
যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৬২

কিং বহুনা ধর্ম্ম ইতি। 'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে' ইতি শ্রীগীতাভ্যঃ। ৬২।

অধিকন্তু তিনিই সূর্য্যের চালক। তাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্য কাল-চক্র ধারণ করিয়া নিরন্তর ভ্রমণ করেন। "আমা হইতে ভীত হইয়া অর্থাৎ আমার আদেশে পবন প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, শ্রীগোবিন্দই সূর্য্যের চালক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্ রূপ বর্ণনে সূর্য্যকে শ্রীকৃষ্ণের একটি চক্ষুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গী এবং সূর্য্য তাঁহার অঙ্গ বিশেষ। সূর্য্য চক্ষুরূপে বর্ণিত হওয়ায় "সূর্য্যই-সর্ব্বেশ্বর" এই প্রকার কল্পনা করিলে, "সূর্য্য আমা হইতে ভীত হইয়া উদিত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সমূহ বাধিত হইবে এবং তদনুগত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইবে। সুতরাং সূর্য্য সর্ব্বেশ্বর নহেন, শ্রীগোবিন্দই সর্ব্বেশ্বর, ইহাই সিদ্ধান্তসঙ্গতি। ৬১।

অনু।—ধর্ম্ম ও পাপ সমূহ (অধর্ম্ম), শ্রুতিসমূহ, তপস্যা এবং ব্রহ্মা হইতে কীট অবধি যাবতীয় জীবগণ কেবল যাঁহার প্রদত্ত বিভবের দ্বারা প্রভাব প্রকাশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৬২।

তাৎপর্য্য।—কেবলমাত্র সূর্য্য নহে, সমগ্র পদার্থই শ্রীগোবিন্দের প্রভায় প্রভাবিত হইতেছে এবং শ্রীগোবিন্দ সকলের প্রবর্ত্তক, এই শ্লোক দ্বারা ইহাই বর্ণিত হইতেছে। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" গীতার এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কে সকলেরই প্রবর্ত্তক তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। ৬২।

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৬৩

তত্র তত্র সর্ব্বেশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্দ্রষ্টব্য ইতি ন্যায়েন কর্ম্মানুরূপ-ফলদাতৃত্বেন সাম্যেঽপি ভক্তে তু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রেতি।

অনু।—আশ্চর্য্য এই যে, যিনি ইন্দ্রগোপকীট অথবা দেবরাজ ইন্দ্র এই উভয়েতেই তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফল-ভাজনতা প্রকাশ করেন, কিন্তু ভক্তিমানদিগের কর্ম্মফল দগ্ধ করেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি। ৬৩।

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের ভক্তপক্ষ-পাততা দর্শিত হইতেছে। এই প্রকার একটি ন্যায় আছে যে, মেঘ হইতে বারি বর্ষিত হয়, ঐ বারি পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগ সর্ব্বত্রই পতিত হয়, কিন্তু উহা স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের যথেষ্ট গুণ বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। তদ্বৎ শ্রীভগবানের কৃপা সকলের উপরই সমানভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ভক্তগণ তাহা হইতে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেন, কিন্তু অন্যান্য সকলের কল্যাণ লাভ জ্ঞান সাপেক্ষ্য মাত্র। অর্থাৎ যদিও ভগবান্ সকলকে কর্ম্মানুসারে ফল দিয়া থাকেন; যে যেমন কর্ম্ম করে, ভগবৎ-কৃপায় সে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহার কোনও রূপ অন্যথা হয় না ও ইহাতে তারতম্য না থাকায় সর্ব্বেশ্বর ভগবানের সর্ব্বত্র কর্ম্মফলদাতৃরূপে সমতা সিদ্ধ হয়; তথাপি ভক্তগণের প্রতি তিনি বিশেষ পক্ষপাত অবলম্বন করেন; ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে। বর্ষাকালে জন্মগ্রহণ করে ইন্দ্রগোপ নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট। ঐ ক্ষুদ্র কীটও স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে ভগবৎ কৃপায় স্বীয় কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইতেছে; এবং দেবতাগণের রাজা ইন্দ্রও ভগবৎ-কৃপায় নিজ কর্ম্মফল

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
ইতি চ শ্রীগীতাভ্যঃ। ৬৩।

প্রাপ্ত হয়েন। প্রত্যেক জীবের কর্ম্মফলদাতৃরূপে ভগবানের কৃপা সর্ব্বত্র সমান। কিন্তু সর্ব্বত্র বর্ষিত মেঘের বারি যেমন স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের অধিক পুষ্টি সাধন করে; অর্থাৎ উহার দ্বারা জলভাগ অধিক ফল লাভ করে তদ্বৎ ভক্তগণ কর্ম্মফলভোগ খণ্ডনরূপ অধিক ফল ভগবানের কৃপায় লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্তগণের যাবতীয় কর্ম্মফল দূর করিয়া দিয়া তাহাদের স্বকীয় লোকে আনিয়া স্বীয় সেবাধিকার দান করেন। ইহাই ভগবানের ভক্তপক্ষপাত বলিয়া খ্যাত। ইহা তাঁহার একটি বিশেষ গুণ।

ব্রহ্মসূত্র-গোবিন্দভাষ্যে ফলাধ্যায়ে এইরূপ উক্ত আছে যে, যদিও সাধারণ ভাবে সকল জীবের পক্ষেই কর্ম্মফল একমাত্র ভোগের দ্বারাই খণ্ডিত হয় এবং ইহাই বিধান, কিন্তু ভগবান্ স্বীয় ভক্তগণকে কৃপা করিয়া ঐ কর্ম্মফল ভোগ হইতে রক্ষা করেন এবং উহা খণ্ডন করিয়া ভক্তগণকে স্বীয় নিকটে আনয়ন করেন। ভক্তগণের ঐ অনুপভুক্ত কর্ম্মফল অপরাপর জীবগণ ভোগ করিয়া থাকে। ভক্তগণের উক্ত কর্ম্মফল দুই প্রকার হইতে পারে, শুভ অথবা অশুভ। যে সকল জীব উক্ত ভক্তগণের ভগবদ্-ভজনের আনুকূল্য বিধান করিয়াছিল, ভগবান্ সেই সকল জীবকে ভক্তগণের অনুপভুক্ত কর্ম্মফলের মধ্যে যাহা শুভ কর্ম্মফল, তাহা প্রদান করেন। যাহারা প্রতিকূলতা বিধান করিয়াছিল, তাহাদের অশুভ ফল প্রদান করেন। এই প্রকারে ভক্তগণকে কর্ম্মফল শূন্য করিয়া তদনন্তর স্বীয় ধামে তাহাদিগকে আনয়ন করেন। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" গীতার এই শ্লোকে উক্ত আছে যে, "যদিও সর্ব্বভূতে আমার সমান

যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৬৪

স এব চ স্বয়ন্তু বৈরিভ্যোঽপ্যস্তদুর্লভফলং দদাতি কিমুত স্ববিষয়ককামাদিনা নিকামশ্রেষ্ঠেভ্যঃ ততঃ কো বাঽন্যো ভজনীয় ইতি ভজামীত্যন্তপ্রকরণমুপসংহরতি—যং ক্রোধেতি। সহজপ্রণয়ঃ সখ্যম্। বাৎসল্যং পিত্রাদ্যুচিতভাবঃ। মোহঃ সর্ব্ববিস্মরণময়ো ভাবঃ পরব্রহ্মতয়া স্ফূর্ত্তিঃ। গুরুগৌরবং যস্মিন্ পিতৃত্বাদিভাবনাময়ম্। সেব্যভাবঃ সেব্যোঽয়ং মমেতি ভাবনা দাস্যমিত্যর্থঃ। তস্য সদৃশীং ক্রোধাবেশিনঃ প্রাকৃতস্বমাত্রাংশৈর্নান্যেষু তু তত্তদ্ভাবনা-যোগ্যরূপগুণাংশলাভতারতম্যেন তুল্যমিত্যর্থঃ।

জ্ঞান, এবং কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নহে ; কিন্তু যে আমাকে ভক্তিদ্বারা ভজনা করে তাহাকে যোগক্ষেম প্রদান করি।” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও এই প্রকার উক্ত হইয়াছে যথা।— “বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব।” এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীগোবিন্দ ভক্তবৎসল এবং ইহা তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। ৬৩।

অন্বয়।—ক্রোধ, কাম, সহজ-প্রণয় প্রভৃতি ভীতি, বাৎসল্য, মোহ, গুরুগৌরব এবং সেব্য ইত্যাদি ভাব সমূহের দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করিয়া তৎ তৎ ভাবানুরূপ দেহ প্রাপ্তি ঘটে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ৬৪।

তাৎপর্য্য।—যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শত্রুদিগকেও অপরের দুষ্প্রাপ্য ফল অর্থাৎ গতি প্রদান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যাহার মূল এবং সর্ব্বস্ব, এমন অনুকূল ভাব সমূহের দ্বারা উপাসিত হইয়া নিকাম শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে যে তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিবেন, ইহাতে আর অধিক কথা কি আছে। বক্তব্য এই যে, যে ভক্ত যে প্রকার ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন,

'অদৃষ্টান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্' ইতি শ্রীবাসুদেব-বাক্যস্য 'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্' ইতি ব্রহ্মসূত্রস্য।

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥

ইতি নারদবাক্যস্য চৈক্যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বথা তৎসদৃশত্বাবিরোধাৎ 'বৈরেণ যং নৃপতয়' ইত্যাদৌ 'অনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্' ইত্যনুরক্তধীষু স্বত্বা তেন বিশিষ্টং স্বতস্থিতি প্রাপ্তেষ্বেপি তত্তদনুরাগতারতম্যেনাপি তত্তারতম্যং লভ্যতে ইতি। অনেন গোলোকস্বপ্রপঞ্চাবতীর্ণয়োরেকত্বমেব দর্শিতম্। তদুক্তম্। নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি। ৩৪।

সেই ভক্ত অন্তে তদনুরূপ নিত্য সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হয়েন। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ কৃপা করিয়া ঐ ভক্তকে তদীয় ভজনানুরূপ সিদ্ধ দেহ প্রদান করত স্বীয় নিত্য সেবার অধিকারী করিয়া গ্রহণ করেন।

ব্রজ লোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥
—চৈতন্যচরিতামৃত।

সহজ-প্রণয় শব্দের দ্বারা সখ্য ভাব বুঝাইতেছে। বাৎসল্য শব্দের দ্বারা পিতা মাতা প্রভৃতির উচিত ভাব। মোহ শব্দে সর্ব্ববিস্মরণময় ভাব, ইহাতে শ্রীগোবিন্দ পরম ব্রহ্মরূপে প্রতীত হন মাত্র। গুরুগৌরব শব্দে, নিজের প্রতি পিতৃত্বাদি-ভাবনাময়তা। সেব্য শব্দে, দাস্য ভাব। এই সকল ভাবের যে কোনও একটি আশ্রয় করিয়া তদনুসারে শ্রীগোবিন্দের প্রতি আভিমুখ্য দ্বারা এবং তৎ তৎ ভাবের বা অনুরাগের তারতম্য অনুসারে ভাবানুরূপ দেহ পাইয়া তদনুসারে শ্রীগোবিন্দ প্রাপ্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। যে শ্রীগোবিন্দ এই প্রকারে কৃপা করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। এই আটত্রিশ শ্লোক হইতে চৌষট্টি শ্লোক পর্য্যন্ত মোট সাতাশটি শ্লোকের দ্বারা ব্রহ্মা স্বীয় অভীষ্ট দেব শ্রীগোবিন্দের

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ৬৫
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ৬৬

তদেবং নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন শ্রুত্বা তেন বিশিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি—শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি যুগ্মকেন। শ্রিয়ঃ শ্রীব্রজসুন্দরী-রূপাস্তাসামেব মন্ত্রে ধ্যানে চ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্তা-নামপ্যেক এব কান্ত ইতি পরমনারায়ণাদিভ্যোঽপি তস্য তস্য-লোকেভ্যোঽপি তদীয়লোকস্য চাস্য মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। কল্পতরবো দ্রুমা ইতি তেষাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বপ্রদত্বাত্তথৈব প্রথিতম্। ভূমিরিত্যাদিকঞ্চ। ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহাং দদাতি কিমুত কৌস্তভাদি। তোয়মপ্যমৃতমিব স্বাদু কিমুতামৃতমিত্যাদি। বংশী প্রিয়সখীতি সর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখস্থিতিশ্রাবকত্বেন জ্ঞেয়ম্। কিং বহুনা। চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপম্। 'সমানোদিত-চন্দ্রার্কম্' ইতি বৃন্দাবনবিশেষণং গৌতমীয়তন্ত্রবরে। তচ্চ নিত্য-পূর্ণচন্দ্রত্বাত্তথা। তদেব পরমপি তত্তৎপ্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষামাস্বাদ্যং ভোগ্যমপি চ চিচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ।

স্তব সমাপন করিলেন। বৃন্দাবনের দ্বিভুজ-মুরলীধর-নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই স্তবের তাৎপর্য্য, তিনিই পরমেশ্বর। রাগানুগা ভক্তি-মার্গে তাঁহার ভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য। ৬৪।

অনু।—যে লোকে শ্রীগণ কান্তা, কান্ত, পরম পুরুষ, বৃক্ষগণ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়, জল অমৃত, কথাই গান, গমনই নৃত্য, বংশী প্রিয় সখী, চিদানন্দই জ্যোতিঃ,

দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্। ইতি শ্রীদশমাৎ।

সুরভিভ্যশ্চ প্রবর্ত্তীতি তদীয়বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ। ব্রজতি ন হীতি তদাবেশেন তে তদ্বাসিনঃ কালমপি ন জানন্তীতি ভাবঃ। কালদোষাস্তত্র ন সন্তীতি বা।

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

ইতি দ্বিতীয়াৎ। অতএব শ্বেতং শুদ্ধং দ্বীপম্ অন্যাসঙ্গরহিতম্। 'যথা হি বৈ সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং হি তিষ্ঠতীতি' তাপনীভ্যঃ। ক্ষিতীতি। তদুক্তম্।

যং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্। ইতি। ৬৫—৬৬।

এবং তাহাই পরম আস্বাদনীয়, সেই স্থানে সুরভিগণ হইতে সুমহান্ ক্ষীরাব্ধি পরিস্রাবিত হইতেছে, নিমেষার্দ্ধও সেইস্থানে বৃথা অতিবাহিত হয় না; এবম্ভূত শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজন করি; ঐ ধামের তত্ত্ববিদ্‌গণ জগতে বিরল এবং ঐ ধামকে গোলোক বলিয়া থাকেন। ৬৫-৬৬।

তাৎপর্য্য।—নিজ ইষ্ট দেব শ্রীগোবিন্দই একমাত্র ভজনীয়; এই প্রকারে তাঁহার স্তব করিয়া এক্ষণে সেই পরম ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ-যুক্ত সেই কৃষ্ণলোক অর্থাৎ ধাম গোলোকের যুগ্ম শ্লোকের দ্বারা স্তব করিতেছেন। মন্ত্রে এবং ধ্যানে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি হেতুক-গোলোকস্থা কান্তা শ্রীগণ ব্রজসুন্দরীরূপা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই অনন্ত ব্রজসুন্দরী কান্তাগণের কান্ত একমাত্র পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং পরম নারায়ণাদি হইতেও সেই শ্রীকৃষ্ণের এবং ঐ নারায়ণের ধামসমূহ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোকের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল। সমগ্র প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া তত্রস্থ বৃক্ষগণ কল্পবৃক্ষ সমূএবং ভূমি হও যাবতীয়-

অথোবাচ মহাবিষ্ণুর্ভগবন্তং প্রজাপতিম্।
ব্রহ্মন্ মহত্ত্ববিজ্ঞানে প্রজাসর্গে চ চেন্মতিঃ।
পঞ্চশ্লোকীমিমামাদ্যাং বৎস তত্ত্বং নিবোধ মে ॥ ৬৭

তদেবং তস্য স্তুতিমুক্‌ত্বা শ্রীভগবৎপ্রসাদলাভমাহ—অথেতি সার্দ্ধেন। সর্ব্বং স্পষ্টম্। ৬৭।

ঈপ্সিত বস্তু দাতা। জল অমৃতের ন্যায় স্বাদ বিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের সুখ-স্মৃতির শ্রাবক হওয়ায় বংশী প্রিয়সখী। চিদানন্দলক্ষণ বস্তুই জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্য-রূপ। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে আবিষ্ট হইয়া গাভীগণের দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। কৃষ্ণাবেশে আবিষ্ট গোলোকবাসীর কাল গণনার অবসর নাই। কালসম্বন্ধীয় দোষ সমূহ উক্ত ধামে নাই; সুতরাং উহা শ্বেত অর্থাৎ শুদ্ধ দ্বীপ। অন্যের আসক্ত রহিততাই ইহার হেতু এবং যেমন সরোবরে পদ্ম থাকে তদ্বৎ এই ধাম ভূমিতে অবস্থিত; এই সকল কথা গোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত আছে। এবম্ভূত ধামকে গোলোক সংজ্ঞায় সাধুগণ অভিহিত করেন। ঐ ধামের তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণ অত্যন্ত বিরল। ব্রহ্মা এবম্ভূত গোলোক ধামের স্তব করিতেছেন। এই প্রকারে দুই শ্লোকের দ্বারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ও তদ্ধাম শ্রীগোলোকের স্তব বর্ণিত হইল। ৩৫-৬৬।

অনুবাদ।—অনন্তর মহাবিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) ভগবান্ প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, "হে ব্রহ্মন্! মহত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে এবং প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তবে, হে বৎস! এই আদি পঞ্চশ্লোকী তত্ত্ব আমার নিকট হইতে পরিজ্ঞাত হও"। ৬৭।

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে কৃপা করিলেন। লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই শ্লোকের দ্বারা তাহা বর্ণিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীত হইয়া শরণাগত ব্রহ্মাকে পরমতত্ত্বসমূহ পঞ্চশ্লোকের দ্বারা উপদেশ করিলেন। ৬৭।

প্রবুদ্ধে জ্ঞানভক্তিভ্যামাত্মন্যানন্দচিন্ময়ী।
উদেত্যনুত্তমা ভক্তির্ভগবৎপ্রেমলক্ষণা॥ ৬৮

তত্র প্রসাদরূপাং পঞ্চশ্লোকীমাহ—প্রবুদ্ধ ইতি।

তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ॥

ইত্যেকাদশাৎ। ৬৮।

অনু।—জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে ভগবৎ-প্রেম-লক্ষণা আনন্দ-চিন্ময়ী-অনুত্তমা ভক্তি উদিত হয়। ৬৮।

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহরূপ পঞ্চশ্লোকী উপদেশ যথাক্রমে কথিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন "হে উদ্ধব! জ্ঞানের সহিত আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজন কর।" এই স্থলেও তদ্রূপ ভগবান্ ব্রহ্মাকে উপদেশ দিতেছেন এবং যে ক্রমে ভক্তি উদিত হয়, তাহা বলিতেছেন। এখানে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই পরমার্থ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রবুদ্ধ হয় না; ইহাই বর্ণিত হইল। কারণ, শ্লোকে আত্মতত্ত্ব প্রবোধন ব্যাপারে জ্ঞান ও ভক্তি এই উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়; সুতরাং কর্ম্মাদির দ্বারাও তৎপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধান্ত নিবারিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উক্ত আছে যথা;—"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।" "আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে" এই বাক্যাংশের দ্বারা আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" এই আত্মস্বরূপ বোধ জাগরিত হইলে, বুঝাইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে, যথা;—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।" এবম্ভূত আত্মজ্ঞান উদিত হইলে জীবের হৃদয়ে আনন্দচিন্ময়ী ও ভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণা অনুত্তমা ভক্তির উদয় হয়।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তা'রে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রমাণৈস্তৎসদাচারৈঃ সদভ্যাসৈর্নিরন্তরম্।
বোধয়ত্যাত্মনাত্মানং ভক্তিমপ্যুত্তমাং লভেৎ ॥ ৬৯

প্রেমলক্ষণভক্তেঃ সাধনজ্ঞানরূপয়োঃ ভক্ত্যোঃ প্রাপ্ত্যুপায়মাহ—প্রমাণৈরিতি। প্রমাণৈর্ভগবচ্ছাস্ত্রৈঃ তৎসদাচারৈস্তদীয়া যে সন্তস্তেষামাচারৈরনুষ্ঠানৈঃ। তদভ্যাসৈস্তেষামেব পৌনঃপুন্যবাহুল্যেন আত্মনাঽঽত্মানং বোধয়তি স্বয়মেব স্বং ভগবদাশ্রিতঃ শুদ্ধজীবরূপমনুভবতি। ততোঽপ্যুত্তমাং শুদ্ধাং ভক্তিং লভত ইতি। তথা চ শ্রুতিস্তবে।

এই অনুত্তমা ভক্তিকে শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক রতি বা শ্রদ্ধা অথবা জ্ঞানমিশ্রা প্রাথমিক ভক্তি বলা যাইতে পারে। ইহাই ভক্তির প্রথম প্রকাশ। ইহা হইতেই উত্তমা ভক্তি লাভ হয়। জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিবার যে উপদেশ দেওয়া আছে, উহাতে ঐ ভক্তিকে সামান্যতঃ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৬৮।

অনু।—প্রমাণ, তৎসম্বন্ধীয় সদাচার ও সদভ্যাসদ্বারা নিরন্তর আত্মাদ্বারা আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ স্বকীয় স্বরূপ প্রবোধিত করিয়া উত্তমা ভক্তি লাভ করিবে। ৬৯।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে কথিত, ভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণ ভক্তি হইতে সাধন ও জ্ঞানরূপা ভক্তি প্রাপ্ত হইবার উপায় এই শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। "প্রমাণ" এই পদের দ্বারা ভগবৎ-শাস্ত্র অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রসমূহ বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঐ সকল ভক্তি-শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে এবং "তৎসম্বন্ধীয় সদাচার" পদের দ্বারা সেই ভক্তিশাস্ত্র অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতাদি অনুসারে যাঁহারা কার্য্য করেন এমন সাধুভক্তগণের আচার অর্থাৎ ভগবানের দাসগণের আচরণ বুঝাইতেছে; সেই আচার অনুসারে এবং "সদভ্যাস" পদের দ্বারা ঐ সকলের পুনঃপুনঃ অভ্যাস বুঝাইতেছে; সুতরাং ঐ প্রকার অভ্যাসের দ্বারা নিজেই নিজের অর্থাৎ নিজতত্ত্বের, আত্মতত্ত্বের "কে আমি? কি করিতেছি? কি

স্বকৃতপুরেষমীষবহিরন্তরসম্বরণং তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তি-ধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥ ইতি। ৬১।

করিতে আসিয়াছি? কি করণীয়"? ইত্যাদি সন্দেহ নিরাকরণ-পূর্ব্বক নিজবিষয়ক বোধ জাগরিত করিবে অর্থাৎ "আমি ভগবানের দাস, ভগবদাশ্রিত চিৎকণ শুদ্ধ জীব" এই আত্মতত্ত্ব অনুভব করিবে। এই প্রকারে ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তগণের সহবাস এবং তাঁহাদের আচরণ প্রভৃতির অভ্যাস দ্বারা ঐ প্রকার আত্মজ্ঞান দৃঢ় হইলে ঐ সকলের কৃপায় অতঃপর শুদ্ধা ভক্তি লাভ হইবে অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি হৃদয়ে উদিত হইবে।

"স্বকৃতপুরেষু" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা এই সিদ্ধান্তই শ্রীপাদজীবগোস্বামী স্বীয় টীকায় বিবৃত করিয়াছেন।

"সাধু সঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি ফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উত্তমা ভক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে, অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অর্থাৎ যাবতীয় বাসনা বিরহিত হইয়া জ্ঞান কর্ম্মাদি সম্যক্‌রূপে বর্জ্জন পূর্ব্বক অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনুশীলনের নাম উত্তমা ভক্তি। এই শ্লোকদ্বারা শাস্ত্র-সেবা, সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণব আচার পালন, ইহার দ্বারাই উত্তমা ভক্তি লাভ হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। এবং ইহাই ব্রহ্মাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রদান করিলেন।

ভক্তিই পরমপুরুষার্থ। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু পরম পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তত্ত্ব উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছিলেন যথা।—

"প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

যস্মাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্বৃতিমাপ্নুয়াৎ।
যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ ॥ ৭০
ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥ ৭১
কুর্ব্বন্নিরন্তরং কর্ম্ম লোকোঽয়মনুবর্ত্ততে।
তেনৈব কর্ম্মণা ধ্যায়ন্ মাং পরাং ভক্তিমিচ্ছতি ॥ ৭২

তথা চ প্রেমভক্তিরেব সাধ্যা নান্যেত্যাহ—যস্মা ইতি। তদুক্তং চতুর্থে।

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ ॥ ইতি। ৭০।

অপরন্ত এই শ্লোকের দ্বারা একান্তভাবে শরণাগত ব্রহ্মাকে শ্রীগোবিন্দ জীবের পরমার্থ ভক্তি উপদেশ দান করিলেন। ৬৯।

অনু।—যাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই, যাহার দ্বারা পরম নির্বৃত্তি লাভ হইয়া থাকে; যে আমাকেও সাধন করে; সেই ভক্তির সাধনা অবশ্য করা উচিত। ৭০।

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকের দ্বারা প্রেম ভক্তিই একমাত্র সাধ্য; অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর সাধনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঐ প্রেম ভক্তির সাধনা করাই সকলের কর্ত্তব্য, জীবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশমুখে এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের "অতো মাম্" এই শ্লোকে উক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও এই প্রকার উক্ত আছে; যথা।—

কৃষ্ণ ভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তারা দিতে নারে ফল ॥

সুতরাং ভগবান্ ব্রহ্মাকে ভক্তিতত্ব উপদেশ দান করিলেন। ৭০।

পুনঃ শুদ্ধামেব সাধনভক্তিং দ্রঢ়য়ন্নন্যকামৈরপি তামেব কুর্য্যাদি-ত্যাহ—ধর্ম্মানন্যানিতি দ্বাভ্যাম্। তদুক্তম্।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ইতি। ৬১—৬২।

অনু।—অপরাপর যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বস্তভাবে দৃঢ়রূপে একমাত্র আমাকেই ভজনা কর। যদ্রূপ যদ্রূপ শ্রদ্ধা সিদ্ধিলাভও তদ্রূপ হইয়া থাকে। নিরন্তর কর্ম্মকারী জীব আমারই অনুবর্ত্তন করিতেছে এবং সেই কর্ম্মের দ্বারা ধ্যানপর হইয়া আমাতেই পরাভক্তি ইচ্ছা করিয়া থাকে। ৬১-৬২।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকের দ্বারা একমাত্র ভক্তিরই সাধনা করা কর্ত্তব্য এই কথা দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মাকে আদেশ করিয়া পুনরায় সেই শুদ্ধা সাধন-ভক্তির আরাধনা দৃঢ় করত অন্যকামী জীবগণও যে ফলতঃ পরা-ভক্তি লাভ করিতে স্পৃহান্বিত হয় এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া ও ভজন করা উচিত; এই সিদ্ধান্তসমূহ এক্ষণে পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে নির্দ্দেশ করিলেন। ভক্তির যজন যাজন এবং শরণাগতি ও আত্মসমর্পণ এই দুই শ্লোকের পরম নির্দ্দেশ।

শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন, "সর্ব্বকাম এমনকি মোক্ষকামও উদারবুদ্ধি জীবগণ সকলেই তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরমপুরুষের আরাধনা করেন।"

পূর্ব্বে যে উত্তমা-ভক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদজীবগোস্বামী যে সাধন-ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; এতৎ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এইরূপ উক্ত আছে যে,—উত্তমা-ভক্তি তিন প্রকার অর্থাৎ তিন প্রকারে উদিত হয়েন, যথা—সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি এবং প্রেম-ভক্তি। "উদিত হয়েন" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি বা প্রেম নিত্য-সিদ্ধ বস্তু; ইহা কোনও বস্তুর সাধ্যে নহেন, সুতরাং স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাব এবং স্বেচ্ছায় জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন; উদিত হন বুঝিতে হইবে।

অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য
বীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ।
ময়াঽঽহিতং তেজ ইদং বিভর্ষি
বিধে বিধেহি ত্বমথো জগন্তি ॥ ৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে
মূলসূত্রাখ্যঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

তস্মাত্তব সিসৃক্ষাঽপি ফলিষ্যতীতি সযুক্তিকমাহ—অহং হীতি। প্রধানং শ্রেষ্ঠং বীজং পূর্ণভগবদ্রূপম্। প্রকৃতিরব্যক্তম্। পুমান্

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা দ্বারা অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভাবে পরিলক্ষিত উত্তমা-ভক্তিকেই সাধন-ভক্তি বলা হয়। ইহার দ্বারা ভাব ও প্রেম সাধ্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভাব ও প্রেম নিত্য-সিদ্ধ এবং কখনও সাধ্য নহে ; কিন্তু বক্তব্য এই যে, সাধনার দ্বারা জীবের হৃদয়ে ভগবদ্বিষয়ক ভাব ও প্রেম প্রকটিত হইয়া থাকে।

এই শ্লোক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "মামেকং শরণং ব্রজ" এই বাক্যের দ্বারা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণে ভজয়" এই বাক্য উক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ় করিতেছে। অধিকন্তু ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই যে সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য ও পরমার্থপ্রদ তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামীর সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ৭১-৭২।

অনু।—আমি এই চরাচর বিশ্বের প্রধান বীজ। আমিই প্রকৃতি এবং পুরুষ। তুমি আমার দ্বারা অর্পিত তেজ ধারণ

স্রষ্টা। কিং বহুনা। ত্বমপি ময়া আহিতমর্পিতং তেজো বিভর্ষি তস্মাত্তেন মত্তেজসা জগন্তি সর্ব্বাণি স্থাবরজঙ্গমানি হে বিধে বিধেহি কুর্ব্বিতি। ৭৩।

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিকৃতা ব্রহ্মসংহিতাটীকা সম্পূর্ণা॥

—॥ শ্রীহরিঃ ॥—

করিতেছ; অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি সমগ্র স্থাবর জঙ্গম ও বিশ্ব সৃজন কর। ৭৩।

তাৎপর্য্য।—জ্ঞাতব্য তত্ত্বসমূহ উপদেশ করিয়া "অতএব এক্ষণে তোমার বিশ্বসৃজন ইচ্ছা পূর্ণ হইবে" শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া আশান্বিত করিলেন এবং যুক্তির সহিত তাহা ব্রহ্মার নিকট বিবৃত করিলেন, এই অন্তিম শ্লোকের দ্বারা সেই বিবৃতি প্রকাশিত হইতেছে। বক্তব্য এই যে—জগতের মূল শ্রীগোবিন্দ যখন প্রসন্ন হইয়াছেন তখন ব্রহ্মার জগৎসৃষ্টি বিষয়ে আর বাধা থাকিবে না।

"প্রধান বীজ" এই পদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পূর্ণ ভগবদ্রূপ বুঝাইতেছে। "পুমান্" শব্দের দ্বারা স্রষ্টা বুঝাইতেছে। শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বস্তুর কারণ ও সাক্ষিরূপে নির্ণীত হইলেন, সমগ্র চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ তন্ময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণময়, ইহাই বর্ণিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন "আমিই সমগ্র জগতের কারণ, আমি মূল প্রকৃতি এবং মূল পুরুষ; আমার তেজের দ্বারাই তেজোময়; অধিক কি, তুমিও আমার দ্বারা অর্পিত তেজ ধারণ করিতেছ; সুতরাং জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি জগৎ সৃষ্টি কর।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ঐ সকল উপদেশ-বাক্য দ্বারা উৎসাহিত হইয়া কৃতার্থ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের তেজের দ্বারা তেজ-যুক্ত হইলেন এবং জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ৭৩।

শ্রীগৌরকিশোরগোস্বামি-বেদান্ততীর্থ-কৃত শ্রীব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ ও 'গৌর-করুণা' নামক তাৎপর্য্যমূলক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ॥